সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.net

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৪৭-৪৮
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সোমবার

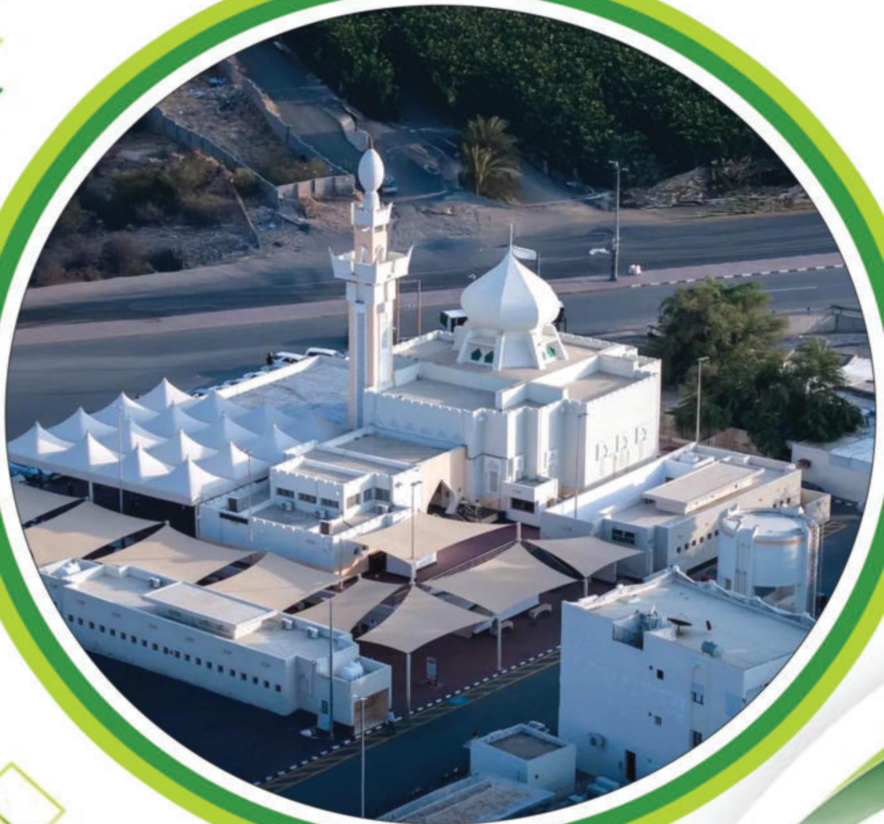

মসজিদ আল-জি'রানাহ, সৌদি আরব

সূচীপত্র


সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

.٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام


## গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

## ব্যাংক একাউন্টসমূহ

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

**জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড**
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

**সাপ্তাহিক আরাফাত**
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

**মাসিক তর্জুমানুল হাদীস**
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

## গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

**বাংলাদেশ**

বার্ষিক : ৭০০ টাকা

ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আন্তর্জাতিক

মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-

Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار النظام الإسلامي
সাপ্তাহিক
# আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৪৭-৪৮ সংখ্যা
২১ সেপ্টেম্বর-২০২৬ ঈসায়ী
০৬ আশ্বিন-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৮ রবীউস্ সানী-১৪৪৮ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

## সূচিপত্র

মণির খনি: বাকপটুতা ও মুনাফিক্বী ০২

সম্পাদকীয়: নিখোঁজ শিশুরা কোথায়, জবাব মিলবে কি? হত্যায় বাড়ছে উদ্বেগ! ০৩

দারসুল কুরআন: ইসলাম: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪

দারসুল হাদীস: প্রবীণদের প্রতি সম্মান
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭

প্রধান রচনা: হূতি উত্থান: সংঘাতের বিস্তার এবং ইয়েমেনের ভবিষ্যৎ
তানযীল আহমাদ- ১০

প্রবন্ধ: ইয়েমেনের বিদ্রোহী হূতিদের আসল চেহারা
প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন
অনুবাদক: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল- ১৪

জিজ্ঞাসা-জবাবের মাধ্যমে আল কুরআনের শিক্ষা পদ্ধতি
ড. এস. এম আব্দুর রউফ- ১৯

আলোকিত জীবন: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ): এক প্রজ্ঞাবান শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তক ও সংগঠক
মো. মনিরুজ্জামান- ২২

ক্বাসাসুল হাদীস: মহান আল্লাহর প্রতি ভয়
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৭

পরিবেশ-প্রকৃতি– নেপালের বন্যা: বিশ্বের জন্য একটি সতর্কবার্তা
নিকোলাস বিশ্বাস- ২৮

জমঈয়ত সংবাদ ..... ৩০

শুব্বান সংবাদ ..... ৩০

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা– ঔষধ: নিরাময় না-কি ঝুঁকির কারণ?
ডা. সুলতান আহমদ- ৩১

ফাতাওয়া ও মাসায়িল ..... ৩৩

প্রচ্ছদ পরিচিতি: ঐতিহাসিক মসজিদ আল-জি'রানাহ
আব্দুল মোহাইমেন সাআদ- ৪৬

**সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি**
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

**উপদেষ্টামণ্ডলী**
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

**সম্পাদক**
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

**নির্বাহী সম্পাদক**
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

**সহকারী সম্পাদক**
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

**প্রবাস সম্পাদক**
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

**সার্কুলেশন ম্যানেজার :** ডা. সুলতান আহমদ

**সম্পাদনা পরিষদ**
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

**ব্যবস্থাপক :** রবিউল ইসলাম

**বিপণন কর্মকর্তা :** মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন

**প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

**সার্বিক যোগাযোগ:** জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭, টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.net, www.jamiyat.org.bd, Page:ⓕshaptahikArafat,ⓕgroups/weeklyarafat

# منجم جواهر / মণির খনি: বাকপটুতা ও মুনাফিক্বী

## অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ۞ یُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا یَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا یَشْعُرُوْنَ ۞ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ﴾

“আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং শেষ দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও মু’মিনদের সঙ্গে ধোঁকা দেয়। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কাউকেই ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা এ সম্বন্ধে অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, পরন্ত আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলত।”

*(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ৮-১০)*

﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾

“তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদেকে তা থেকে ভুলে রেখেছো অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ করো; তাহলে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছো না?” *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ৪৪)*

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।”

*(সূরা আস্-সাফ্: ২-৩)*

## রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

**অনুবাদ:** ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টির ভয় করি, তা হলো প্রত্যেক বাকপটু-বাগ্মী মুনাফিক্ব।”

*(মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৪৩)*

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ: إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِيْ أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا.

**অনুবাদ:** ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– ‘নিশ্চয়ই আমার উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিক্ব হলো কুরআনের পাঠকগণ (কুররা)’।”

*(মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬৬৩৩)*

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِيْ النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.

**অনুবাদ:** উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। সে তা নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা যাঁতার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার চারপাশে জড়ো হয়ে তাকে বলবে, ‘হে অমুক! তোমার কী হয়েছে? তুমি কি আমাদের সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে না?’ সে বলবে, ‘হ্যাঁ, আমি তোমাদের সৎকাজের নির্দেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না; আর তোমাদের অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম, অথচ নিজেই তা করতাম। *(বুখারী- হা. ৩২৬৭; মুসলিম- হা. ২৯৮৯)*

সম্পাদকীয় / افتتاحية

# নিখোঁজ শিশুরা কোথায়, জবাব মিলবে কি? হত্যায় বাড়ছে উদ্বেগ!

*একটি শিশুর নিখোঁজ হওয়া কোনো পরিবারের কাছে নিছক একটি সাধারণ জিডি নয়। এটি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তায় ভরা এক দীর্ঘ অপেক্ষার শুরু। কখনো সেই অপেক্ষার শেষ হয় সন্তানের ফিরে আসায়, আবার কখনো মিলছে তার মরদেহ। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।*

*পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত দেশে শিশু নিখোঁজের ঘটনায় ১৫ হাজার ৭১৭টি জিডি হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ হাজার ৬৭৯ শিশু উদ্ধার বা পরিবারের কাছে ফিরে এসেছে। তবে ২ হাজার ৩৮ শিশুর সন্ধান তখনো পাওয়া যায়নি। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ শিশুদের বড় অংশের বয়স ১০ থেকে ১৭ বছর।*

*স্মর্তব্য যে, নিখোঁজের প্রতিটি জিডি অপহরণ বা অপরাধের ঘটনা নয়। পুলিশ জানিয়েছে, পারিবারিক বিরোধ, অভিমান, পড়াশোনার চাপ, বন্ধুত্ব বা সম্পর্কজনিত বিষয় এবং স্বাধীনভাবে থাকার আকাঙ্ক্ষাসহ নানা কারণে কিশোর-কিশোরীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। অনলাইন জিডি চালুর ফলে নিখোঁজের ঘটনা রিপোর্ট করার সুযোগও বেড়েছে।*

*তবু প্রশ্ন থেকেই যায়- যে ২ হাজারের বেশি শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাদের খুঁজে বের করতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকরী কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?*

*উদ্বেগ আরো বাড়ে যখন নিখোঁজের পরিণতির দিকে তাকানো হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের গণমাধ্যমভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত নিখোঁজ হওয়ার পর ৩৬ শিশুর মরদেহ উদ্ধার হয়েছে।*

*অন্যদিকে শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'শিশুরাই সব'-এর হিসাব অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত অন্তত ৮৬ শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। একই সময়ে ৩৩৬ শিশুর যৌন নির্যাতনের তথ্যও সংগঠনটির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এসব তথ্য জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনার ভিত্তিতে সংগৃহীত; তাই এগুলোকে পুলিশের মামলা-ভিত্তিক সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে সরাসরি এক করে দেখা উচিত নয়।*

*উল্লেখ্য যে, জানুয়ারি থেকে আগস্ট-এ সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় ১৫৫ শিশু নিহত হয়েছে। শারীরিক ও পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণের পর হত্যা, গুলি, অপহরণসহ নানা কারণে এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।*

*শিশুদের নিরাপত্তার এই সংকট দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি-জুলাই সময়ে হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন, পুলিশের ওপর হামলা, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ও চুরিসহ সাত ধরনের অপরাধে ২১ হাজার ৭৫৬টি মামলা হয়েছে। একই সময়ে দেশে ২ হাজার ৩৬২টি হত্যা মামলা হয়েছে বলে পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে।*

*পরিশেষে আমরা বলতে চাই– পরিসংখ্যান সমস্যার আকার বোঝায়, কিন্তু সমাধান দেয় না। নিখোঁজ হওয়ার পর প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে দ্রুত অনুসন্ধান, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং আন্তঃসংস্থার সমন্বয় জরুরি। পাশাপাশি নিখোঁজ শিশুর জাতীয় ডাটাবেস, নিয়মিত আপডেট হওয়া উদ্ধার-তথ্য এবং নিখোঁজের কারণভিত্তিক বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন।*

*আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো– শিশু ফিরে এলেই দায়িত্ব শেষ হওয়া উচিত নয়। কেন সে নিখোঁজ হয়েছিল, সে নিরাপদ পরিবেশে ফিরেছে কি না এবং ভবিষ্যতে একই ঝুঁকি কীভাবে ঠেকানো যায়- এসব প্রশ্নেরও উত্তর প্রয়োজন।*

*একটি শিশুর নিরাপত্তা কোনো পরিসংখ্যান নয়; এটি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। তাই নিখোঁজের সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি নিখোঁজ হওয়ার কারণ, প্রতিরোধ, দ্রুত উদ্ধার এবং প্রতিটি শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি। আশা করি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।*

درس القرآن / দারসুল কুরআন:

# ইসলাম: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

### আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

### সরল বাংলায় আনুবাদ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১]

### শাব্দিক বিশ্লেষণ

يَٰٓأَيُّهَا (**অর্থ:** হে..., ওহে...) এটি আরবি ব্যাকরণে কাউকে ডাকার জন্য (হরফে নিদা) ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের সম্বোধনের মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বা নিষেধের প্রতি প্রস্তুত করেন। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে– কুরআনে যখনই 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু' শুনবে, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনবে; কারণ এরপর হয় কল্যাণের কোনো নির্দেশ থাকে, নয়তো কোনো অনিষ্ট থেকে নিষেধ করা হয়।

ٱلَّذِينَ (**অর্থ:** যারা) এটি একটি ইসমে মাওসূল– অর্থাৎ- সম্পর্কবাচক সর্বনাম।

ءَامَنُوا۟ (**অর্থ:** ঈমান এনেছ, বিশ্বাস স্থাপন করেছ)।

ٱدْخُلُوا۟ এটি একটি আদেশসূচক ক্রিয়াপদ (ফি'লে 'আম্র)। এর অর্থ হলো– কোনো কিছুর মধ্যে প্রবেশ করা।

فِى (**অর্থ:** মধ্যে, ভেতরে)।

ٱلسِّلْمِ শব্দটি দ্বারা এখানে মূলত ইসলাম তথা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু মতভেদ পাওয়া যায়; তবে এখানে 'ইসলাম' অর্থটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

كَآفَّةً শব্দটি হাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; এটি কার হাল –এ বিষয়ে তাফসীরে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে আয়াতের সামগ্রিক অর্থ হলো– ইসলামের বিধানকে খণ্ডিত না করে তার সামগ্রিক আনুগত্য গ্রহণ করা। এর অর্থ: ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ করা আর কিছু অংশ বর্জন করা যাবে না; বরং পুরোপুরি বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ইসলামের অনুসরণ করতে হবে।

وَلَا تَتَّبِعُوا۟ এটি একটি নিষেধসূচক নির্দেশ (নাহী)। ইত্তিবা'' অর্থ কারো অনুসরণ করা, তার পথ বা কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলা। خُطُوَٰتِ এটি 'খুত্বওয়াহ' (এক কদম) শব্দের বহুবচন। **অর্থ:** পদাঙ্ক, পায়ের ছাপ, পদক্ষেপসমূহ।

ٱلشَّيْطَٰنِ **অর্থ:** শয়তান বা ইবলিস, যে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কসম খেয়েছে। এখানে মহান আল্লাহর অবাধ্য ও অহংকারী সত্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) দেয়।

إِنَّهُۥ **অর্থ:** নিশ্চয় সে, নিঃসন্দেহে সে।

لَكُمْ **অর্থ:** তোমাদের জন্য, তোমাদের পক্ষে।

عَدُوٌّ **অর্থ:** শত্রু। مُّبِينٌ **অর্থ:** প্রকাশ্য, স্পষ্ট। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শয়তান যে মানুষের শত্রু তা একদম স্পষ্ট ও প্রমাণিত। আবার তার ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতিগুলোও কুরআনে পরিষ্কারভাবে উন্মোচন করা হয়েছে, তাই সে এক 'প্রকাশ্য শত্রু'।

### সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দারসে উল্লিখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় সূরা, সূরা আল-বাক্বারাহ্ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি এ সূরার ২০৮ নং আয়াত।

### শানে নুযূল বা নাযিলের প্রেক্ষাপট

ইকরিমাসহ প্রমুখের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, সা'লাবাহ, আসাদ ইবনু উবায়দ প্রমুখ –যারা পূর্বে ইহুদি ছিলেন পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন –তারা পূর্ববর্তী শরিয়তের কিছু বিধান ও রীতিনীতি অব্যাহত রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন; যেমন- শনিবারের কিছু বিধান পালন করা এবং তাওরাতের কিছু অংশ অনুসরণ করা। তখন তাদেরকে ইসলামের বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইবনু কাসীর এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি বিশেষভাবে 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন[২]।

---

** এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*
*[১] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২০৮।*
*[২] তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম- ইবনু কাসীর, সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ২০৮ নং আয়াতের তাফসীর।*

### আলোচ্য বিষয়

সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক মুসলিম বর্তমানে ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মেনে চললেও সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (যেমন- সুদ, অনৈতিক লেনদেন বা শরিয়তবিরোধী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণে) ইসলামের তোয়াক্কা করেন না। অথচ ইসলাম কোনো আংশিক বা সাময়িক জীবনব্যবস্থা নয়। একজন মু'মিনকে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে– 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদত, লেনদেন, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে ইসলামের বিধান মেনে চলতে হবে। নিজের সুবিধামতো কিছু বিধান মানা আর কঠিন মনে করে কিছু বিধান ছেড়ে দেওয়াকে আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জীবনকে খণ্ডিত করে নয়; বরং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করার নামই প্রকৃত 'ইসলাম'। অপরদিকে, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য ও চিরস্থায়ী শত্রু; সে কখনোই মানুষের কল্যাণ চায় না। সে অনেক সময় মানুষকে একেবারে বড় পাপের দিকে ঠেলে না দিয়ে ধীরে ধীরে গোমরাহি ও বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। দ্বীনের মধ্যে শরিয়তসমর্থনহীন নতুন কিছু সংযোজন কিংবা ইসলামের বিধানের সঙ্গে মনগড়া ধর্মীয় রীতির মিশ্রণও শয়তানের বিভ্রান্তির একটি মাধ্যম হতে পারে। আয়াতে শয়তানের এই সূক্ষ্ম ফাঁদ সম্পর্কে মু'মিনদের বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। তাই তার দেওয়া ধোঁকা, কুপ্ররোচনা এবং সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ থেকে নিজেকে সদা দূরে রাখাই ঈমানের দাবি। মূলত এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েই আলোচ্য আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে।

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً﴾

**সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ:** আল্লাহ এই আদেশে সমগ্র মানবজাতিকে সাধারণভাবে সম্বোধন না করে সুনির্দিষ্টভাবে 'মু'মিনদের' সম্বোধন করেছেন। এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা হলো– "তোমরা যেহেতু মুখে ও অন্তরে স্বীকার করেছ যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রব এবং ইসলাম তোমাদের দ্বীন, তাই সেই ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সময় এসেছে। হে মু'মিনগণ!' –এই সম্বোধনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন, যা তাদের ঈমানের স্বাভাবিক দাবি ও পরবর্তী আনুগত্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এখানে ঈমানের আবেগ ও দায়বদ্ধতাকে জাগিয়ে তুলে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশটি পালনের জন্য মু'মিনদের প্রস্তুত করা হচ্ছে।

**আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً﴾

এটি এই আয়াতের মূল নির্দেশনা। كَآفَّةً শব্দের অর্থ: সম্পূর্ণরূপে, সর্বাত্মকভাবে বা সমগ্রভাবে। অর্থাৎ- ইসলামের আনুগত্যকে জীবনের কোনো একটি অংশে সীমাবদ্ধ না রেখে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর ٱلسِّلۡمِ দ্বারা ইসলাম তথা মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ٱلسِّلۡمِ শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়; এর দ্বারা 'ইসলাম', 'আনুগত্য' ও 'আত্মসমর্পণ' –এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই বাক্যাংশটি এমন মানসিকতার অসারতা স্পষ্ট করে দেয়– "আমি সালাত-সিয়াম তো করছিই, সুতরাং আমার ব্যবসা-বাণিজ্য বা ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে ইসলামের নিয়ম না মেনে নিজের মতো বা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী চললে সমস্যা নেই"।

তাফসীর ইবনু কাসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন কিছু বর্ণনা এসেছে যে, পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের শরিয়তের সঙ্গে পরিচিত কিছু ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশের পরও পূর্ববর্তী শরিয়তের কিছু বিধান ও রীতিনীতি অনুসরণ করে চলতে চেয়েছিলেন। এই আয়াত তাদেরকে ইসলামের বিধানের প্রতি পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়।[3]

ইসলামকে একটি ইমারতের সঙ্গে তুলনা করলে, হাদীসে তার মৌলিক ভিত্তি বা স্তম্ভসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন:

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

**অর্থ:** "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত– **১.** এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, **২.** সালাত (নামায) কায়েম করা, **৩.** যাকাত আদায় করা, **৪.** হজ্জ সম্পাদন করা এবং **৫.** রমাযানের সিয়াম (রোযা) পালন করা।"[4]

ইসলামের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমরা মানবজীবনের বিধানগুলোকে পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারি। আয়াতে বর্ণিত 'পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ' করতে হলে নিম্নোক্ত

[3] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম- ইবনু কাসীর, সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ২০৮ নং আয়াতের তাফসীর।*

[4] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮।*

ক্ষেত্রগুলোতেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে–

**১. ‘আক্বাইদ (বিশ্বাস):** মহান আল্লাহর একত্ব, তাঁর নাম ও গুণাবলি, রাসূলগণ, আসমানি কিতাব, ফেরেশ্‌তা, আখিরাত ও তাকদীরসহ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহে দৃঢ় থাকা এবং শির্‌ক-কুফ্‌র থেকে বেঁচে থাকা।

**২. ‘ইবাদাত (উপাসনা):** সালাত, সওম, যাকাত ও হজ্জসহ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরিয়তসম্মত ‘ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক্ব আদায় করা।

**৩. মু‘আমালাত (লেনদেন):** ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, চুক্তি ও উপার্জনসহ পারস্পরিক লেনদেনে হালাল ও শরিয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করা; সুদ, ঘুষ ও ধোঁকাবাজি বর্জন করা।

**৪. মু‘আশারাত (সামাজিক আচরণ):** পরিবার, সমাজ, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর অধিকার ও হক্ব যথাযথভাবে আদায় করা।

**৫. আখলাক (চরিত্র):** সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও বিনয় অবলম্বন করা এবং হিংসা, অহংকার ও গীবত থেকে মনকে পবিত্র রাখা।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ইসলামের মৌলিক ভিত্তি; কিন্তু ইসলামের পূর্ণতা কেবল এই পাঁচটি ‘আমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈমান, ‘ইবাদত, লেনদেন, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ, ন্যায়নীতি এবং উত্তম চরিত্র –সবকিছু মিলেই একজন মুসলিমের পূর্ণাঙ্গ জীবন গড়ে ওঠে।

**আল্লাহ তা‘আলা বলেন,**

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾

**সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ:** আল্লাহ তা‘আলা এখানে ‘শয়তানের অনুসরণ করো না’ সরাসরি না বলে বলেছেন, ‘শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না’। ইমাম কুরতুবী ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহিমাহুমাল্লাহ)’র ব্যাখ্যার সারকথা হলো– শয়তান অত্যন্ত চতুর। সে কোনো মু’মিনকে হুট করে এসে বলে না যে, “তুমি কাফির হয়ে যাও” বা “সালাত ছেড়ে দাও”; বরং সে ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে মানুষকে ধীরে ধীরে বড় পাপের দিকে ধাবিত ও বিভ্রান্ত করে।

**শয়তানের ধোঁকা ও কৌশল:** নিজের সুবিধামতো ইসলামের কিছু বিধান গ্রহণ করা এবং কঠিন মনে হওয়া কিছু বিধানকে উপেক্ষা করার প্রবণতা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের একটি রূপ হতে পারে। শয়তান প্রথমে মানুষের মনে সংশয় তৈরি করে; ইসলামের কোনো একটি বিধানকে ‘যুগোপযোগী নয়’ বলে তুচ্ছ বা অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সৃষ্টি করে, অথবা “ব্যবসায় একটু আধটু মিথ্যা বা অনিয়ম না করলে তো চলাই যায় না”– এমন সব তথাকথিত সুন্দর যুক্তি মনে সঞ্চার করে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান থেকে একটি একটি করে অংশ বাদ দেওয়ার প্রবণতা মানুষকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের পথে নিয়ে যেতে পারে। যারা ইসলামকে নিজের সুবিধা বা স্বার্থ অনুযায়ী খণ্ডিত করে নেয়, তারা মূলত শয়তানের বিছানো সূক্ষ্ম ফাঁদেই পা দেয়।

**আল্লাহ তা‘আলা বলেন,**

﴿إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

**সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ:** এখানে ‘ইন্নাহু’ দ্বারা শয়তানের শত্রুতার বিষয়টি জোরালোভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাবে না– তার কারণ স্বয়ং আল্লাহ এখানে নিশ্চিত করছেন। তাফসীরে ফী জিলালিল কুরআনের আলোচনার সারকথা হলো, শয়তানের শত্রুতা মানুষের সাথে আজ নতুন নয়। মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সিজদাহ্ না করা থেকে শুরু করে জান্নাত থেকে বের করার চক্রান্তের মাধ্যমে তার শত্রুতা চিরতরে উন্মোচিত হয়ে গেছে। সে মানুষের এমন এক চিরন্তন ও প্রকাশ্য শত্রু, যে সর্বদা মানুষের চূড়ান্ত ক্ষতি করতে চায়। তার কোনো পরামর্শ বা কুমন্ত্রণা কখনো মানুষের কল্যাণের জন্য হতে পারে না। তাই তার দেখানো ‘আংশিক দ্বীন মানার’ সূক্ষ্ম ফাঁদ থেকে মু’মিনদের সদা সতর্ক থাকতে হবে।

### শিক্ষাসমূহ

**পূর্ণাঙ্গ দ্বীন:** ইসলাম কেবল কিছু ‘ইবাদতের নাম নয়; বরং মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আইন মেনে চলার এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

**আংশিক আনুগত্য বর্জন:** তবে কোনো মুসলিমের কোনো বিধান পালনে দুর্বলতা বা গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে সরাসরি কুফ্‌র বা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া হিসেবে গণ্য করা যাবে না; এখানে নিন্দিত হলো দ্বীনের বিধানকে নিজের প্রবৃত্তি ও স্বার্থ অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জনের মানসিকতা।

**মিশ্রণ নিষিদ্ধ:** ইসলামী ‘আক্বীদাহ্ ও শরিয়তবিরোধী কোনো রীতি-নীতি বা সংস্কৃতিকে ইসলামের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা কিংবা খাঁটি ইসলামের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ।

**শয়তানের কৌশল প্রতিরোধ:** শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে ছোট ছোট পদক্ষেপে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, তাই তার প্রথম প্ররোচনাকেও শুরুতেই রুখে দিতে হবে।

**শত্রুতা সম্পর্কে সচেতনতা:** শয়তান মানুষের চিরন্তন ও প্রকাশ্য শত্রু; তাই আধুনিকতা বা প্রগতির নামে উপস্থাপিত শরিয়তবিরোধী চিন্তা, মূল্যবোধ ও প্রবণতার ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

# প্রবীণদের প্রতি সম্মান

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

**রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী**

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ): إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.

**সরল বাংলা অনুবাদ**

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান দেখানো আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

**হাদীসের ব্যাখ্যা**

প্রবীণদের যথাযোগ্য মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ধর্ম আহ্বান জানায় অধিক বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তিকে সম্মান করার প্রতি। তাই তিনি কোনো সভার মধ্যে থাকলে তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর সাথে ভদ্রতা, নম্রতা বজায় রাখা এবং তাঁর প্রতি দয়া করা ইত্যাদি বিষয়গুলো আল্লাহরই সম্মান করার নামান্তর। তাঁরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা নন; বরং দুনিয়া ও পরকালের সফলতার অনন্য অনুপ্রেরণা ও মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। প্রবীণদের প্রতি সদাচরণ, সম্মান, তাদের মর্যাদা সুরক্ষা এবং অধিকার সুনিশ্চিতে হাদীসের একাধিক বর্ণনায় তাগিদ দিয়েছেন বিশ্বনবী।

**প্রবীণের পরিচয়:** প্রবীণের পরিচয় দিতে গিয়ে বিভিন্ন অভিধান, বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন- প্রবীণ বলতে বাংলা একাডেমী অভিধানে বলা হয়েছে, বৃদ্ধ, যথেষ্ট বয়স্ক, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ, নিপুণ, দক্ষ ও কুশলীদেরকে বোঝানো হয়েছে।[৬]

বৃদ্ধ বলতে একই অভিধানে বলা হয়েছে, বুড়া, প্রবীণ, বুদ্ধিপ্রাপ্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রাচীন, মুরুব্বি, বহু বৎসরের অভিজ্ঞদেরকে বোঝানো হয়েছে।[৭]

সাধারণ অর্থে প্রবীণ বলা হয়, বয়স্ক ব্যক্তিকে। ইংরেজীতে Elderly, Aged, Old ইত্যাদি বলা হয়। ইবনু মানযূর বলেন, বয়োবৃদ্ধ বা প্রবীণ লোক। অন্য অর্থে, বয়োবৃদ্ধ।[৮]

প্রবীণ বলতে বাংলা একাডেমীর Bengali-English Dictionary-তে বলা হয়েছে, elderly, old, aged, wise, experienced, judicious and skillful.[৯] প্রবীণের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি থেকে ধরা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক মানুষকে আমরা বৃদ্ধ বলে থাকি। According to Thesaurus Dictionary, the last period of human life, now often considered to be the years after 65. According to the Dictionary of Britannica, the Old age is also called senescence.

**প্রবীণদের বিশেষ মর্যাদা:** রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? তারা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং সুন্দর 'আমল করে।'[১০] প্রবীণ ও মুরব্বিদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করলে রাসূল (ﷺ) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন।

عَنْ زَرْبِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ (ﷺ) فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا".

যারবি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে দেখা করতে আসলো। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে রাসূল (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের উম্মত নয়।'[১১]

**প্রবীণ পিতা-মাতার প্রতি করণীয়:** আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ کِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا

---

★ প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।

৫ সুনানে আবূ দাঊদ- হা. ৪৮৪৩।

৬ আহমাদ শরীফ ও অন্যান্য (সম্পা.)- বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, অক্টোবর-১৯৯৯, পৃ. ৩৬৭।

৭ প্রাগুক্ত- পৃ. ৪১৮।

৮ লিসানুল আরব- আল্লামা ইবনু মানযূও, ১২/৬০৭, ১৩/২২২।

৯ Mohammad Ali Et al (eds.) Benguli-English Dictionary, Dhaka: Bangla Academy, October 2001, p. 467।

১০ মুসনাদে আহমাদ- ৭২১২।

১১ সুনানে তিরমিযী- ১৯১৯।

تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا﴾

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'।"[১২]

অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। এমনকি মারধর পর্যন্ত করে, স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অচেনা জায়গায় ফেলে আসা, দূরপাল্লার গাড়ীতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসা, ডাক্তার দেখানোর কথা বলে জমি দলিল করে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া, হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো– তাদের সঙ্গে এমন আচরণ তো দূরের কথা 'উহ্' শব্দও করা যাবে না; বরং শ্রদ্ধাভরে নম্রভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সর্বক্ষণ তাদের জন্য আল্লাহর শেখানো দু'আ করতে হবে, যেন তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করেন।

এখানেই শেষ নয়, ইসলাম পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এক কথায়, প্রবীণদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সবার কর্তব্য। বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের এটা মানবিক দায়িত্বও বটে।

**ইমামতিতেও প্রবীণদের অগ্রাধিকার:** রাসূল (ﷺ) প্রবীণদের নামাযের ইমামতিতেও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا.

আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: জাতির ইমামতি এমন লোক করবেন, যিনি আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালো পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মাঝে যদি সকলেই ভালো ক্বারী হন তাহলে ইমামতি করবেন ঐ লোক যিনি সুন্নাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন। যদি সুন্নাতের ব্যাপারে সকলে সমপর্যায়ের জ্ঞানী হন তবে যে সবার আগে হিজরত করেছেন। হিজরত করায়ও যদি সবাই এক সমান হন। তাহলে যিনি বয়সে সকলের চেয়ে বড় ইমামতি করবেন।[১৩]

**রাসূল (ﷺ) প্রবীণদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনতেন:** একদিন মক্কার কুরাইশ নেতা 'উত্বাহ্ ইবনু রবীআ মক্কী জীবনের প্রথমদিকে এসে লম্বা আলোচনা করলো নবীকে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রদান থেকে বিরত রাখার জন্য। রাসূল (ﷺ) খুব মনোযোগের সাথে ধৈর্য সহকারে তার কথা শোনলেন।

'উত্বাহ্ প্রশ্ন করলো: ভাতিজা! তুমি উত্তম নাকি 'আব্দুল্লাহ উত্তম? তুমি উত্তম নাকি 'আব্দুল মুত্তালিব উত্তম? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নীরব থাকলেন বৃদ্ধ 'উত্বাকে সম্মান দেখিয়ে। বিনম্র অবস্থা দেখে 'উত্বাহ্ আরো বললো: তুমি যদি মনে করো, তোমার চেয়ে উত্তম, তবে শোনো তারা অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করতেন। আর তুমি যদি মনে করো তাদের চেয়ে তুমি উত্তম, তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই বলো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তুমি গোটা আরবদের কাছে আমাদেরকে অসম্মান করলে। সবাই এখন বলছে, কুরাইশ বংশে একজন জাদুকর জন্ম নিয়েছে, আবার কেউ কেউ বলছে গণক জন্ম নিয়েছে। তুমি আসলে এটা চাচ্ছো যে, আমরা নিজেরা পরস্পর যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাই।[১৪]

'উত্বাহ্ আরো বললো: ভাতিজা! তুমি যদি চাও যে, তুমি সম্পদশালী হবে তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্পদ দিয়ে ধনী করে দিবো। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও তাহলে আমরা তোমাকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তোমার সিদ্ধান্ত ছাড়া এক চুল পরিমাণও নড়বা না। আর যদি তুমি রাজ্য চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজ্য দিলাম, আমরা তোমার প্রজা হয়ে থাকবো। আর যদি তোমার মধ্যে ভূতের আছর হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওঝা-বৈদ্য-চিকিৎসক নিয়ে আসবো, তোমাকে আসরমুক্ত করার জন্য। অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে, তাই এর চিকিৎসা করা দরকার।

নবীজী (ﷺ) খুব মনোযোগ ও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বৃদ্ধ 'উত্বার কথা শুনে বললেন: হে আবুল ওয়ালীদ ('উত্বাহ্)! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, বলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা হা-মীম আস সাজদার প্রথম আয়াত থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। সেটা সিজদার আয়াত হওয়াতে তিলাওয়াতে সিজদা দিলেন। পরে 'উত্বাহ্ প্রভাবিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং সবাইকে বললেন: এটা এক মহাবাণী। এটা কোনো কবির কবিতা নয় কোনো গণকের গণনা নয়; কোনো যাদুকরের যাদুও নয়।[১৫]

**কথা বলার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া:** একবার 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাহ্ল ও মুহাইয়াসা খাদ্যের অভাবে

---

[১২] *সূরা বানী ইস্রা-ঈল: ২৩-২৪।*

[১৩] *সহীহ মুসলিম, মিশকাত- হা. ১১১৭।*

[১৪] *আস সীরাতুল হালাবিয়া- ১/৪৫৬।*

[১৫] *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা- ইবনু হিশাম, ১/২৯৩।*

খায়বারে আসেন। ঘটনাক্রমে 'আব্দুল্লাহ নিহত হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ঘটনাটি বলার জন্য মুহাইয়াসা অগ্রসর হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুহাইয়াসাকে বললেন,

كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ.

বড়কে কথা বলতে দাও; বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিকে।[১৬]

**বয়োবৃদ্ধ প্রবীণদের করণীয়:** বৃদ্ধ বয়সে প্রবীণদের করণীয় হলো– যথাসাধ্য 'ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত থাকা। অনেক প্রবীণ ব্যক্তির মেজাজ খিটখিটে থাকে। 'ইবাদত-বন্দেগিতে মনোযোগী হলে খিটখিটে ভাব থাকে না। তাই প্রবীণ বয়োবৃদ্ধদের জন্য বেশি বেশি তাসবিহ, তাহলিল, দু'আ-দরূদ, তাওবাহ্-ইস্তেগফারে সময় অতিবাহিত করা জরুরি। আল্লাহ বলেন–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ ...﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো; বিশুদ্ধ তাওবাহ্। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদের ক্ষমা করো; নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।"[১৭]

প্রবীণরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি এ দু'আ করবে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে অতি বার্ধক্যে পৌঁছার বয়স থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।'[১৮]

**প্রবীণদের পরিবারের বোঝা মনে না করা:** বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা শিশুদের মতো হয়ে যান। শিশুসুলভ আচরণ করেন। তারা যেমন করে আমাদেরকে শৈশব থেকে শুরু করে শত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে মানুষ করেছেন। আমাদেরও কতর্ব্য সেই মানুষগুলোকে জীবনের শেষ সময়টুকুতে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে না রেখে নিজের কাছে রেখে সেবা করা। কিছু পরিবার তাদের বৃদ্ধদের পরিবারের বোঝা মনে করে। তাদের ধারণা সন্তান লালন পালনে ভবিষ্যত রয়েছে। তাদের পিছনে খরচ করলে তারা বড় হয়ে আবার তাদের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করবে। অপরদিকে বৃদ্ধরা জরাগ্রস্ত, অসহায়, নিষ্কর্মা দুর্বল হয়ে যাবে। তাদের দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। তাদের লালন পালন করে লাভ হবে না। এমন বৃদ্ধদের পেছনে অর্থ ব্যয় করা অনর্থক ভেবে, অবহেলা ভরে তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেন ফলে অনেকে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেন।

**পরিবারই হলো প্রবীণদের আসল ঠিকানা:** প্রবীণদের জীবনকাল বিসর্জনের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই আধুনিক উন্নতমানের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। প্রবীণরা হলো এই সুন্দর জীবন ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার রচিয়তা। তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য নয়, কোনো করুণা নয় কোনো অবহেলা নয়; বরং প্রদর্শন করতে হবে নৈতিক, আদর্শিক ও ধার্মিক মহা প্রতিদান। তারাই আমাদের জীবনের শত প্রেরণার নিরন্তর উৎস, জীবন্ত কিংবদন্তি। একজন সক্ষম মানুষ তার জীবনের পুরোটা সময় শেষ করে দেয় যে পরিবারের জন্য, জীবনের শেষ সময়ে সেই পরিবারে থাকাটা তার নৈতিক অধিকার। আর এই অধিকার হলো আল্লাহ প্রদত্ত। এটা তাদের প্রতি কোনো দয়া নয়। কোনো অনুগ্রহ নয়। সুতরাং পরিবারই হচ্ছে তাদের আসল ঠিকানা। অথচ বাবা-মা প্রবীণ হয়ে গেলে আজকের সন্তানরা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে বাবা-মায়ের মনের যে লুকানো আকুতি তা সন্তানরা দেখতে পায় না। এটা ভেবে দেখে না যে, সেই সন্তানরাও একদিন প্রবীণ হবে, একদিন তাদের সন্তানও একই আচরণ তাদের সাথেও করতে পারে। কাজেই সন্তানের জীবদ্দশায় কোনো বাবা-মাকেই যেন বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে না হয়। পরিবারই যেন হয় প্রতিটি প্রবীণের নিজ আবাস, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

## উপসংহার

বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে বৃদ্ধাশ্রম। সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও। বিদেশিদের অনুকরণে দেশে ব্যাপক হারে বৃদ্ধাশ্রম অবাধে বাড়তে থাকলে হাজার বছরের পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, স্নেহ-প্রীতি, মায়া-মমতার বন্ধন ধ্বংসের পথে ধাবিত হবে। বিলুপ্ত হবে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংস এবং 'আযাব পতিত হবে।

সুতরাং প্রবীণদের সেবা-যত্নের প্রতি গুরুত্ব দিতে সচেতন হওয়া ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরি। সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি যশ-খ্যাতি ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে না তুলে প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা তৈরিই হোক সময়ের দাবি। প্রবীণরা যে কোনো ধর্ম বর্ণ গোত্রের লোকই হোক না কেন, সব সময় তাদের সম্মানের চোখে দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় দেখাশোনা, খাবার-দাবার, যত্ন-চিকিৎসা, বস্ত্র-বাসস্থান; তাদের সবকিছুই হতে হবে মানসম্মত। তবেই দুনিয়া ও পরকালে পাওয়া যাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

[১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৯২।*
[১৭] *সূরা আত্-তাহ্রীম: ৮।*
[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮২২।*

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية ৬৭ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ॥ ২১ সেপ্টেম্বর-২০২৬ ঈ.

مقالةرئيسة / প্রধান রচনা

# হুতি উত্থান: সংঘাতের বিস্তার এবং ইয়েমেনের ভবিষ্যৎ

তানযীল আহমাদ*

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শুরু হওয়া ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ একটি অভ্যন্তরীণ জাতিগত বা উপজাতীয় সংঘাতের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নয়; এটি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির অন্যতম জটিল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তর ইয়েমেনের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি 'আনসারুল্লাহ', যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাধারণভাবে 'হুতি/হাউসি (Houthi) আন্দোলন' নামে পরিচিত।

নব্বইয়ের দশকে একটি প্রান্তিক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়ে হুতিরা কীভাবে একটি রাষ্ট্রকে কার্যত অচল করে দিলো, মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ সামরিক শক্তি সৌদি আরবকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে আটকে রাখল এবং লোহিত সাগরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণকারী বৈশ্বিক শক্তিতে রূপ নিলো– তা সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। এই প্রবন্ধে হুতিদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পটভূমি, সৌদি আরবের সাথে তাদের নিরাপত্তা সংঘাতের চরিত্র, ইরানের সাথে কৌশলগত সম্পর্কের গভীরতা, সাম্প্রতিক লোহিত সাগর সংকট এবং একটি টেকসই রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাব্য কাঠামোর বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

**১. হুতিদের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিবর্তন:**

**১.১. জাইদি শিয়া মতবাদ ও উত্তর ইয়েমেনের ধর্মীয়-রাজনৈতিক ঐতিহ্য:** হুতি আন্দোলনের শিকড় প্রোথিত রয়েছে শিয়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত 'জাইদি' শাখার মধ্যে। অনেকেই মনে করে থাকেন, ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাইদিরা শিয়া হলেও তারা মূলধারার সুন্নিদের (বিশেষ করে হানাফি ও শাফে'য়ী মাজহাবের) কিছুটা কাছাকাছি। ইরান বা ইরাকের দ্বাদশী শিয়াদের (ইসনা আশারিয়া) মতো তাদের ধর্মে নিষ্পাপ ইমামতের ধারণা বা প্রকাশ্য মরমিবাদের প্রাধান্য নেই; বরং জাইদি মতবাদ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় এবং যে কোনো অন্যায়কারী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহকে ধর্মীয়ভাবে তারা বৈধ মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা মূলত জারুদি জাইদি শিয়া। ইসমাঈলি শিয়াদের ইসনা আশারিয়া 'আক্বিদার মতো তারাও 'আক্বিদাহ্ পোষণ করে থাকে। বিশেষত তাদের নতুনভাবে উত্থানের গুরু বদরুদ্দীন হুতি দীর্ঘদিন ইরানে বসবাসের কারণে ইরানের বর্তমান রেজিম যে নিকৃষ্ট 'আক্বিদাহ্ পোষণ করে সে এবং তার অনুসারীরাও একই 'আক্বিদাহ্ পোষণ করে।

ঐতিহাসিকভাবে, উত্তর ইয়েমেন প্রায় এক সহস্রাব্দ (৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) জাইদি ইমামদের অধীনে একটি ধর্মীয় রাজতন্ত্র (ইমামত) দ্বারা শাসিত ছিল। ১৯৬২ সালে মিসরের জামাল আব্দেল নাসেরের মদদে ইয়েমেনি সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রজাতন্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে জাইদি ইমামতের পতন ঘটে এবং 'ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র' গঠিত হয়। এরপর থেকে জাইদিরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ে।

**১.২. সালাফি প্রভাবের বিস্তার ও তাদের অবস্থান:** ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ইয়েমেনের জাইদি অধ্যুষিত অঞ্চলে–বিশেষ করে সা'দা প্রদেশে- জোরালোভাবে সালাফি মাসলাকের প্রচার শুরু হয়। সা'দার কেন্দ্রস্থল দাম্মাজে বিখ্যাত সালাফি মুহাদ্দিস শেখ মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদিয়ির (রাহিমাহুল্লাহ) (১৯৩৩-২০০১ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন সালাফি মাদ্রাসা 'দারুল হাদীস'। এই প্রচারণার ফলে স্থানীয় জাইদিদের বহু শতাব্দী প্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সালাফি আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ ইসলামের সন্ধান পেয়ে অনেক জায়দি শিয়া সালাফি আদর্শ গ্রহণও করে। সালাফি মতাদর্শের প্রচার ঠেকাতে ১৯৯২ সালে সা'দার মশহুর জাইদি আলেম বদরুদ্দিন আল-হুতি (১৯৯৬-২০১০ খ্রি.) এবং তাঁর অনুসারীরা 'আল-শাবাব আল-মু'মিন' (Believing Youth) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিকভাবে এটি ছিল যুবকদের জাইদি ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফোরাম।

**১.৩. হুসাইন বদরুদ্দিন আল-হুতি ও আন্দোলনের রূপান্তর:** নব্বই দশকের শেষভাগে আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হন বদরুদ্দিনের পুত্র এবং

---

** সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

ইয়েমেনি পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য হুসাইন বিন বদরুদ্দিন আল-হুতি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা এবং পরবর্তী সময়ে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আগ্রাসন হুতি আন্দোলনের গতিপথ আমূল বদলে দেয়। হুসাইন আল-হুতি ইয়েমেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলি আব্দুল্লাহ সালিহের মার্কিনপন্থী নীতির তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। এই সময় তিনি সংগঠনের জন্য একটি বিতর্কিত পাঁচ দফার 'সারখা'নামক রাজনৈতিক স্লোগান প্রবর্তন করেন: "আল্লাহু আকবার, আমেরিকার ধ্বংস হোক, ইসরাঈলের ধ্বংস হোক, ইহুদিদের ওপর অভিশাপ, ইসলামের বিজয় হোক।" হুসাইনের এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য ইয়েমেনি সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

**১.৪. সা'দা যুদ্ধসমূহ (২০০৪-২০১০) ও আব্দুল মালিকের উত্থান:** ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট সালিহের সরকার হুসাইন আল-হুতিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। ২০০৪ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে চলা প্রথম সামরিক অভিযানে হুসাইন আল-হুতি সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলন স্তব্ধ না হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলনের নাম পরিবর্তন করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাখা হয় 'আনসারুল্লাহ' এবং নেতৃত্বের হাল ধরেন হুসাইনের ছোট ভাই আব্দুল মালিক আল-হুতি। ২০০৪ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সা'দা অঞ্চলে সালিহ সরকারের সাথে হুতিদের ছয়টি দফায় ভয়াবহ যুদ্ধ (সা'দা যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে হুতি যোদ্ধারা দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ডকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সুসংগঠিত গেরিলা বাহিনীতে পরিণত হয়। সরকারি বাহিনী তাদের দমন করতে বারবার ব্যর্থ হয়, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে হুতিদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

**২. ক্ষমতার কেন্দ্রে আরোহণ: আরব বসন্ত থেকে সানা পতন (২০১১-২০১৫)–** ২০১১ সালে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া 'আরব বসন্ত' হুতিদের জন্য এক অভূতপূর্ব কৌশলগত সুযোগ এনে দেয়।

**সালিহের পতন ও রাজনৈতিক শূন্যতা:** ২০১১ সালের গণআন্দোলনে হুতিরা অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে সানার রাজপথে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে যোগ দেয়। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (GCC)-এর মধ্যস্থতায় ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট সালিহ ক্ষমতা ছেড়ে তাঁর উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দ-রাব্বু মানসুর হাদির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

**ন্যাশনাল ডায়ালগ কনফারেন্স (NDC)-এর ব্যর্থতা:** ২০১৩-২০১৪ সালে ইয়েমেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংলাপে দেশকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করে একটি ফেডারেল ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হয়। হুতিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে; কারণ তাদের অঞ্চল সা'দাকে প্রাকৃতিক সম্পদহীন এবং সমুদ্রবন্দরবিহীন একটি অবরুদ্ধ জোনে পরিণত করা হয়েছিল বলে তারা মনে করে।

**সালিহ-হুতি সুবিধাবাদী মৈত্রী:** রাজনীতিতে চিরশত্রুরা কীভাবে মিত্র হতে পারে, তার ধ্রুপদী উদাহরণ তৈরি হয় যখন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রেসিডেন্ট সালিহ তাঁর দীর্ঘদিনের শত্রু হুতিদের সাথে গোপনে জোট বাঁধেন। সালিহের প্রতি অনুগত রিপাবলিকান গার্ডস এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা হুতিদের জন্য রাজনৈতিক সুযোগ করে দেয়।

**২০১৪ সালের অভ্যুত্থান:** ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে হুতিরা দ্রুত রাজধানী সানায় প্রবেশ করে সমস্ত সরকারি দপ্তর দখল করে নেয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তারা পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে 'বিপ্লবী কমিটি' গঠন করে এবং কার্যত রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে। প্রেসিডেন্ট হাদি প্রথমে গৃহবন্দী হন এবং পরবর্তীতে পালিয়ে দক্ষিণের বন্দরনগরী এডেনে গিয়ে আশ্রয় নেন। হুতিরা যখন এডেনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, তখন সংঘাত আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নেয়।

**৩. সৌদি আরবের সাথে সংঘাত: নিরাপত্তা সংকট ও সামরিক অচলাবস্থা–** ২০১৫ সালে সৌদি আরবের সিংহাসনে নতুন নেতৃত্ব (বাদশাহ সালমান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান) আসীন হওয়ার পরপরই ইয়েমেনে হুতিদের অগ্রযাত্রাকে রিয়াদ তাদের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে।

**৩.১. সৌদি হস্তক্ষেপের ভূ-কৌশলগত ও ধর্মীয় কারণ**

**দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তা:** সৌদি আরবের সাথে ইয়েমেনের প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উন্মুক্ত ও পাহাড়ি সীমান্ত রয়েছে। হুতিদের মতো একটি ইরানপন্থী সশস্ত্র বাহিনী রিয়াদের দোরগোড়ায় শাসনব্যবস্থা কায়েম করলে সৌদি ভূখণ্ড সরাসরি অরক্ষিত হয়ে পড়ে।

**বাব আল-মান্দাব প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ:** বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের একটি বড় অংশ এবং সুয়েজ খালের সংযোগপথ

‘বাব আল-মান্দাব’ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ হুতিদের হাতে চলে যাওয়া মানে বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক চাবিকাঠি ইরানের বলয়ে চলে যাওয়া।

**শিয়াবাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠা প্রতিহতকরণ:** হুতিরা ধর্মীয়ভাবে শিয়া মতবাদ লালন করে এবং এই মতবাদের জন্যই তারা সংঘঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে; যা আগেই আলোচিত হয়েছে। ইয়েমেনে তাদের উত্থানের ও ক্ষমতারোহণের অর্থই হলো পুরো ইয়েমেনকে সুন্নীমুক্ত করা। ইরান, সিরিয়া এবং অতীত ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। ফলে সালাফি আদর্শে গঠিত সৌদি আরব স্বাভাবিকভাবেই তা বরদাশত করার কথা নয়।

**আঞ্চলিক আধিপত্য রক্ষার লড়াই:** লেবানন, সিরিয়া (যদিও এখন সিরিয়া তার কসাই শিয়া মতাবলম্বী বাশার আল আসাদের যুল্ম থেকে রেহাই পেয়েছে) ও ইরাকে ইরানের প্রভাব সুসংহত হওয়ার পর ইয়েমেনেও যদি শিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সৌদি আরব ভৌগোলিকভাবে ইরানি অক্ষ দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ (encircled) হয়ে পড়বে –এই ভয় রিয়াদকে তাড়িত করেছিল।

**৩.২. ‘অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম’ এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ:** ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ সৌদি আরবের নেতৃত্বে নয়টি আরব ও সুন্নি দেশের যৌথ সামরিক জোট ‘অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম’ শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল অতি দ্রুত হুতিদের হটিয়ে হাদির সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের ভারী অস্ত্রের মজুত ধ্বংস করা।

জোটের ব্যাপক বিমান হামলা এবং স্থল ও নৌ অবরোধের ফলে ইয়েমেনের অবকাঠামো ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তবে সৌদি জোট দ্রুত বিজয়ের যে হিসাব কষেছিল, তা চরমভাবে ভুল প্রমাণিত হয়। স্থলযুদ্ধের জটিলতা এবং হুতিদের গেরিলা প্রতিরোধে সৌদি অভিযান একটি ব্যয়বহুল অচলাবস্থায় রূপ নেয়।

**৩.৩ আরব আমিরাতের গাদ্দারি:** ২০১৫ সালে ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের প্রতিহত করতে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত যৌথ সামরিক জোট গঠন করলেও, খুব দ্রুতই তাদের ভিন্ন কৌশলগত লক্ষ্য ও আদর্শিক কারণে গভীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। এই মতবিরোধের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক ইসলাম ও মুসলিম ব্রাদারহুড সংক্রান্ত নীতি। আমিরাত মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য চরম হুমকি বিবেচনা করে ইয়েমেনে দলটির শাখা ‘আল-ইসলাহ’ পার্টিকে নির্মূল করতে চেয়েছিল। বিপরীতে সৌদি আরব হুতিদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধে টিকে থাকতে সুন্নি-উপজাতীয় এই ইসলাহ পার্টির সামরিক শক্তিকে নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করতে চায়, যা আমিরাত কখনোই মেনে নেয়নি।

পাশাপাশি ইয়েমেনের ভৌগোলিক ভবিষ্যৎ নিয়েও দুই দেশের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সৌদি আরব নিজের দীর্ঘ সীমান্ত নিরাপদ রাখতে সানাকেন্দ্রিক একটি অখণ্ড ও অনুগত ইয়েমেন সরকার চেয়েছিল। অন্যদিকে আমিরাতের মূল নজর ছিল লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দাব প্রণালী এবং এডেন উপসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বাণিজ্য রুটগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। এই লক্ষ্যে তারা ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকারকে দুর্বল করে একটি স্বাধীন দক্ষিণ ইয়েমেন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ‘সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল’ (এসটিসি)-কে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে নিজেদের প্রক্সি হিসেবে গড়ে তোলে। এমনকি স্থানীয় সরকারকে তোয়াক্কা না করে কৌশলগত সোকোত্রা ও পেরিম দ্বীপে আমিরাত নিজস্ব সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে, যা সৌদি আরব ও ইয়েমেনি সরকারের চোখে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বলে গণ্য হয়।

এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত সরাসরি সামরিক সংঘাতে রূপ নেয় যখন ২০১৯ সালে এডেনে আমিরাত-সমর্থিত এসটিসি মিলিশিয়ারা সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে শহরটি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়। একই বছর কোনো পূর্ব আলোচনা ছাড়াই আমিরাত একতরফাভাবে তাদের নিয়মিত সেনা প্রত্যাহার করে নিলে সৌদি আরব ইয়েমেনের জটিল যুদ্ধক্ষেত্রে একা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে।

**৪. ইরানের অবস্থান: কৌশলগত মিত্রতা বনাম প্রক্সি তত্ত্ব:** হুতি ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে, তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে দু'টি প্রধান মত রয়েছে–

**৪.১. ‘প্রতিরোধের অক্ষ’ (Axis of Resistance) এবং তেহরানের স্বল্প ব্যয়ের কৌশল:** ইরানের দৃষ্টিতে হুতিরা তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আঞ্চলিক সামরিক অক্ষ। যার মধ্যে লেবাননের হিজবুল্লাহ, সিরিয়ার বাশার আল-আসাদ সরকার (সাবেক) এবং ইরাকের হাশদ আল-শাবি অন্তর্ভুক্ত। যারা ইরানের দক্ষিণ সীমান্ত পাহারা দেওয়ার ফ্রন্টলাইন সেনা। ইরানের জন্য ইয়েমেন সংকট ছিল একটি ‘লো কস্ট, হাই রিটার্ন’ (স্বল্প বিনিয়োগে উচ্চ ফলনশীল) বিনিয়োগ। যেখানে সৌদি আরব ইয়েমেন যুদ্ধে প্রতি মাসে বিলিয়ন

বিলিয়ন ডলার খরচ করে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, সেখানে ইরান তুলনামূলকভাবে সামান্য অস্ত্র, প্রযুক্তিগত পরামর্শক (আইআরজিসি কুদস ফোর্স ও হিজবুল্লাহর মাধ্যমে) এবং রাজনৈতিক সমর্থন পাঠিয়ে সৌদি আরবকে চাপে রাখতে সক্ষম হয়।

**৪.২. প্রক্সি বিতর্ক: হুতিরা কি শুধুই তেহরানের আজ্ঞাবহ?**

পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রায়শই হুতিদের কেবলই ইরানের একটি 'প্রক্সি' বা হাতের পুতুল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা পরিস্থিতিকে অতিসরলীকরণ করে। মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা বিশ্লেষণে দেখা যায়:

**ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য:** হুতিদের জাইদি মতবাদের সাথে ইরানের দ্বাদশী শিয়া মতবাদের ধর্মতাত্ত্বিক ভিন্নতা রয়েছে। ইরান তাত্ত্বিকভাবে 'বেলায়েতে ফকিহ' (ইসলামি আইনবিদের শাসন)-এ বিশ্বাসী, যা হুতিদের সনাতন জাইদি কাঠামোয় পুরোপুরি খাপ খায় না।

**স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত:** হুতিরা তাদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত তেহরানের নির্দেশ মেনে নেয় না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ২০১৪ সালে সানা দখল; তৎকালীন ইরানি গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হুতিদের সানা সামরিকভাবে দখল না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু হুতি নেতৃত্ব সেই পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষমতা দখল করে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির পর্যালোচনা বলে যে, ইরানের স্বার্থ এখন আর কেবল রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ নেই, তাদের স্বার্থ ধর্মীয় হয়ে পড়েছে। স্বার্থটি হলো মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াবাদকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং পর্যায়ক্রমে মক্কা-মদীনার দখল নেয়া। তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বক্তৃতায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই রাজনৈতিক কিছু দ্বন্দ্ব বা আনুগত্যহীনতা থাকলেও লক্ষ্য অর্জনে সবাই একাট্টা এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইরান, হিজবুল্লাহ, হুতি সবাই এখন কাবা শরীফ দখলের দুঃস্বপ্ন দেখছে। এরই ফ্রন্টলাইন হিসেবে সম্প্রতি হুতিরা সক্রিয় হয়েছে।

**৪.৩. ২০২৩ সালের বেইজিং চুক্তি এবং হুতিদের গাদ্দারি:**

২০২৩ সালের মার্চে চীনের ঐতিহাসিক মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার চুক্তি সই হয়। এই চুক্তিতে ইরান ইয়েমেনে হুতিদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ সীমিত করার এবং সৌদি ভূখণ্ডে হামলা বন্ধে মধ্যস্থতার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সৌদি-হুতি সীমান্তে উত্তেজনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তবে এটি হুতিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ইরানের অক্ষমতাকেও প্রমাণ করেছে; কারণ ইরান সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কের উন্নতি করলেও হুতিরা তাদের নিজস্ব বৈশ্বিক এজেন্ডা ত্যাগ করেনি। আবার ইরানও তাদের নিকট গোপনে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করেনি। এভাবে ইরান ও হুতি একযোগে সৌদি আরবের সাথে গাদ্দারি করে।

**ইয়েমেন সংকট নিরসনে পঞ্চমুখী রূপরেখা:**

**১. আদর্শিক উগ্রতা ও আঞ্চলিক আগ্রাসন পরিহার (মক্কা-মদিনা দখলের দুঃস্বপ্ন পরিত্যাগ):** হুতিদের আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদী ও উস্কানিমূলক বিবৃতি থেকে সরে আসতে হবে। সৌদি আরবের নিরাপত্তা উদ্বেগ নিরসন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ছাড়া কোনো দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

**২. বহিরাগত প্রক্সি প্রভাব ও ইরানের লজিস্টিক সহায়তা বন্ধ:** সংঘাতের আঞ্চলিকীকরণ বন্ধ করতে তেহরান থেকে আসা ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক লজিস্টিক সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করা অপরিহার্য। হুতিরা যদি ইরানের ভূরাজনৈতিক খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া বন্ধ না করে, তবে ইয়েমেনকে কখনোই বহিরাগত শক্তির যুদ্ধক্ষেত্র হওয়া থেকে মুক্ত রাখা যাবে না।

**৩. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থা:** ইয়েমেনের গভীর আঞ্চলিক (উত্তর বনাম দক্ষিণ) ও জাতিগত মেরুকরণ নিরসনে একটি এককেন্দ্রিক শাসন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালের 'জাতীয় সংলাপ সম্মেলন'-এর রূপরেখা অনুযায়ী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং একটি বহুত্ববাদী ফেডারেল কাঠামোই পারে সানা, এডেন ও অন্যান্য অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার নিশ্চিত করতে।

**৪. অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সার্বিক পুনর্গঠন:** দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা জরুরি। লোহিত সাগরের বন্দরগুলো খুলে দেওয়া, অবরুদ্ধ তেল-গ্যাস রফতানি পুনরায় চালু করা, বিভক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একীভূতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সহায়তায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো ঢেলে সাজানো না হলে সাধারণ জনগণের ক্ষুধা ও সংকট দূর হবে না।

**৫. পর্যায়ক্রমিক নিরস্ত্রীকরণ (DDR প্রক্রিয়া):** হুতিদের হাতে থাকা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ভারী অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কোনো অনানুষ্ঠানিক সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছে থাকা সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য চরম হুমকি। একটি জাতিসংঘ-তত্ত্বাবধানে 'নিরস্ত্রীকরণ, সেনামুক্তি ও পুনর্বাসন' (DDR) কর্মসূচির মাধ্যমে হুতি যোদ্ধাদের পর্যায়ক্রমে মূলধারার রাজনীতি বা জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অধীনে নিয়ে আসতে হবে।

**مقالات/ প্রবন্ধ**

# ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতিদের আসল চেহারা

**প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন**

**অনুবাদক: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল***

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاه وَبَعْدُ:

**ভূমিকা:** হুতি নামটি বর্তমানে অনেকের কাছে পরিচিত। যাদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনে সঊদী আরবের নেতৃত্বে 'আসিফাতুল হাযম' নামে একটি যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাভাষী অনেকেই এই হুতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না। ফলে বিভিন্ন শিয়া প্রভাবিত এবং ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়ার কারণে অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। অথচ মুসলিম বিশ্বের উপর এই ঘটনা-প্রবাহের সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ছে এবং পড়বে-তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই এ সম্পর্কে মুসলিম যুবকদের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

এই প্রেক্ষাপটে সঊদী আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি'র 'আক্বীদাহ্ ও সমকালীন মতবাদ'-এর অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন রচিত বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি অনুবাদ করা হলো যেন, বাংলাভাষী মুসলিমগণ এই ফিতনার ব্যাপারে সচেতন হতে পারে।

অত্র পুস্তিকাটিতে শিয়া হুতি সম্প্রদায়ের উৎস, পরিচিতি, ক্রমবিকাশ, কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে রাফেযিয়া-ইমামিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক আক্বীদাহ্-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লাহ তার জমিনে সত্যের পতাকা উড্ডীন করুন। বাতিল ও মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে দিন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে হেফাজত করুন –আমীন।

**হুতিদের উৎস ও পরিচয়:** হুতিরা হলো– উত্তর ইয়েমেনের সা'দাহ[১] এলাকার একটি সম্প্রদায়ের নাম। এদের উৎপত্তি জারুদীয়া সম্প্রদায় থেকে। জারুদিয়া হলো– শিয়া-যায়দিয়াদের একটি গোঁড়া ও উগ্রপন্থী ফিরকা।

হুতিরা রাফেযিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের মতো উগ্রপন্থী 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস প্রচার শুরু করে এবং ইরানের সাহায্য-সহযোগিতা ও আশির্বাদপুষ্ট হয়ে শিয়া বিপ্লবের নায়ক খোমেনীর আদর্শ ও পদ্ধতির আলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকে।

হুতি সম্প্রদায়ের পরিচয়ের আগে জারুদিয়াদের সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যাতে স্পষ্ট হয়, জারুদিয়া সম্প্রদায় ভূক্ত এই হুতি এবং রাফেযিয়া ইসনা আশারিয়াদের মাঝে কতটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর কিভাবে তারা ইমামিয়া-ইসনা আশারিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

**জারুদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয়–**

**প্রতিষ্ঠাতা:** জারুদিয়ার সম্প্রদায়টির নামকরণ করা হয় আবুল জারুদ নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে। তার পুরো নাম, যিয়াদ বিন মুনযির আল হামাদানী আল কূফী।

আহলে সুন্নাহ'র পূর্বসূরী ইমামগণ এ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২] শুধু তাই নয়, শিয়াদের কিছু বই-পুস্তকেও তার বদনাম করা হয়েছে।[৩]

**জারুদিয়া সম্প্রদায়ের কিছু মৌলিক আক্বীদাহ্:**

**১)** তারা বিশ্বাস করে, নবী (ﷺ) তাঁর পরে খলীফা হিসেবে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নাম না নিলেও বৈশিষ্ট উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁকেই বুঝিয়েছিলেন।

**২)** তাদের মতে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মর্যাদা অন্য সকল সাহাবীর চেয়ে বেশি।

**৩)** 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পরে ইমাম হবে কেবল হাসান-হুসাইন ও তাদের বংশধরের মধ্য থেকে।

**৪)** তারা সাহাবীদেরকে কাফির মনে করে। কারণ, সাহাবীগণ রাসূল (ﷺ)-এর পরে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা হিসেবে মনোনিত করেছেন। তারা রাসূল (ﷺ)-এর বলে যাওয়া গুণ-বৈশিষ্টগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সে বৈশিষ্টের আলোকে তারা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা নিয়োগ করেননি।[৪]

**৫)** রাসূল (ﷺ)-এর পরে যারা 'আলী এবং তাঁর বংশধর থেকে ইমাম হওয়াকে আবশ্যক মনে করে না তারা কাফির।

---

**লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। দাঈ', জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সঊদী আরব।*

[১] *ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ২৪২ কি.মি. দূরে অবস্থিত একটি জেলা।*

[২] *দ্র. মীযানুল ইতিদাল- ২/৯৩; আল কামিল- ৩/১০৪৬-১০৪৮।*

[৩] *দ্র. রিজালুল কিশশী- পৃ. ১৯৯; আল ফিহরিস্ত- ইবনে নাদীম, পৃ. ২৫৩।*

[৪] *দ্রষ্টব্য: আল ফারকু বাইনাল ফিরাক- পৃ. ৩০-৩২।*

৬) আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে গালাগালি করা। অনুরূপভাবে 'আয়িশাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), মু'আবিয়াহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালাগালি করা।

৭) জারুদিয়া সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ মনে করে যে, তাদের যে সব ইমাম মারা গেছে তারা পূণরায় ফিরে আসবেন।

৮) তাদের মধ্যে অনেকে মুতা বিবাহ (চুক্তি ভিত্তিক সাময়িক বিয়ে)-কে বৈধ মনে করে।[১]

জারুদিয়াদের এসব 'আক্বীদাহ্‌ দেখলে বুঝা যাবে, তারা রাফেযিয়া- জাফরিয়া- ইমামিয়া- ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে।

**হুতিদের ইতিহাস এবং প্রেরণার উৎস:** হুতিদের চরমপন্থী নেতার নাম হুসাইন বিন বদরুদ্দীন হুতি। তার পিতা বদরুদ্দীন বিন আমীরুদ্দীন আল হুতি হলো তাদের ধর্মগুরু এবং রূহানী নেতা।

এই ধর্মগুরু ১৩৪৫ হিজরিতে উত্তর ইয়েমেনের সা'দাহর উপকণ্ঠে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। তাকে জারুদিয়াদের বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

যায়দিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় আলেমদের সাথে তার মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি ইরান চলে যান এবং তেহরানে কয়েক বছর বসবাস করেন। পরবর্তীতে সমঝোতার মাধ্যমে তাকে নিজ এলাকায় ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি ১৪৩১ হিজরির যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মৃত্যু বরণ করেন।

হুসাইন বিন বদরুদ্দীন হুতি হলো বদরুদ্দীনের বড় ছেলে। তিনি সা'দায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তারপর সুদান থেকে শরীয়া বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করার পর ডক্টরেট শুরু করেন। কিন্তু পড়ালেখা বাদ দিয়ে দেন এবং মার্স্টাসের সার্টিফিকেট ছিড়ে ফেলেন এই যুক্তিতে যে, একাডেমিক সার্টিফিকেট জ্ঞান-বুদ্ধিকে জমাটবদ্ধ করে দেয়।

১৯৯০ সালে ইয়েমেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর যখন রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় তখন হুসাইন হুতি শিয়া 'হিযবুল হক্ব' নামক একটি দল প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দলের পক্ষ থেকে তিনি ১৯৯৩-১৯৯৭ ইং সেশনের জন্য পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

এদিকে দক্ষিণ ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী কম্যুনিস্টরা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে হুসাইন হুতি তাদের পক্ষাবলম্বন করেন। যার কারণে সরকার তার বসত বাড়িতে সশস্ত্র অভিযান চালায়। ফলে তিনি সুদান পালিয়ে যান এবং সুদান থেকে ইরানে আত্মগোপন করেন। অতঃপর ইরানের কুম শহরে তার পিতার সাথে কয়েক মাস অবস্থান করেন। সেখান থেকে লেবানন যান হিযবুল্লাহ গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। এ দিকে সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করলে তিনি পুনরায় ইয়েমেনে ফিরে আসেন। ইয়েমেনে ফিরে আসার পর তিনি তার ভক্ত ও অনুসারীদের মাঝে বক্তৃতা ও দরস দেয়া শুরু করেন এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেগুলোতে শতশত ছাত্র ভর্তি হয়।

**আশ শাবাবুল মু'মিন (মু'মিন যুবক) নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা:** বদরুদ্দীন হুতি হিযবুল হক দলের সহ-সভাপতি হিসেব কাজ করতেন। কিন্তু সংগঠনের সভাপতি মাজদুদ্দীন আল মুয়াইদীর সাথে তার মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। মতবিরোধের কারণ ছিল দু'টি: ১) ইমামিয়া মাসয়ালায় হুতি এবং তার অনুসারীদের গোঁড়ামিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা পোষণ করা। ২) ইরানের খোমেনী বিপ্লবের আদর্শের দিকে প্রচণ্ডভাবে ঝুঁকে পড়া।

এই মতবিরোধের জের ধরে হুতি এবং তার অনুসারীরা হিযবুল হক থেকে বের হয়ে আশ শাবাবুল মু'মিন (মু'মিন যুবক) সংগঠনে যোগ দেয়। যে সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তারা ইতোপূর্বে ১৯৯৭ সালে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইরান এবং তৎকালীন ইয়েমেন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আশ শাবাব সংগঠনটি তাদের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে উত্তর ইয়েমেনের সাদাহ অঞ্চলসহ কয়েকটি জেলার অনেক যুবক, অল্প বয়সী তরুণ এবং বিভিন্ন গোত্রের সাধারণ জনগণকে তাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়।

১৯৯৭ সালে বদরুদ্দীন হুতি সংসদ থেকে পদত্যাগ করে তার সংগঠনের কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে।

এরপর শিয়া রাফেযিয়া, ইমামিয়া, ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে তাদের সাথে একীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করে এবং ইরান বিপ্লবের স্তুতি গাইতে থাকে-যাতে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা ইয়েমেনের মাটিতে বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়।

তারপর তিনি তার অনুসারীদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে আরম্ভ করেন এবং তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যেন তারা অন্ধভাবে তার নির্দেশ পালন করে।

তারপর ইয়েমেন সরকারের যুল্‌ম-শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয় এবং বাস্তবেই তারা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়ে। ২০০৪ সালে সরকারী বাহিনীর সাথে হুতি বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এ বছরই তিনি সরকারী বাহিনীর হাতে নিহত হন। তার নিহত হওয়ার মাধ্যমে এসব আক্রমণ ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

[১] *দ্র. যিয়াদ ইবনু মুনযিরের জীবনী- মীযানুল ইতিদাল, ইমাম যাহাবী; রাফিযাতুল ইয়ামান- পৃ. ১২৬-১২৮; মুহাম্মদ ইমাম, যায়দিয়া: পরিচয় এবং আক্বীদাহ্‌ ও বিশ্বাস, কাযী ইসমাঈল আল আকুওয়া, পৃ. ২৪-২৫।*

**আব্দুল মালেক হুতি:** হুসাইন হুতি নিহত হওয়ার পর তার ভাই আব্দুল মালেক হুতি আশ শাবাব সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন। তিনি ছিলেন প্রভাব সৃষ্টিকারী সুবক্তা। তিনি তার ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণে ইয়েমেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

**হুতিদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাহ্ ও মতবাদ:** কতিপয় গবেষক নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, হুসাইন হুতি শিয়াদের ইমামী ইসনা আশারিয়া মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তার লিখিত বই-পুস্তক এবং বক্তৃতার বিভিন্ন ক্যাসেট দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়।

হুতিদের বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে তাদের বেশ কিছু 'আক্বীদাহ্ ও মতবাদ স্পষ্ট হয়। সেগুলোর সারাংশ নিম্নরূপ:

**১)** তাদের **দা'ওয়াতের মূল কথা** হলো– **ক)** ইমামিয়া 'আক্বীদাহ্‌কে মজবুত করা। **খ)** এই 'আক্বীদাহ্ পোষণ করা যে, নবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার পরে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। **গ)** 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র পরে ইমাম হবেন হাসান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এবং হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)। **ঘ)** ইমাম হওয়ার পরম্পরা হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)'র বংশধর থেকে কখনো বাইরে যাবে না। **ঙ)** কোনো ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম আক্বীদাহ্ পোষণ করলে সে কাফির।

**২)** খুলাফায়ে রাশেদীন-বিশেষ করে তিন খলীফা (আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এবং 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অন্যান্য সাহাবীদেরকে কাফির মনে করা। কারণ, তাদের 'আক্বীদাহ্ হলো, মুসলিম বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত ফেতনা-ফ্যাসাদ আর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হলো, এই তিন খলীফাসহ অন্য সাহাবীগণ।

বদরুদ্দীন হুতি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, তারা (অর্থাৎ- সাহাবীরা) কাফির। কারণ, তারা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে।"

**হুসাইন হুতি নিশ্চিত করে বলেন,** "আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র বাইয়াত গ্রহণের অনিষ্ট এবং কুপ্রভাব এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মুসলিম বিশ্বের সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং শত্রুরা মুসলিম জাতির উপর চড়াও হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন যে, আবূ বক্‌র, 'উসমান এবং মু'আবিয়াহ্ সকলেই 'উমারের অন্যায় কার্যক্রমের ফসল।

**৩)** এ মর্মে দা'ওয়াত দেয়া যে, কেবল কুরআন অনুসরণ করতে হবে এবং কুরআন ছাড়া ইসলামী শরীয়ার অন্য সকল বিষয় বর্জন করতে হবে। কারণ তাদের মতে, হাদীস সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণিত হয়নি। ফলে যে হাদীস মুসলিম বিশ্বের কাছে যুগ পরিক্রমায় পরম নির্ভরতার সাথে গ্রহণীয় হয়ে আসছে তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য শরঈ উৎস নয়। এ কারণে, তারা বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে সরাসরি কটাক্ষ করে থাকে।

**৪)** তাদের দাবী হলো– তাফসীর এবং উসূলে ফিকহের ক্ষেত্রে হাদীসকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এর মূল উদ্দেশ্য হলো– এই মতবাদে বিশ্বাসীরা যেন অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থেকে অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করে। এভাবে অনুসারীদেরকে মূল রহস্য সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যাবে এবং অন্যান্য রাফেযিয়া 'আক্বীদাহ্ গ্রহণ করানো সহজ হবে।

**৫)** জনগণকে উত্তেজিত করে সেই জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার আহ্বান জানানো যাদের মধ্যে ইমাম হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান নয়। তাদের মতে ইমাম হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো– হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)'র বংশোদ্ভূত হওয়া।

এ ধরণের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে তারা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সংগঠনের সদস্য ও সহযোগী লোকজনকে নিশ্চিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা এবং অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করে ব্যাপক অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলার আহ্বান জানানো।

**৬)** আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে এই যুক্তিতে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে বাতিল 'আক্বীদাহ্ শিক্ষা দিচ্ছে। যে কারণে ইতিহাস পরিক্রমায় মুসলিম জাতিকে খেসারত দিতে হচ্ছে। আহলে সুন্নাহর লোকদেরকে বয়কট করা। কারণ, তারা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ভালোবাসে এবং তাদেরকে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র উপর অগ্রাধিকার দেয়।

**৭)** ইরানের খোমেনী বিপ্লব এবং লেবাননের হিযবুল্লাহকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা। কারণ, তারা মনে করে সম্মান, মর্যাদা এবং মুক্তির জন্য এগুলোকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা কর্তব্য।

**৮)** মানুষের অনুভূতি ও চেতনায় উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য ইরান থেকে আমদানি করা কিছু অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান দেয়া। যেমন- আমেরিকা ধ্বংস হোক, ইসরাঈল ধ্বংস হোক, ইহুদীদের উপর লানত, ইসলামের বিজয়... ইত্যাদি।

**৯)** তাদের শিয়া যায়দিয়া সম্প্রদায়ের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য সমালোচনা ও কান্নাকাটি করা এবং সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে তাদেরকে বিপ্লবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

**১০)** তাদের অনুসারীদেরকে আহলে সুন্নতের তথাকথিত 'ওয়াহাবী'দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং হারামাইনের দেশকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানানো। আহলে সুন্নাহর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চিন্তাকে বোকামি প্রসূত চিন্তা বলে আখ্যায়িত করা।

**১১)** গাদ্দারী, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ ইত্যাদি অপকর্মে হুতিদের খ্যাতি রয়েছে।

**ইরান এবং শিয়া-ইসনা আশারিয়া মতবাদের সাথে হুতিদের সম্পর্ক:** যায়দিয়া সম্প্রদায়ের কিতাবাদী রাফেজী-ইমামিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের সমালোচনায় ভরপুর...; বরং তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট ও কাফির হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামিয়াদের কিতাবাদী যায়দিয়াদের সমালোচনা ও কুফ্রীর ফাতাওয়ায় পরিপূর্ণ।[১] এমন পরষ্পর বিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার পরও ইরানী বিপ্লব 'তাকিয়া' (তথা চরম গোপনীয়তা রক্ষা) নীতির অন্তরালে যায়দিয়াদের কাতারে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী হুতি জারুদীদের চিন্তা-চেতনার মাঝে তাদের হারানো মানিকের সন্ধান পায়।

তারা দেখলো ইয়েমেনের মাটিতে তাদের বিপ্লব ও 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস রপ্তানির জন্য হুতিরা সবচেয়ে ভালো প্রতিনিধি, অনুগত ছাত্র বা সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত। এদের মাধ্যমেই ইয়েমেনে তাদের আদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ প্রচার করার পাশাপাশি তাদের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, বদরুদ্দীন হুতি এবং তার ছেলে হুসাইন হুতি ইতোপূর্বে ইরানে বসবাস করে রাফেযিয়া 'আক্বীদাহ্ এবং ব্যাপক-বিস্তর বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা গলঃধকরণ করে এসেছে। এটাও অজানা নয় যে, এই হুতি ইরানের খোমেনী বিপ্লবের প্রতি মুগ্ধ। তিনি এই বিপ্লবকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে থাকেন। তিনি এটিকে মহান আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত মনে করেন। তিনি বলেন, "ইমাম খোমেনী ছিলেন একজন ন্যায়-নিষ্ঠ ইমাম। আল্লাহ ভীরু ইমাম। তিনি এমন ন্যায় পরায়ণ ইমাম ছিলেন যার দু'আ বিফলে যায় না।"

ইয়েমেনের যায়দিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, হুতিরা গোঁড়া ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসনা আশারিয়া মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি বহন করছে। এ ব্যাপারে তারা একটা বিবৃতিও প্রকাশ করেছিল।

বাস্তবেই হুতিদের হাত ধরেই ইসনা আশারিয়া এবং ইরান বিপ্লবের সাথে যায়দিয়াদের ঐকমত্য সৃষ্টি ও কাছাকাছি আসার প্রবণতা বিস্তার লাভ করে।

**ইরান এবং শিয়া-ইসনা আশারিয়া মতবাদের সাথে হুতিদের সম্পর্কের প্রমাণ:** ধারাবাহিকভাবে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে গভীর সম্পর্কের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

**১)** 'গাদীর খুম' দিবস পালন করা। এটি ইয়েমেনের মাটিতে একটি নতুন বিষয়। এ দিন তারা বড় বড় মিছিল বের করে। এতে থাকে চমকপ্রদ নানা শ্লোগান আর বক্তৃতা। হুসাইন হুতি তার এক বক্তৃতায় বলেন, রাসূল (ﷺ) 'আলী বিন আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উম্মতের জন্য পরবর্তী খলীফা ঘোষণা করার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি।

**২)** হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাত দিবস পালন এবং এ উপলক্ষে হুসাইনী মাহফিলের আয়োজন করা।

**৩)** আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সকল সাহাবী এবং তাদের পথের অনুসারী সকল মানুষকে কাফির মনে করা। এ প্রসঙ্গে হুসাইন হুতি এক দরসে বলেন, 'আলী'র ইমামত ও খেলাফত বিষয়ে যাদের কাছে রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ পৌঁছার পরও তা অমান্য করে তারা কাফির।

**৪)** হুতি ও ইরানীদের মাঝে একাধিক দ্বিপাক্ষীক সফর এবং গোপন বৈঠকের আয়োজন করা। ইরাকে অবস্থিত ইরান দূতাবাসের পক্ষ থেকে ইসনা আশারিয়া 'আক্বীদার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে নাজাফে ইয়েমেনী হুতিদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

**৫)** হুতিদের পক্ষ থেকে ইরানী বিপ্লব ও পদ্ধতির প্রশংসা করা এবং তাদের শ্লোগান ব্যবহার করা। অনুরূপভাবে লেবাননের হিযবুল্লাহর শ্লোগান ব্যবহার করা এবং তাদের কোনো কোনো সেন্টারে হিযবুল্লাহর পতাকা উত্তোলন করা।

**৬)** ইরানের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে হুতিদের এবং ইয়েমেনে তাদের বিপ্লবী কার্যক্রমকে মিডিয়া গত সাপোর্ট দেয়া।

**৭)** ইরান এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের রাফেযিয়াদের পক্ষ থেকে ইয়েমেনে হুতিদের দূর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগে তাদের অনুসারী ও অনুরাগীদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করা হয়।

**৮)** ইরান ও লেবাননের হিযবুল্লাহর পক্ষ থেকে হুতিদেরকে সামরিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ইরানী অস্ত্র-শস্ত্র হুতিদের কাছে পৌঁছানো হয় বিভিন্ন পথে। তন্মধ্যে ইয়েমেনের বিভিন্ন দ্বীপ-উপদ্বীপ ও সমুদ্র বন্দর। এগুলো দিয়ে তেহরান থেকে পাঠানো অস্ত্রের চালান চোরাই পথে হুতিদের হাতে এসে পৌঁছে।

তাছাড়া ইরান ও লেবাননের অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা হুতি এবং তাদের সাথে যে সব রাফেযিয়া এসে যুক্ত হয় তাদেরকে

[১] *দ্র. আল ইমামাতুল ইসনা আশারিয়া লিয যায়দিয়া বাইনা আ'দায়িল আমস ওয়া তকিয়াতুল ইয়াওম, মুহাম্মদ আল খুযার।*

বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেন ইয়েমেনে হুতিদের একটি ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা সেখানে তাদের আলাদা মজবুত অবস্থান তৈরি হয়। যাদের মাধ্যমে ইয়েমেন ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইরানী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা যায়– যেভাবে করা হয় লেবাননের হিযবুল্লাহর মাধ্যমে।

সম্প্রতি দেখা গেছে, সা'দাহ জেলা প্রশাসনের মদদে হুতিদের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে এবং ইয়েমেনের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দূর্বলতা, সেনাবাহীর অদক্ষতা, উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের স্বল্পতা ও সর্বোপরি দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চল ইত্যাদির সুযোগে অন্যান্য এলাকা দখলের চেষ্টা করা হয়েছে।

হুতিরা আহলুস সুন্নাহর লোকদেরকে সা'দাহ জেলা থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করত। এ জন্য তারা তাদেরকে নানা চাপের মুখে রাখত, চেক পয়েন্টে তাদেরকে তল্লাশী করত; বরং পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছিল যে, তাদেরকে ঘেরাও করে তাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দিত। যেমনটি ঘটেছে ইয়েমেনের দাম্মাজ এলাকায়। সেখানে উপর্যুপরি বিভিন্ন ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে তারা হত্যা করেছে।

৮) প্রতিক্ষিত ইমাম মাহদীর আগমণের সুসংবাদ প্রদান করা। তারা দাবী করত যে, হুসাইন হুতি হলো ইমাম মাহদী। তিনি নিহত হওয়া পর্যন্ত তাদের মাঝে এই বিশ্বাসই জীবিত ছিল। পরবর্তীতে ঘোষণা করা হলো– তিনি উধাও হয়ে গেছেন। অবশেষে প্রায় দশ বছর পরে তার নিহত হওয়ার কথা তারা স্বীকার করেছে।

৯) ইসনা আশারিয়া 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ।

১০) ইরানের পক্ষ থেকে হুতি ও হুতি সমর্থক ছাত্রদেরকে পড়ালেখার জন্য ইরান নিয়ে আসা হয়। তারপর তাদের মাঝে ইমামিয়া রাফেযিয়া 'আক্বীদাহ্ এবং খোমেনী বিপ্লবের চিন্তাধারার বীজ বপণ করা হত যাতে এরা ইরানী শিয়া মতাদর্শের ধারক-বাহক, প্রচারক ও সৈনিক হিসেবে ফিরে আসে এবং এদের মাধ্যমে ইরানের পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

**রাফেযিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় মৌলিক আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাস:** ইরান বিপ্লব যে মতাদর্শে বিশ্বাসী তা হলো 'ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া' মতবাদ। এটি একটি গোঁড়া শিয়া-রাফেযিয়া ফিরকা। এদের মৌলিক কিছু 'আক্বীদাহ্ নিম্নরূপ:

**১) মহান আল্লাহর সাথে শিরক:** অর্থাৎ- এ মতবাদে বিশ্বাসীরা তাদের ইমামদের নিকট দু'আ করে, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের কবরে যায় হজ্জ করার উদ্দেশ্যে, তাদের কবরে তাওয়াফ করে, কবর জাপটে ধরে বরকত নেয়। এরা এই সব করবকে কাবা এবং বাইতুল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

২) তারা এ দাবী করে যে, ইমামত হলো দীনের একটি রোকন বা স্তম্ভ। রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন। তিনি ইমাম হওয়ার বিষয়টি বারো জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৩) তারা বলে, ইমামগণ ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে। তারা নিষ্পাপ। তারা অদৃশ্যের সব খবর রাখেন এবং এ বিশ্বজগত পরিচালনায় তাদেরও ক্ষমতা রয়েছে।

৪) তারা মনে করে প্রতিক্ষিত ইমাম মাহদী বর্তমানে ইরাকের সিরডাপ সামুরায় আত্মগোপন করে আছেন।

৫) তারা মনে করে কুরআনকে বিকৃত করা হয়েছে এবং তা অপূর্ণ।

৬) চারজন সাহাবী ('আলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু], ফাতিমাহ্ [রাযিয়াল্লাহু আনহা], হাসান ও হুসাইন [রাযিয়াল্লাহু আনহুমা]) ছাড়া সব সাহাবীকে কাফির মনে করা এবং গালাগালি করা। বিশেষ করে আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে।

৭) 'তাকিয়া' (চরম গোপনীয়তা রক্ষা) নীতি অবলম্বন করা। এরা আহলে সুন্নাহর প্রতি ভয়ানক শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে কিন্তু বাহ্যিক আচরণে সেটা প্রকাশ করে না।

৮) তারা বাদাআত মতবাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ- তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর নিকট এমন কিছু প্রকাশিত হয় যা তিনি আগে জানতেন না। যার কারণে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

৯) যে সব আহলে সুন্নতের লোকেরা তাদের বিরোধীতা করে তাদেরকে তারা শুধু কাফিরই মনে করে না; বরং মনে করে তাদেরকে হত্যা করা এবং সম্পদ লুণ্ঠণ করা তাদের জন্য বৈধ।

১০) মুতা বিবাহ (তথা শরীয়তসম্মত বিবাহ ছাড়া) নারী সম্ভোগ করা বৈধ।

এই হলো হুতি সম্প্রদায় সম্পর্কে এবং তাদের কার্যক্রম, উৎস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন তাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে হেফাজত করেন। নিশ্চয় তিনি সব ব্যাপারে ক্ষমতাশীল।

صَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِه وَصَحْبِه وَسَلَّم.

# জিজ্ঞাসা-জবাবের মাধ্যমে আল কুরআনের শিক্ষা পদ্ধতি

ড. এস. এম আব্দুর রউফ★

**ভূমিকা:** কুরআন মাজীদ শুধু ‘ইবাদতের কিতাব নয়, এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ অর্থাৎ- তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে এই শব্দগুচ্ছ দিয়ে চৌদ্দটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উত্তর দিয়েছেন।

এই আয়াতগুলোর বৈশিষ্ট্য তিনটি। **প্রথমত,** প্রশ্ন মানবিক, উত্তর রব্বানী। **দ্বিতীয়ত,** প্রতিটি উত্তর শরীয়তের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করে। **তৃতীয়ত,** ইবনু কাসীর ও কুরতুবীর মতো ইমামগণ এই আয়াতগুলো থেকে ‘আক্বীদাহ্, ফিকহ ও আখলাকের গভীর দিকনির্দেশনা বের করেছেন।

এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায়, ইসলাম সকল যুগ ও সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। আসুন, ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তাফসীর অধ্যয়ন করি।

**মূল আলোচনা–**

**১. চাঁদ ও সময় নির্ধারণ:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

“তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এগুলো মানুষের সময় ও হজ্জের (সময়) নির্ধারক।”[১] ইবনু কাসীর বলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ أَيْ عَنْ حِكْمَتِهَا فِي تَغَيُّرِهَا.

অর্থাৎ- তারা চাঁদের বৃদ্ধি হ্রাসের হিকমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল।[২] কুরতুবী বলেন,

جُعِلَتْ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فِي الصِّيَامِ وَالْحَجِّ.

অর্থাৎ- চাঁদকে সিয়াম ও হজ্জের সময় নির্ধারণের মাধ্যম করা হয়েছে।[৩]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** চাঁদের হিসাব ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ভিত্তি। এর মাধ্যমে রমাযান, যাকাত, ইদ্দত, লেনদেনের মেয়াদ নির্ধারিত হয়।

**২. ব্যয়ের খাত:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾

“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে।”[৪]

ইবনু কাসীর বলেন, أُمِرُوْا بِإِنْفَاقِ الْفَضْلِ مِنَ الْمَالِ.

অর্থাৎ- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫] কুরতুবী বলেন,

اَلْخَيْرُ هُوَ الْمَالُ الطَّيِّبُ.

অর্থাৎ- খায়ের অর্থ পবিত্র ও হালাল সম্পদ।[৬]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** ব্যয়ের ক্রম হলো পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। সম্পদ অবশ্যই হালাল হতে হবে।

**৩. হারাম মাসে যুদ্ধ:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾

“তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।”[৭] ইবনু কাসীর বলেন,

وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَصَدُّ النَّاسِ أَعْظَمُ.

অর্থাৎ- হারাম মাসে যুদ্ধ বড় অপরাধ, কিন্তু মানুষকে মহান আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া আরো বড় অপরাধ।[৮]

কুরতুবী বলেন, فِيهِ تَعْظِيمُ حُرْمَةِ الزَّمَانِ.

অর্থাৎ- এতে সময়ের পবিত্রতার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।[৯]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** যুলকাদাহ্, যুলহিআহ্, মুহার্‌রম, রজব এই চার মাসের সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে কুফ্‌র ও ফিতনা এর চেয়ে মারাত্মক।

**৪. মদ ও জুয়া:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।”[১০]

ইবনু কাসীর বলেন, تَمْهِيدٌ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

অর্থাৎ- এটি মদ হারামের দিকে ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞার সূচনা।[১১]

---

★সহকারী অধ্যাপক, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, পোস্ট: ধামরাই-১৩৫০, উপজেলা: ধামরাই, ঢাকা।

[১] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৮৯।
[২] তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫১৬।
[৩] তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ২, পৃ. ৩৪৭।
[৪] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৫।
[৫] তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫৬৯।
[৬] তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৩, পৃ. ৯১।
[৭] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৭।
[৮] তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫৭৪।
[৯] তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৩, পৃ. ৯৮।
[১০] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৯।
[১১] তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫৭।

কুরতুবী বলেন,

فِيهِمَا مَفَاسِدُ دِيْنِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ.

অর্থাৎ- এতে ধর্মীয় ও দুনিয়াবি বড় ক্ষতি রয়েছে।[১]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** মদ ও জুয়ায় সাময়িক উপকার থাকলেও ক্ষতি অপরিসীম। পরে সূরা আল-মায়িদাহ্'র ৯০ নং আয়াতে মদ চূড়ান্ত হারাম হিসেবে ঘোষিত হয়।

**৫. প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ।"[২] ইবনু কাসীর বলেন,

مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ.

অর্থাৎ- নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ।[৩]

কুরতুবী বলেন,

اَلْعَفْوُ هُوَ الزَّائِدُ عَنِ الْكِفَايَةِ.

অর্থাৎ- যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে।[৪]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** ইসলাম কৃপণতা ও অপচয় উভয়কে নিষেধ করে। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলে।

**৬. ইয়াতীমের হক্ব:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾

"তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[৫] ইবনু কাসীর বলেন,

حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ وَرِعَايَتُهُمْ.

অর্থাৎ- তাদের সম্পদ রক্ষা ও তাদের লালন পালন করা।[৬]

কুরতুবী বলেন, وُجُوْبُ رِعَايَةِ الْيَتِيْمِ.

অর্থাৎ- ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণ করা ওয়াজিব।[৭]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** ইয়াতীমের সম্পদ নিজ সম্পদের সাথে মিশিয়ে উত্তমভাবে পরিচালনা করা যায়, তবে অপচয় করা হারাম।

**৭. ঋতুস্রাবের বিধান:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ﴾

"তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[৮] ইবনু কাসীর বলেন, أَيْ شَيْءٌ يُؤْذِيْ فَاجْتَنِبُوْا جِمَاعَهُنَّ.

অর্থাৎ- এটি কষ্টদায়ক অবস্থা, তাই এ সময়ে সহবাস থেকে বিরত থাকো।[৯] কুরতুবী বলেন,

فِيْهِ بَيَانُ أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ.

অর্থাৎ- এতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।[১০]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস হারাম। তবে স্ত্রীর সাথে অন্যান্য আচরণ ও তার সেবা নেয়া জায়িয।

**৮. হালাল খাদ্য:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে।"[১১] ইবনু কাসীর বলেন,

اَلطَّيِّبَاتُ هِيَ الْحَلَالُ النَّقِيُّ.

অর্থাৎ- পবিত্রতাই যা পরিচ্ছন্ন ও হালাল।[১২]

কুরতুবী বলেন, كُلُّ مَا خَلَصَ مِنَ الْخَبَثِ.

অর্থাৎ- যা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।[১৩]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** প্রশিক্ষিত শিকারী কুকুর, বাজপাখি দ্বারা শিকার করা পশু হালাল। মূলনীতি হলো পবিত্র বস্তু হালাল, অপবিত্র হারাম।

**৯. গনীমতের বণ্টন:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾

"তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[১৪] ইবনু কাসীর বলেন,

تَدْبِيْرُهَا لِلْإِمَامِ.

অর্থাৎ- এর ব্যবস্থাপনা শাসকের দায়িত্ব।[১৫]

কুরতুবী বলেন, نِظَامُ تَقْسِيْمِ الْأَمْوَالِ.

অর্থাৎ- সম্পদ বণ্টনের নিয়ম।[১৬]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাইতুল মাল ও রাষ্ট্রীয় খাতে যাবে। বাকি চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন হবে।

**১০. কিয়ামতের সময়:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾

[১] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৩, পৃ. ১০৪।*
[২] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৯।*
[৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫৭৯।*
[৪] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৩, পৃ. ১০৬।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২২০।*
[৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫৮১।*
[৭] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৩, পৃ. ১০৯।*
[৮] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২।*
[৯] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ১, পৃ. ৫৮৪।*
[১০] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৩, পৃ. ১৭।*
[১১] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৪।*
[১২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ২, পৃ. ১।*
[১৩] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৬, পৃ. ৩৯।*
[১৪] *সূরা আল-আনফাল: ১।*
[১৫] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ২, পৃ. ২৮৪।*
[১৬] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৭, পৃ. ২।*

"তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[১]

ইবনু কাসীর বলেন, لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ.

অর্থাৎ- এর জ্ঞান শুধু মহান আল্লাহর কাছেই আছে।[২]

কুরতুবী বলেন, إِخْفَاؤُهَا لِلِابْتِلَاءِ.

অর্থাৎ- এটি মানুষের পরীক্ষা হিসেবে গোপন রাখা হয়েছে।[৩]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** কিয়ামতের সময় গায়েবের জ্ঞান। নবী-রাসূল কারো জানা নেই। বান্দার কাজ হলো প্রস্তুতি নেওয়া।

**১১. রূহের স্বরূপ:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾

"তারা আপনাকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[৪]

ইবনু কাসীর বলেন, اِسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ.

অর্থাৎ- এর জ্ঞান আল্লাহ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।[৫]

কুরতুবী বলেন, مِنْ غَيْبِ اللهِ الَّذِيْ لَا يُدْرَكُ.

অর্থাৎ- এটি আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞান, যা মানুষ জানতে পারে না।[৬]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** রূহ্ মহান আল্লাহর আদেশ। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক, রূহের হাক্বীক্বত জানতে পারবে না।

**১২. যুলকারনাইন:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾

"তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[৭]

ইবনু কাসীর বলেন, مَلِكٌ صَالِحٌ آتَاهُ اللهُ الْقُدْرَةَ.

অর্থাৎ- তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতাবান শাসক।[৮]

কুরতুবী বলেন, اَلْمُلْكُ قَدْ يَكُوْنُ مَعَ الصَّلَاحِ.

অর্থাৎ- ক্ষমতা ও ন্যায় একসাথে থাকতে পারে।[৯]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** যুলকারনাইন ছিলেন একজন মুসলিম বাদশা। তিনি ইয়াজুজ মাজুজের দেওয়াল নির্মাণ করেছিলেন।

**১৩. পাহাড়ের পরিণতি:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾

"তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।"[১০]

ইবনু কাসীর বলেন, كَالْهَبَاءِ الْمُنْبَثِّ.

অর্থাৎ- এটি ধূলিকণার মতো হয়ে যাবে।[১১] কুরতুবী বলেন,

فَنَاءُ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।[১২]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** কিয়ামতের ভয়াবহতা বোঝাতে পাহাড়ের ধ্বংসের দৃশ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

**১৪. কিয়ামতের সময় পুনরায়:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে।"[১৩]

কুরতুবী বলেন, إِخْفَاؤُهَا لِلتَّحْفِيْزِ عَلَى الْإِسْتِعْدَادِ.

অর্থাৎ- এটি প্রস্তুতির জন্য গোপন রাখা হয়েছে।[১৪]

**সংক্ষিপ্ত তাফসীর:** সময় না জানার হিকমত হলো মানুষ যেন সর্বদা তাওবাহ্ ও 'আমলে লেগে থাকে।

**উপসংহার:** ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ আয়াতসমূহ কুরআনের এক অনন্য মু'জিযাহ্। চৌদ্দশ বছর আগের প্রশ্ন, অথচ বর্তমানের সমস্যার সমাধানও এখানে আছে।

এই আয়াতগুলো থেকে চারটি শিক্ষা পাওয়া যায়। **প্রথমত,** ইল্মের উৎস হলো আল্লাহ তা'আলা। সকল জ্ঞানের মালিক তিনি। বান্দার জিজ্ঞাসার উত্তর তিনিই দেন। **দ্বিতীয়ত,** শরীয়তের ব্যাপকতা। 'ইবাদত থেকে অর্থনীতি, যুদ্ধ থেকে পরিবার, সব বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা আছে। **তৃতীয়ত,** মানুষের সীমাবদ্ধতা। কিয়ামত, রূহের মতো বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। এখানে তাসলীম করতে হয়। **চতুর্থত,** 'আমলের আহ্বান। জানা বিষয়ে 'আমল করা এবং না জানা বিষয়ে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করাই মু'মিনের গুণ। মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

অর্থাৎ- "আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা।"[১৫]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝে পড়া, তাফসীর অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক্ব দিন ―আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

***তথ্যসূত্র:*** *☆ তাফসীর ইবনু কাসীর- দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, ১৪২০ হিজরি। ☆ তাফসীর কুরতুবী- মুআসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪২৭ হিজরি।*

---

[১] *সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৭।*
[২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড- ২, পৃ. ২৩৬।*
[৩] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ৭, পৃ. ১৯৮।*
[৪] *সূরা বানী ইস্রা-ঈল: ৮৫।*
[৫] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ৩, পৃ. ৪৯।*
[৬] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ১০, পৃ. ২০৭।*
[৭] *সূরা আল-কাহ্ফ: ৮৩।*
[৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ৩, পৃ. ১০৭।*
[৯] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ১০, পৃ. ৩১৩।*
[১০] *সূরা ত্বা-হা-: ১০৫।*
[১১] *তাফসীর ইবনু কাসীর- খণ্ড: ৩, পৃ. ১৭৯।*
[১২] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ১, পৃ. ১২৭।*
[১৩] *সূরা আন্-না-যি'আ-ত: ৪২।*
[১৪] *তাফসীর কুরতুবী- খণ্ড: ১৯, পৃ. ১৯০।*
[১৫] *সূরা আন্-নাহ্ল: ৮৯।*

## الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন

# প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ): এক প্রজ্ঞাবান শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তক ও সংগঠক

মো. মনিরুজ্জামান*

**সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ) ছিলেন ইসলামী পণ্ডিত, লেখক ও বাংলাদেশের এক প্রভাবশালী শিক্ষাবিদ, প্রাচ্যভাষাবিদ ও ইসলামী চিন্তক। তিনি ড. এম. এ বারী নামেও পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ), সভাপতি: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দুই মেয়াদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দুই মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। এছাড়াও তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রেখেছেন। একই সঙ্গে তিনি দীর্ঘ ৪৩ বছর, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, দাওয়াহ ও সংগঠনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ৫ম ও ৮ম উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম মেয়াদ ১৯৭১-১৯৭২, ২য় মেয়াদ ১৯৭৭-১৯৮১। চেয়ারম্যান: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) দুই মেয়াদী ১৯৮১-১৯৮৯।

**শৈশব ও পরিবার:** প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)। তিনি ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার সৈয়দপুর গ্রামে মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার আচরাই, খোলাহাটী/নুরুলহুদা গ্রাম।

**তাঁর বাবা:** মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য, পাকিস্তান গণপরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য এবং একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। ড. এম. এ বারী তার পরিবারেই বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন।

**পারিবারিকভাবে দ্বীনি শিক্ষার পরিমণ্ডল:** প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র আপন চাচা ছিলেন উপমহাদেশের যুগান্তকারী অন্যতম প্রধান ইসলামী চিন্তাবিদ। লেখক, সাংবাদিক ও ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অদ্বিতীয়, বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্য ও দাওয়াহ অবদানে কিংবদন্তি। আহলে হাদীস আন্দোলনের সংগঠক এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াহ আন্দোলনের অগ্রদূত, ইসলামের খাঁটি শিক্ষা প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ। লেখক, গবেষক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী এবং ইসলামী মানসতন্ত্রের অগ্রদূত। বাংলাদেশের দাওয়াহ ইতিহাসে এক কালজয়ী আলেম।

**আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ):** তার জীবনদর্শন ও কর্মধারা শুধু আহলে হাদীস আন্দোলনেই নয়; বরং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য দিকনির্দেশক হয়ে আছে। যাঁর কর্মযজ্ঞে আহলে হাদীস আন্দোলন, সালাফি দাওয়াহ এবং ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে।

**প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা:** শিশুকালেই ঘরে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। নওগাঁ কো-অপারেটিভ হাই মাদ্‌রাসায় পড়েন; ১৯৪৪ সালে মাত্র ১৩ বছর ৬ মাস বয়সে হাই মাদ্‌রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সমগ্র বঙ্গের ১১তম স্থান অর্জন করেন।

১৯৪৬ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট গভর্নমেন্ট কলেজ (বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজ) থেকে ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্স (১৯৪৯) ও মাস্টার্স (১৯৫০) –উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নীলকান্ত সরকার গোল্ড মেডেল, বাহরুল উলুম উবায়েদী সুহরাওয়ার্দী গোল্ড মেডেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোল্ড মেডেল লাভ করেন। এরপর উচ্চতর গবেষণার জন্য পাকিস্তান সরকারের বৃত্তিতে তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং ১৯৫৩ সালে ডি-ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ১৯শ শতকের বাংলার মুসলিম সংস্কার আন্দোলন; গবেষণায় তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট H. A. R. Gibb a Joseph Schachter!

**শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক জীবন ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ):** বাংলাদেশে ফিরে এসে ১৯৫৪ সাল থেকে শিক্ষকতা এবং

*সাবেক প্রচার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, যশোর জেলা।*

শিক্ষকতার পাশাপাশি উচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসে সরাসরি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

প্রথমে তিনি ঢাকা কলেজ এবং পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজের আরবি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ‘রীডার’ পদে (বর্তমান পদবী-সমতুল্য অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর) যোগদান করেন। পরবর্তীকালে একই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘকাল দায়িত্বপালন করেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল গবেষণা করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ‘নাফিল্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ লাভ করে পূর্ব লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টোরাল রিসার্চ সম্পন্ন করেন। ১৯৬২-১৯৬০ সালে কলা অনুষদের ডিন এবং ১৯৬৯-৭১ সালে জিন্নাহ হল (বর্তমান শের-ই-বাংলা হল) প্রোভোস্ট ছিলেন।

অসামান্য শিক্ষকতার জন্য ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পান। প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ), তিনি ১৯৭১ সালের ১৯ জুলাই ৪০ বছর বয়সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (UGC) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৯৮২-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত, দুই মেয়াদে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এরপর ১৯৮৯-১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনকারী দলের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ লাভ করেন। এতে দায়িত্ব পালনকালে তার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলে ১৯৯২ সালে তাঁকে উপাচার্য নিয়োগ দেয়।

পেশাগত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত দু’টি কমিটিরই চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। এছাড়াও ১৯৯০ সালে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন সম্পাদনা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পদে চার বছর দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৬ সালে তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ১৭টি দেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন-বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও ইসলামী চিন্তা ও চর্চার প্রতিনিধিত্ব করেন।

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্ব ও অবদান:** তিনি শত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই ১৯৬০ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সংগঠন তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সারা দেশে ইসলামী দা’ওয়াতের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছিল। এই সংগঠনের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছেন বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও ইয়াতিমখানা।

ড.এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) স্যারের আপন চাচা এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি: আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)’র ইন্তেকালের পর ১৫ জুন, ১৯৬০ সালে জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির সভায় ‘প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী জেনারেল কমিটির সভায় উক্ত নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জমঈয়ত তার বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয় এবং ‘আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী-সহ প্রতিষ্ঠিত উলামায়ে কিরামের মূল্যবান গ্রন্থও এ সময়ে প্রকাশ করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।’ স্বাধীন দেশে আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারীর নেতৃত্বে জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। ইতোমধ্যে ১৯৭৮ সালে পুরাতন ঢাকার ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থাপিত জমঈয়ত কার্যালয় দুঃখজনকভাবে ত্যাগ করতে হয়। ইত্যবসরে ঢাকার জমঈয়ত হিতৈষী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আব্দুল মাজেদ সরদার-এর আন্তরিক সহযোগিতায় ৯৮, নবাবপুর রোডে ৫ কাঠা জমি খরিদ করা হয়। তার অব্যবহিত পর একই প্লটের অবশিষ্ট ৫ কাঠা জমি বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে জমঈয়তের নামে লীজ গ্রহণ করা হয়। প্রায় একই সময়ে ঢাকা উত্তর যাত্রাবাড়ীতে জমঈয়তের নামে ২৬ কাঠা জমি এবং মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার নামে ১৭ কাঠা জমি ক্রয় করা হয়। যেখানে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের

সর্ববৃহৎ সালাফী কওমী মাদ্‌রাসা। 'আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী, 'আল্লামা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ ও 'আল্লামা ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী-এর গ্রন্থাগার এখানেই স্থান পেয়েছে।

১৯৬০ সালে, তিনি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি হন এবং ৪ জুন ২০০৩ (তাঁর ইন্তেকাল) পর্যন্ত ৪৩ বছর টানা এই দায়িত্ব পালন করেন-যা সংগঠনটির ইতিহাসে দীর্ঘতম একক সভাপতিত্ব হিসেবে স্বীকৃত।

দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্ব ও সংগঠনের স্ট্রাকচার গঠন তার সভাপতিত্ব কালে জমঈয়ত ব্যাপক আঞ্চলিক বিস্তার ও শাখা-সংগঠন গড়ে তুলেছে।

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামী পণ্ডিত ২০০৩ সালের ৪ জুন, ৭৩ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। দিনাজপুরের নুরুল হুদায় (আটরাই, খোলাহাটী, পার্বতীপুর) পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) ব্যক্তিগত জীবনে ২ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন ও দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত অসংখ্য আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে যোগদান করেছেন।

**সাংগঠনিক নেতৃত্ব: ৪৩ বছরের স্মরণীয় কিছু অবদান–** দীর্ঘ ৪৩ বছরের সফল সভাপতি... ছিল বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

সাংগঠনিক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা তৎকালীন ৩৫টি জেলা শাখা, ৫০টিরও বেশি এলাকা (উপজেলা), ৫০০+ উপশাখা এবং ৬০০০+ শাখা সারাদেশে করেছেন-দেশজুড়ে সংগঠনকে এক সমন্বিত কাঠামো প্রদান করেছেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমির প্রবর্তন, বাইপাইলে মালিকানাধীন ৫২ বিঘা জমিতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

**শুব্বান:** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর একমাত্র অনুমোদিত যুব সংগঠন, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস ড. এম. এ বারী স্যারের নিজ হাতে গড়া সংগঠন। ১৯৮৫ সালে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে জমঈয়তে একটি শুব্বান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে মহানগরী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল জামে মসজিদে দেশের সকল অঞ্চল থেকে আগত ছাত্র, যুবক ও তরুণরা এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে জমঈয়তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শুব্বান বিভাগকে আরো শক্তিশালী ও কর্মতৎপর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা তাদের একটি গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতিও পরিগ্রহণ করে। সর্বত্র তাদের মধ্যে এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার এসেছে। সকল জেলায় এখন আহলে হাদীস যুবকরা সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ এবং দীন ও জামা'আতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে দৃঢ়সংকল্প। দেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা তাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সর্বত্রই তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জমঈয়ত-এ নেতৃত্ব এই সময়কালে সংগঠনটি দা'ওয়াহ-প্রচার, প্রকাশনা ও শিক্ষা-প্রকল্পে প্রচুর প্রসার পেয়েছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা/পৃষ্ঠপোষকতা-কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা, মডেল মাদ্‌রাসা (আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফীর নামাঙ্কিত মডেল মাদ্‌রাসা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহিলা মডেল মাদ্‌রাসা, নওমুসলিম পূণর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদি।

এগুলো বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত। এসব প্রতিষ্ঠানের বাস্তব কার্যক্রম ও ঠিকানা-বিস্তারিত, অফিসিয়াল সাইটে রয়েছে।

মসজিদ ও সেবামূলক প্রকল্প-বাইতুল আবেদীন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসহ সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প (দুঃস্থ পুনর্বাসন) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রকাশনা ও পত্রিকা চালানো-সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর ধারাবাহিক প্রকাশনা ও দা'ওয়াহ সমর্থক প্রকাশনায় এগুলো সংগঠনের ভাবমূর্তির অন্যতম মাধ্যম।

শিশু-কল্যাণ ও ইহতীয়া-প্রকল্প-ইয়াতীমখানা-ধাঁচের আবাসিক শিক্ষা ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক সেবা।

**খিদমত-ই-খালক:** জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভাগসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো খিদমাত-ই-খালক। এই বিভাগের মাধ্যমে জমঈয়ত দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের সেবায় তাদের হস্ত প্রসারিত করেছে। নিজেদের সীমিত সামর্থ ও ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশসমূহ বিশেষ করে কুয়েত ও সাউদী আরবের কতিপয় ইসলামী সংগঠন ও মহৎপ্রাণ দীনী ভাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় জমঈয়ত ৮৭ ও ৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা ও তুফান এবং ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া অঞ্চলে প্রলয়ংকরী টর্নাডোর, পর বিভিন্ন সেবামূলক প্রোগ্রাম গ্রহণ করে যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহ নির্মাণ, মসজিদ ও মাদ্‌রাসা সংস্কার, টিউবওয়েল স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর,

নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চাপাইনওয়াবগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঢাকা ও সিলেট জেলার প্রায় ৬০টি থানায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রমের তহবিলের সিংহভাগ আসে কুয়েতের তদানীন্তন রাষ্ট্রদূতের মারফত এবং পরবর্তীতে কুয়েতের আল-লাজনা আল-মুশতারিকা লি ইগাসা বাংলাদেশ থেকে। কুয়েতের জমঈয়ত ইহয়া আত-তুরাস আল-ইসলামী, বাহরাইনের ইদারাত সুনদুক আল-ইনফাক আল-খাইরিও তাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। রিয়াদের কতিপয় ভাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমঈতের কাছে কিছু ব্যক্তিগত অনুদান প্রেরণ করেন। ঐ সাথে যোগ দেন ঢাকার জমঈয়ত দরদী মহৎপ্রাণ ভ্রাতৃবৃন্দ। জমঈয়ত এদের সকলের কাছে ঋণী এবং এঁদের ঋণ স্বীকারের সাথে সাথে জমঈয়ত এই মহান উদ্যোগের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তা'আলা এদের মহানুভবতা কবুল করুন এবং এঁদেরকে যোগ্য প্রতিদান দান করুন।

**মসজিদ নির্মাণ:** আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে প্রধানতঃ কুয়েতের জমঈয়ত ইহয়া আত-তুরাস আল-ইসলামী এবং বায়তুয যাকাত-এর অর্থানুকূল্যে জমঈয়ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করতে সমর্থ্য হয়েছে। আমাদের কিছু সাউদী ভাইও এ মহান কাজের সাথে জড়িত রয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এদের সকলের দান কবুল করুন –আমীন।

জমঈয়ত উপলব্ধি করে যে দেশের অনেক এলাকায় স্থানীয় ভ্রাতৃবৃন্দের উৎসাহে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবার পর ফান্ডের অভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে পারেনি। এরূপ অসমাপ্ত মসজিদসমূহ সমাপ্ত করার জন্য সম্ভবপর হলে এবং আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দিলে জমঈয়ত একটি প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে আগ্রহী।

**এতিম:** জমঈয়তের উদ্যোগে কুয়েতস্থ বায়তুয যাকাত পঞ্চাশজন এতিমকে তাঁদের তালিকাভুক্ত করে নিয়েছেন। জমঈয়ত নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় বাইপাইলে তার নিজস্ব জমিতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক এতিমকে এখানে লালন পালন ও শিক্ষা দান করা হচ্ছে। এই এতিমখানা ভবিষ্যতে ইন্ শা-আল্লাহ আরো সম্প্রসারিত এবং এর কার্যক্রম আরো বহুমুখী করা হবে।

**স্বাস্থ্যকেন্দ্র:** জমঈয়ত বিগত বহু বছর ধরে ঢাকার উপকণ্ঠে একটি অত্যন্ত দরিদ্র ও অবহেলিত শহরতলী ভাসানটেকে একটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। এখানের ছিন্নমূল, ভাসমান ও প্রায় বিত্তহীন অধিবাসীদের মধ্যে জমঈয়ত বিনা মূল্যে ঔষধ ও সেবা দান করে থাকে। অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থাও এ কেন্দ্রে রয়েছে। এখানে মায়েদেরকে অল্প খরচে বাচ্চাদের জন্য সুষম খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়ার সাথে সাথে তাদেরকে শেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছু রোজগার করার জন্যও ট্রেইনিং দেয়া হয়। এই কেন্দ্র ছাড়াও দিনাজপুরের নূরুলহোদা এবং নাটোরের দাস্তানাবাদে জমঈয়ত আরো দু'টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করে থাকে। সম্প্রতি সাতক্ষীরার পাথরঘাটায়, খুলনার গল্লামারী ও ঢাকার সাভারে তিনটি চিকিৎসালয়গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

**ছাত্রবৃত্তি:** বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অত্যন্ত দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য সীমিত অর্থ নিয়ে জমঈয়ত একটি ছাত্র সাহায্য তহবিল গঠন করেছে যেখান থেকে মেধাবী, সৎ ও জামা'আত সচেতন ছাত্রদের কিছু স্টাইপেন্ড দেয়া হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে এ ফান্ড আরো শক্তিশালী হবে বলে জমঈয়ত আশা করে।

**ভবন নির্মাণ:** **১.** গৃহ নির্মাণ ৪১৭৯টি, **২.** পাকা মসজিদ নির্মাণ ৩৪টি, **৩.** আধা পাকা মসজিদ নির্মাণ ১৬০টি, **৪.** মসজিদ সংস্কার ৩৯১টি, **৫.** পাকা মাদ্রাসা নির্মাণ ৩০টি, **৬.** মাদ্রাসা সংস্কার ৪২২টি, **৭.** টিউবয়েল স্থাপন ১৪৯২টি।

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে নির্মিত পাকা মসজিদের তালিকা:** **১.** রিয়ায়নগর মসজিদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। **২.** কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ, টাঙ্গাইল। **৩.** নও মুসলিম পূর্নবাসন প্রকল্প মসজিদ, ভাওরাইদ, গাজীপুর। **৪.** ছয়দানা আহলে হাদীস জামে মসজিদ, ছয়দানা, টঙ্গী, গাজীপুর। **৫.** ঠেঙ্গারবন্দ জামে মসজিদ, ঠেঙ্গারবন্দ, গাজীপুর। **৬.** চেংগ্রাম জামে মসজিদ, হিলি দিনাজপুর। **৭.** যশোর শহর মসজিদ, বকচর যশোর। **৮.** দৌলতপুর জামে মসজিদ, দৌলতপুর খুলনা। **৯.** মাহমুদপুর মসজিদ, সাতক্ষীরা। **১০.** বুড়িচং জামে মসজিদ, কুমিল্লা। **১১.** টঙ্গী আহলে হাদীস জামে মসজিদ, গাজীপুর। **১২.** গোবিন্দগঞ্জ জামে মসজিদ, গাইবান্ধা। **১৩.** ঠাকুরগাঁও মসজিদ-মাদ্রাসা কমপ্লেক্স, ঠাকুরগাঁও। **১৪.** পূবাইল জামে মসজিদ পূবাইল, গাজীপুর। **১৫.** সোনাখালী জামে মসজিদ, বাগেরহাট। **১৬.** সন্যাসী জামে মসজিদ, বাগেরহাট। **১৭.** কাহালপুর দাখেল মাদ্রাসা মসজিদ,

বাগেরহাট। **১৮.** রাণীগঞ্জ বাজার আহলে হাদীস মসজিদ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর। **১৯.** করশালিকা মসজিদ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। **২০.** মুহাম্মদপুর ফারাযীপাড়া মসজিদ, কুষ্টিয়া। **২১.** মদনহাটি মসজিদ, রাজশাহী। **২২.** জামগড়া মসজিদ, সাভার, ঢাকা। **২৩.** সালাহুদ্দীন আয়ুবী মসজিদ, চারিতালুক, নারায়ণগঞ্জ। **২৪.** আল-মা'হাদ আস-সালাফী মসজিদ, নিজ খামার, খুলনা। **২৫.** পাঁচরুখী মাদ্‌রাসা মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ। **২৬.** শেরুডাঙ্গা জামে মাসজিদ, শেরুডাঙ্গা, রংপুর। **২৭.** নোয়ালী জামে মসজিদ, ঝিনাইদহ, যশোর। **২৮.** বওরা জামে মসজিদ, সিরাজগঞ্জ। **২৯.** সাতলাঠি জামে মসজিদ, সিরাজগঞ্জ। **৩০.** রাণীনগর জামে মসজিদ, রাজশাহী শহর, রাজশাহী। **৩১.** মসজিদ মুবারক, বগুড়া শহর, বগুড়া। **৩২.** ধামরাই আহলে হাদীস জামে মসজিদ, ঢাকা। **৩৩.** আশুলিয়া জামে মসজিদ, ধামরাই, ঢাকা। **৩৪.** ইটাপোতা জামে মসজিদ, লালমনিরহাট, রংপুর।

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত মাদ্‌রাসা ভবনের তালিকা:** **১.** মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস আস-সালাফীয়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। **২.** মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস, শেখের ভিটা, জামালপুর। **৩.** মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস পাচরুখী, নারায়ণগঞ্জ। **৪.** মাদ্‌রাসা সালাফীয়া তাহেরীয়া, বাঁশবাড়ী, সিলেট। **৫.** চাপাদহ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা। **৬.** দেবীপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, তানোর, রাজশাহী। **৭.** মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মোহাম্মাদিয়া, বল্লা, টাঙ্গাইল। **৮.** আল-মা'হাদ আদ-দীনী, মাদার্সি, ধামসর, বরিশাল। **৯.** দারুল হাদীস আস-সালাফিয়া, ডাঙ্গাপাড়া, দিনাজপুর। **১০.** আল-মা'হাদ আস-সালাফি, নিজ খামার, খুলনা। **১১.** খয়েরসূতী দারুল হাদীস, রাহমানিয়া মাদ্‌রাসা, পাবনা। **১২.** হামিদপুর রাহমানিয়া মাদ্‌রাসা, গাবতলী, বগুড়া। **১৩.** আদর্শ রহমতে আলম মাদ্‌রাসা, ইটনা, কিশোরগঞ্জ। **১৪.** আল-মা'হাদ আল-ইসলামী, গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ। **১৫.** উনাইল দারুল ইসলাম মাদ্‌রাসা, শিমুলিয়া, ঢাকা। **১৬.** হাড়াভাঙ্গা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, মেহেরপুর। **১৭.** নয়াপাড়া কাজাইকাটা আমিনিয়া দারুল উলুম আরাবীয়া মাদ্‌রাসা, মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর। **১৮.** মাদ্‌রাসা দারুস সালাম সালাফিয়া, ভায়া, লক্ষীপুর, রাজশাহী। **১৯.** আল-জামেআতুস সালাফিয়া আল-মারকাযিয়া, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। **২০.** আলাদীপুর দারুল হোদা সালাফিয়া মাদ্‌রাসা, নিশ্চিন্তপুর, নওগাঁ। **২১.** বটতলী মহিলা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, জয়পুরহাট। **২২.** সৈয়দপুর রাহমানীয়া মাদ্‌রাসা, বগুড়া। **২৩.** মাহমুদপুর রসুলপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, মাহমুদপুর, দিনাজপুর। **২৪.** মাদ্‌রাসা ইশা আতুল ইসলাম আস-সালাফিয়া, রাজশাহী। **২৫.** আল-জামে'আতুস সালাফিয়া, রংপুর। **২৬.** মসজিদ মুবারক মসজিদ-মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স, বগুড়া। **২৭.** কোরপাই সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা। **২৮.** মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজিরা বাজার, ঢাকা। **২৯.** মাদ্‌রাসা মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। **৩০.** ঠাকুরগাঁও মাদ্‌রাসা মসজিদ কমপ্লেক্স, ঠাকুরগাঁও।

**বর্তমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ এক নজরে–** দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা। যেমন- ইয়াতীমখানা পরিচালনা, দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন, নওমুসলিম পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন, সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অনলাইন-অফলাইন দা'ওয়াতী প্রোগ্রাম, আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন, আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা, দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ' প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ, মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, কারিগরি কলেজ প্রকল্প, ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দা'ওয়াহ আন্দোলনের অগ্রদূত। ইসলামের খাঁটি শিক্ষা প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ। বাংলাদেশের দা'ওয়াহ ইতিহাসে এক কালজয়ী নাম, ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন এবং তাঁর রেখে যাওয়া দা'ওয়ার কাজ, জমঈয়ত ও শুব্বানকে কবুল করুন –আমীন।

*তথ্যসূত্র (প্রাথমিক ও নির্ভরযোগ্য):*

**১.** *Banglapedia (English): "Bari, Muhammad Abdul"- বিস্তৃত জীবনী, শিক্ষা, কর্মজীবন, সংগঠকত্ব, ইন্তেকাল (৪ জুন-২০০৩) নিশ্চিত।*

**২.** *Banglapedia (Bengali): একই তথ্যের বাংলা সংস্করণ-শিক্ষাজীবন, পুরস্কার, RU/UGC/NU দায়িত্বসমূহ।*

**৩.** *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (অফিসিয়াল সাইট): Past Presidents তালিকায় তাঁর দীর্ঘ সভাপতিত্ব (১৯৬০-২০০৩) প্রদর্শিত।*

**৪.** *"Professor Dr. Muhammad Abdul Bari Central Library" ক্যাটালগ (PDF): সংগঠনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তাঁর নামে-স্মারক ও উত্তরাধিকার হিসেবে।*

**৫.** *Banglapedia / Wikipedia (জীবনী)।*

**৬.** *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, স্মরণিকা-১৯৯২।*

## قصص الحديث / ক্বাসাসুল হাদীস

# মহান আল্লাহর প্রতি ভয়

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

আল্লাহভীতি মু'মিনজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ ও সৌন্দর্য। আল্লাহভীতি মানুষকে পাপাচার ও অপরাধ থেকে বিরত রাখে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য ও 'ইবাদতে উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে মু'মিনদের আল্লাহভীতি অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহভীরু মানুষের সান্নিধ্য মানুষকে আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করে। হাসান বসরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহর শপথ! যদি তুমি এমন মানুষের সঙ্গে মেশো, যারা তোমাকে দুনিয়ায় মহান আল্লাহর ভয় দেখাবে। ফলে তুমি পরকালে নিরাপদ থাকবে –এটা উত্তম সেসব মানুষের সঙ্গে মেশার চেয়ে যারা তোমাকে দুনিয়ায় আশ্বস্ত করবে এবং তুমি পরকালে ভয়ের মধ্যে পরবে।'

*(আল ইয়াকুতুল ফরিদিয়্যাহ- পৃ. ২৮৮)*

মহান আল্লাহর ভয় মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়। হাদীসে এসেছে– আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের আগের এক লোক, আল্লাহ তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন সে তার ছেলেদেরকে জড় করে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোনো নেক 'আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে মহান আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে নিলো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৭৮)*

একই মর্মে, হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক লোকের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো এবং সে জীবন হতে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিবার পরিজনকে ওসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার মাংস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন হাড়গুলো পিষে ছাই করে নিও। অতঃপর সে ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। আল্লাহ তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেন করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৭৯)*

### হাদীসের শিক্ষা

০১. আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকা আবশ্যক। হতে পারে কিয়ামত দিবসে শুধু ভয়ের কারণে সে মুক্তি পেতে পাবে।

০২. মহান আল্লাহর রহমত তার ক্রোধকে পরাজিত করে।

০৩. পাপ যত বড় হোক আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন।

০৪. পাপ মোচন করার জন্য প্রধান শর্ত হলো খালেস অন্তরে তাওবাহ্ করা।

০৫. ইসলামের অন্যতম অনুগ্রহ হলো, অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতি করা ও সহনশীল হওয়া।

০৬. মহান আল্লাহর অসম্ভব ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

০৭. হাদীসের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, বান্দার সাথে আল্লাহর কথোপকোথন ও বান্দার কথার উত্তর প্রদান।

০৮. পাপের কথা মৃত্যু শয্যায় স্বীকার করা বৈধ। তবে এ সময় মৃত্যু শয্যায় শায়ীত ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার করুনা ও অনুগ্রহ কামনা করবে।


## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত **"মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ"**-এর বালিকা শাখার জন্য শূণ্য পদে ১জন শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হবে।

| ক্র: | পদ | পদ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পাঠদানের স্তর | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজি) | ০১ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। | মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানে সক্ষম | অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। |

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ৩ অক্টোবর-২০২৬, শনিবার, সকাল ১০ ঘটিকায় মাদ্রাসার অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হলো।

**প্রয়োজনে– ০১৯২৭৮০২৮০৮**

**সাধারণ সম্পাদক,** মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ
পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

## البيئة - الطبيعة / পরিবেশ-প্রকৃতি

# নেপালের বন্যা: বিশ্বের জন্য একটি সতর্কবার্তা

নিকোলাস বিশ্বাস*

নেপালে সাম্প্রতিক ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা বিশ্বকে এক কঠিন বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেঃ জলবায়ু দুর্যোগ কোনো সীমান্ত মানে না। এগুলো জাতীয় সীমান্তে থেমে যায় না, ধনী-দরিদ্র দেশের মধ্যে পার্থক্য করে না, আর কোনো দেশ বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে সামান্য অবদান রাখে বলে তাকে রেহাইও দেয় না। জলবায়ু পরিবর্তন একটি অভিন্ন বৈশ্বিক সংকট হলেও এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে সেই দেশগুলোতেই, যারা এই সমস্যার জন্য সবচেয়ে কম দায়ী।

নেপাল এই বৈষম্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বৈশ্বিক নিঃসরণ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেপাল বৈশ্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণে ০.১ শতাংশেরও কম অবদান রাখে, অথচ দেশটি জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যা দেখিয়েছে, কীভাবে চরম আবহাওয়া দ্রুত মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নিতে পারে– ধ্বংস করতে পারে ঘরবাড়ি, অবকাঠামো ও মানুষের জীবিকা।

নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করলে এই ট্র্যাজেডি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালার আবাসস্থল নেপাল হিমালয় অঞ্চলের অংশ, যাকে বিপুল বরফ-মজুদের কারণে কখনও কখনও "তৃতীয় মেরু" (Third Pole) বলা হয়। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গত তিন দশকে নেপালের হিমবাহগুলো তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বরফ হারিয়েছে– যা পানি নিরাপত্তা, কৃষি ও হিমালয়-নির্ভর নদীর ওপর নির্ভরশীল কোটি কোটি মানুষের জন্য হুমকি তৈরি করছে।

হিমবাহ দ্রুত গলে পানির প্রবাহ বেড়ে গিয়ে বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদ সৃষ্টি হতে পারে, যা অস্থিতিশীল হয়ে হঠাৎ নিচের দিকে ভয়াবহ বন্যা ঘটাতে পারে। একই সঙ্গে হিমবাহের অব্যাহত ক্ষয় দীর্ঘমেয়াদে পানির প্রাপ্যতাকেও হুমকির মুখে ফেলে। ফলে উঁচু পাহাড়ে যা ঘটছে, তা বহুদূরের মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে।

সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যায় মানুষের দুর্ভোগ ও প্রাণহানির চিত্র এখন আর উপেক্ষা করার মতো নয়। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, উদ্ধারকারীরা বিপজ্জনক বন্যার পানিতে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করছেন। এদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ব্যক্তিগত মর্মান্তিক ঘটনা– পরিবার বিচ্ছিন্ন, ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া, জনপদের ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রাম। এই দুর্যোগ শুধু সম্পদ নয়, কেড়ে নিয়েছে মানুষের জীবিকা ও নিরাপত্তাবোধও।

চেন্নাই ভিত্তিক গণমাধ্যম The Hindu-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী; ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৪৪ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনো প্রায় ৫,০০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। আজ পর্যন্ত দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী ১৩,০০০ জনকে উদ্ধার করেছে। এগুলো নিছক শুধু পরিসংখ্যান নয়– এগুলো এমন মানুষের জীবন, যারা সাম্প্রতিক ভয়াবহ দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২২,০০০ শিশু নিরাপদ পানিহীন, তীব্র খাদ্য ও অক্সিজেন সংকটে রয়েছে –যা এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

**এটাই জলবায়ু পরিবর্তনের মৌলিক অবিচার:** যারা এই সংকটে সবচেয়ে কম অবদান রেখেছে, তারা প্রায়ই সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়। দশকের পর দশক ধরে শিল্পোন্নত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বড় অংশের জন্য দায়ী। UNEP Emissions Gap Report 2025 অনুযায়ী, বিশ্বের ২০টি বৃহত্তম অর্থনীতির জোট (G20 Countries) ২০২৪ সালে বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের প্রায় ৭৭ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল। অন্যদিকে নেপাল ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলো –যারা বৈশ্বিক নিঃসরণে সামান্য অবদান রেখেছে –জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপদের উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি।

**এই বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে:** যে সংকটের জন্য গুটি কয়েকটি দেশ বহুলাংশে দায়ী তার জন্য সবাই সমানভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে না। তাই এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার খরচ কে বহন করবে?

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত বিষয় নয়; এটি ন্যায়বিচার, উন্নয়ন, দারিদ্র্য, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বের বিষয়। সম্প্রতি, নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা সেখানকার জনগোষ্ঠীর কয়েক দশকের উন্নয়ন-অর্জন কয়েক ঘণ্টায় ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ঘটনায় মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেপালের বিধ্বংস্থ অঞ্চলের

* *লেখক, একজন মিডিয়া ফ্রীল্যান্সার।*

রাস্তা-ঘাট, সেতু, স্কুল, ঘরবাড়ি, কৃষিজমি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিলীন হয়ে যায়।

দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি বসবাসকারী পরিবারের জন্য একটি ঘর বা জীবিকা হারানোর অর্থ হতে পারে বছরের পর বছরের দুর্ভোগ। এর প্রভাব দুর্যোগ-এলাকাতেও সীমাবদ্ধ থাকে না; পরিবহন, বিদ্যুৎ ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়, কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর পুনর্নির্মাণের ব্যয় ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো জরুরি খাত থেকে সম্পদ সরিয়ে নিতে বাধ্য করে।

এ কারণেই জলবায়ু দুর্যোগ কোনো সীমান্ত মানে না। দেশে-দেশে এর ব্যাপ্তি ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুমণ্ডল রাজনৈতিক সীমান্ত মেনে চলে না; একটি দেশে নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলে মিশে সর্বত্র উষ্ণতা বাড়ায় যার প্রভাব প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী নিঃসরণ কমানোর দায়িত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বেশি নিঃসরণকারী দেশগুলোর ওপর দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলকে সহায়তা করারও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এখানেই রয়েছে জলবায়ু ন্যায্যতা।

নেপালের মতো দেশগুলোর জন্য অভিযোজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– শক্তিশালী আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো ও কার্যকর দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রয়োজন। তবে শুধু অভিযোজন দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে অভিযোজনেরও সীমা রয়েছে। তাই বিশ্বকে সম্মিলিতভাবে মূল কারণ, অর্থাৎ- গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো ও বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

নেপালের অভিজ্ঞতা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যও শক্তিশালী বার্তা বহন করে। বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, পাকিস্তান ও এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশ পরস্পর-সংযুক্ত জলবায়ু ঝুঁকির মুখোমুখি– বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, খরা, তাপপ্রবাহ। হিমালয়ে যা ঘটে তা নিম্নাঞ্চলের নদীব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে; এক দেশে যা ঘটে তা অন্য দেশের জন্যও ভয়াবহ পরিণতি তৈরি করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহবস্থান ও যৌথ সমাধান; যেমন- দুর্যোগ প্রস্তুতি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও নদী ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং জাতিসংঘ ও বিধিবদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য সরাসরি আর্থিক ও অর্থবহ কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জলবায়ু মোকাবিলার কার্যক্রম শুধু বক্তৃতা ও ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বন্যা ও বিলীন হয়ে যাওয়া হিমবাহের মুখোমুখি মানুষদের প্রয়োজন বাস্তব পদক্ষেপ– নিরাপদ অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য সতর্কবার্তা, সহনশীল জীবিকা, সহজলভ্য অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক সংহতি।

বন্যার কবল থেকে মানুষ তুলে আনার দৃশ্য কেবল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র নয় –এটি বিশ্বের জন্য একটি সতর্কবার্তা। নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিটি পরিসংখ্যানের পেছনে রয়েছে মানুষ, যাদের জীবন ও জীবিকা কোনো না কোনোভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

নেপালের অভিজ্ঞতা আমাদের জলবায়ু-দায়বদ্ধতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। কোনো দেশের কার্বন নিঃসরণ সামান্য হলেও তার ঝুঁকিপ্রবণতা হতে পারে বিপুল। বিপরীতভাবে, বেশি কার্বন নিঃসরণকারী জি২০ দেশগুলোর উচিৎ ভুক্তভোগী দেশগুলোকে সহায়তা করা; যাতে জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক, কিন্তু জলবায়ু ঝুঁকি অসম। নেপালের ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে আসা এই বিপর্যয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, জলবায়ু সংকট থেকে নিরাপদ দূরত্ব বলে কিছু নেই। রাজনৈতিক সীমান্ত দেশগুলোকে আলাদা করতে পারে, কিন্তু আমাদের গ্রহকে সংযুক্ত রাখা বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর, নদী ও আবহাওয়াব্যবস্থা থেকে কোনো দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

জলবায়ু দুর্যোগ কোনো সীমান্ত মানে না। তেমনি এগুলো প্রতিরোধ, মোকাবিলা ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সুরক্ষিত করার দায়িত্বেরও কোনো সীমান্ত থাকা উচিত নয়। সম্মিলিতভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে।

এখন সময় এসেছে বিশ্বের উপলব্ধি করার যে, জলবায়ু ন্যায্যতা কোনো দয়া বা দান নয়; এটি আমাদের সবার যৌথ দায়িত্ব। বিশ্বের এক প্রান্তে সৃষ্ট নিঃসরণ যদি অন্য প্রান্তের মানুষের দুর্ভোগের কারণ হতে পারে, তাহলে জলবায়ু মোকাবিলার পদক্ষেপ, অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সংহতিকেও সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে।

নেপালের বন্যাকে একটি বিচ্ছিন্ন জাতীয় ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটিকে দেখা উচিত সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে: পরিবর্তিত জলবায়ু থেকে কোনো দেশ একা রক্ষা পেতে পারে না, এবং এর পরিণতি মোকাবিলায় কোনো দেশকেই একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

# أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

## পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তের ৪৩তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ৪৩তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ০৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার, বাদ 'আসর হতে ছনপাড়া বড় বাড়ী জামে মসজিদ। সভাপত্বিত করেন শাইখ মাও. মনিরুল ইসলাম সভাপতি, পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। সহ-সভাপতিত্ব করেন জনাব জসিম উদ্দিন মোল্লা সভাপতি, অত্র মসজিদ। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন শাইখ ড. মোজাফফর বিন মুহসিন, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আল আমিন মাদানী, সহকারি সেক্রেটারি, নরসিংদী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মনিরুজ্জামান বিন শফিকুল ইসলাম ইমাম ও খত্বিব পাঁচরুখী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ। শাইখ দেলোয়ার বিন ছানোয়ার, ইমাম, ছনপাড়া বড় বাড়ী জামে মসজিদ। সকলে সাংগঠনিক কাজ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

## কাঞ্চন এলাকা জমঈয়ত ও জমঈয়ত শুব্বানের দা'ওয়াতি সফর অনুষ্ঠিত হয়

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর দাওয়াতি সফর অনুষ্ঠিত হয় গত ০৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার, বাদ ফজর হতে, এতে কাঞ্চন হতে চাঁদপুর সভাপত্বিত করেন জনাব আলহাজ্জ আঃ সালাম সাহেব সভাপতি, কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। উক্ত সফরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। যেমন- শাইখ ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ ক্বারী সারোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ ইকবাল হাসান সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আবুল হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ ড. সফিকুল ইসলাম, দা'ওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। শাইখ হাফেজ জুলফিকার আলী, সেক্রেটারি, কাঞ্চন পৌর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মাও. মনির হোসেন, সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। শাইখ মুমিন উদ্দিন মাষ্টার, সহ-সভাপতি, কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আকবর হোসেন, সদস্য, কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ রমজান মিয়া সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শাইখ রাকিবুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শাইখ ইমরান হোসেন, প্রচার সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শাইখ হাফেজ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, সোনারগাঁও উপজেলা শুব্বান। শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সভাপতি, কাঞ্চন এলাকা শুব্বান। শাইখ আব্দুল্লাহ আল হাফিজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, রুপগঞ্জ থানা শুব্বান। শাইখ আঃ আজিজ সহ-সভাপতি, আড়াইহাজার থানা শুব্বান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে জনাব আমানুল্লাহ আনু, সাংগঠনিক সম্পাদক, কাঞ্চন পৌর এলাকা জমঈয়ত। জনাব আলিমুল্লাহ মিয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কাঞ্চন পৌর এলাকা জমঈয়ত। শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। আলহামদুলিল্লাহ এ সফরে জমঈয়ত ও শুব্বানের প্রায় ৮৫০ জন কর্মী নিয়ে এ সফর বাস্তবায়ন হয়।

# أخبار شبان / শুব্বান সংবাদ

## সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের জুমু'আর খুতবার টিম পরিচালনা এবং কামারখন্দ উপজেলায় ৫মে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার, সকাল ১০টায় কামারখন্দ ফাজিল মাদ্‌রাসা সংলগ্ন মসজিদে শাখার কোষাধ্যক্ষ হাফেয আব্দুল বারীর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত এবং জেলা শুব্বানের সদস্য হাসিবুর রহমানের সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামারখন্দ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মুহতারাম আব্দুল মান্নান মাস্টার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতিদ্বয় মুহতারাম আব্দুস সালাম ও সারোয়ার জাহান সাইফুল্লাহ, সেক্রেটারি আব্দুল খাবির মাদানী, যুগ্ম-সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি মো. কামরুল হাসান, বগুড়া জেলা শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল খালেক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বানের সভাপতি হাফেয মো. রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক বাকি বিল্লাহ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাকিম প্রমুখ। অতঃপর শরিফুল ইসলামকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য একই দিনে কামারখন্দ উপজেলার ১৫টি মসজিদে সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন।

التوعية الصحية العامة / স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

# ঔষধ: নিরাময় নাকি ঝুঁকির কারণ?

ডা. সুলতান আহমদ★

স্বাস্থ্যই সুখের মূল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾

"মানবকুলকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি।"[৬৭]

মানুষ যদি রোগে আক্রান্ত হয় সেই সুন্দর অবয়ব আর থাকে না। রোগে শোকে জরাজীর্ণ হয়ে মানুষ তখন বড় অসহায়ত্ব বোধ করে। বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত ও বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তিবর্গ। একটার পর একটা রোগ হতেই থাকে। চলে চিকিৎসার নামে পরীক্ষার স্রোত এবং ঔষধ কোম্পানীগুলোকে কোটিপতি করার লক্ষ্যে এবং চড়া দামের কমিশন গ্রহণের আশায় প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ঔষধে ভরা ব্যবস্থাপনা পত্র। ঔষধের Over dose রোগীর রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে দেখা দেয় নতুন নতুন উপসর্গ বা Complicated Symptom. ফলে রোগী সুস্থ্য হওয়ার পরিবর্তে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়। চিকিৎসক ও ল্যাবের পকেট ভারী হতে থাকে। পকেট শূণ্য হতে থাকে রোগীদের।

ঔষধ যতই গ্রহণ করবেন, ততই ক্ষতি হতে থাকবে। যেমন- ব্যথানাশক, গ্যাস, এলার্জি, সর্দি, কাশির ঔষধ ইচ্ছেমত গ্রহণ করতে শরীরের Valuable Organসমূহ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেমন- হাড় ক্ষয়সহ নানান জটিলতা, ক্যানসার, Kidny damage, ফুসফুসের রোগ, পেটের জটিলতা, ব্রেন, চোখ, হার্ট সবগুলোই একটার পর একটা অকেজো হতে থাকে। তার পর বারবার টেস্টের মাধ্যমে শরীরে যে Ray প্রবেশ করে তাতে নীরব ঘাতকের মতো কাজ করে। তখন চিকিৎসক বলেন, বাড়ী নিয়ে যান, যা খেতে চায়, তাই খাওয়ান! তার মানে- অন্তিম যাত্রা...। তাই বলি হুটহুট করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। একান্ত প্রয়োজন হলে সৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। নচেৎ হীতে বিপরীত হবে।

আমার কর্মজীবন থেকেই হোমিও চিকিৎসায় ব্রত ছিলাম। চিকিৎসা জীবনে দেখেছি এ্যালোপ্যাথির কুফল। অনেক রোগী অতিরিক্ত এ্যালোপ্যাথি গ্রহণে বা অনেক সময় ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে যায়। এরকম কয়েকটা রোগীর বর্ণনা দিতে চাই, যেন পাঠককুল সতর্ক হতে পারেন।

নাটোরের প্রভাবশালী প্রাক্তন এম.এল.এ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মধু মিয়া। তিনি অফিসে মাসিক সমন্বয় সভা শেষে বের হতেই তাকে সালাম দিলাম। তিনি আসন থেকে উঠতে পারছেন না। তখন তিনি তার পা দেখালেন। বললেন, দেখেন তো ডিডি সাহেব, হাটু ব্যথা ছিল। আমার ডাক্তার গত রাতে ইঞ্জেকশন করেছেন। সকালে দেখি পা ফুলে কলা গাছ। কী যে কষ্ট!

অপর একটি ঘটনা। তিনি ঢাকার পুলিশ সুপারের সহধর্মীনি। তার জামাই চাঁপাইনবাবঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। তার বাসাতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে এক সময় যাই। তাঁর শ্বাশুড়ি আম্মাকে আমার কাছে আনা হলো। দেখেই বললাম, আপনার শরীরে Medicine Reaction হয়েছে। তিনি প্রথমে থমকে গেলেন এবং কাঁদলেন। তারপর তার রোগের কাহিনীর বর্ণনা দিলেন। তাঁর মাথায় ছিল একটা লম্বা আঁচিল। ঢাকার নামকরা হাসপাতালে গিয়ে দেখালেন। তাঁর আঁচিলে Acid Spray করে মূহূর্তেই আঁচিল বিদায় নেয়। সেদিন তার ব্যয় হয়েছিল ত্রিশ হাজার টাকা। এক সপ্তাহের মধ্যেই আঁচিলের জায়গায় মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তিনি আবার চলে গেলেন সেই হাসপাতালে। এবার আবার ফি এলো চল্লিশ হাজার টাকা। তারা ক্যান্সার মনে করে টেস্টে নমুনা পাঠান। অপরদিকে ৫০ হাজার পাওয়ারের ঔষধ ও ইঞ্জেকশন সকাল + রাতে সেবন করার নির্দেশ। ১৫ দিন চলবে। ৩ দিন এই ডোজ গ্রহণ করতেই শরীরে বিপর্যয় নেমে আসে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বড় বড় কালো ফোস্কার সৃষ্টি হয়। ২/৩ দিন ফোস্কাগুলো থাকে আবার নতুন জায়গাতে হয়। এ অবস্থায় ৭ম দিনে তাঁর অন্তঃসত্তা মেয়েকে দেখতে আসেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে। তাঁর কাহিনী শুনে মন্তব্য করলাম ১৫ দিন ডোজ গ্রহণ করলে Liver খুলে পড়ত। জীবনটাই সাঙ্গ হত হয়তোবা। তাঁর শরীরে জটিল কুফল দূর করা এবং তাকে সুস্থ্য করে তোলার লক্ষ্যে চিকিৎসা দিলাম। তিনি এক মাসেই পূর্ণ সুস্থ্য হলেন।

আমার রাজশাহীর চেম্বারে ৩০ বছর বয়সী এক মহিলা অভিজাত পরিবারের বৌমা চিকিৎসার জন্য আসেন।

★*স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা। সভাপতি, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।*

[৬৭] *সূরা আত্-ত্বীন: ৫।*

দেখে মনে হয় না, তিনি নিজেই রোগী। জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, আমি তিন মাস থেকে থাইরডের চিকিৎসা নিচ্ছি। বর্তমানে আমি দু'চোখেই দেখতে পাচ্ছি না। এটাও ঔষধের কুফল। তার পূর্বের ঔষধ বন্ধ করলাম। মাত্র সাতদিনের ঔষধে কুফল নষ্ট করা হয়। তিনি সুস্থ্য হয়ে পরে সাক্ষাৎ করে যান।

রোগী আমার এক ঘনিষ্ঠজন, রাজশাহীর এক ডাক্তার অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রেসারের ঔষধ দিয়েছেন, রাতে খেয়েছে। সকালে দেখা গেলো সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে। আবার রাজশাহী গমন। অন্য ডাক্তার, তিনি বললেন এই ঔষধে শরীর ফুলে গেছে। ডাক্তার সাহেবকে বলা হলো– আপনারা Medicine Specialist, তারপরেও যদি এমন অবস্থা হয়! ডাক্তার বললেন অনেক ঔষধেই ভেজাল। এই রোগীরই কিডনীতে টিউমার ধরা পড়ে। অপারেশন করা হয়। টিউমারের রেজাল্ট এলো- তাতে ক্যানসার জীবানু আছে, কিন্তু শরীরে নেই। আলহামদুলিল্লাহ্, ভালো কথা। তবু ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন ক্যানসারের এই ঔষধ সকাল + রাত সেবন করতেই হবে এবং চলবে। প্রচুর দাম। এক সময় ভারতে গিয়ে দেখানো হলো। চিকিৎসক বলেন, শরীরে ক্যানসার জীবানু নেই। তবে ঔষধ কেন খাবে? দেশীয় ডাক্তারের উক্তি হলো ঔষধ চলবেই। ৬ মাসের ভিতরে রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। চর্মরোগ এবং শ্বেতরোগ। ঔষধ বন্ধ করা হলো। হোমিও দিয়ে কুফল নষ্ট করা হলো। রোগী আজও মহান আল্লাহর রহমতে ভালো আছে।

২০০১ ও ২০০২ জয়পুরহাট হাসপাতালে পরপর ২ বছর স্বাস্থ্যমেলা হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আনোয়ার আলী। আমি ছিলাম অর্থ উপকমিটির আহবায়ক। Medicine Specialist বললেন, আপনাদের হোমিও ঔষধে আস্থা কতখানি? বললাম বিটি (বর্তমানে নেই) এবং জার্মানী ঔষধে শতভাগ আস্থা আছে। এছাড়া দেশীয় ঔষধে কোম্পানী ভেদে ৭০/৮০ ভাগ আস্থা রয়েছে। তিনি এ কথা শুনে রীতিমত হতবাক! বিস্ময়ের সুরে বললেন, আমরা only 20/30% আস্থা রাখতে পারি। আবার কোনোটাতে জীরো অবস্থা। ভাবা কি আর যায়?

জয়পুরহাটের ঔষধ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তার দোকানে বসে ক্যাপসুল ভাংছেন। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমার এক রোগীকে ৪ দিন থেকে এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল দিয়েও জ্বর সারাতে পারছি না। তাই ক্যাপসুল ভেঙ্গে দেখছি যে ক্যাপসুলের ভিতরে কোনো প্রকার ঔষধ নেই। শুধু গমের আটা ভরা। তাহলে একটু ভাবুন হীতের বিপরীত হবে না তো কি হবে?

ঔষধেই জীবন, ঔষধেই মরণ। কারণ– ১) ব্যবস্থাপনা পত্রে ঔষধের পরিমাণ বেশি। ২) ঔষধে ভেজাল। ৩) সর্বক্ষেত্রে অসততা। ৪) ঔষধের প্রতি মোহগ্রস্থ হওয়া।

আপনাদের রান্নাঘর একটি হাসপাতাল। রান্না ঘরের সকল মসল্লাই রোগ নিরাময়ের মোক্ষম পন্থা। Facebook এবং Youtube-এর মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

ডায়রিয়া হলে একট দেশীয় পিয়াজ খাবেন। কয়েক সেকেন্ডে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হবেন। তার প্রমাণ বন্ধুবর লুৎফর রহমান সরকার। এই টিপস শত শত লোক গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তবে সাবধান! যদি ভালো না হয় তাহলে ধরেনিতে হবে যে, নিপা ভাইরাস ও টাইফয়েডযুক্ত ডাইরিয়া হয়েছে। তখন অবশ্যই তাকে হাসপাতালের সহযোগিতা নিতে হবে।

**স্বাস্থ্যনীতিগুলো আমাদের অবশ্যই অনুকরণীয়:** ১) মানুষ বাঁচার জন্য খায়, খাওয়ার জন্য মরে। ২) নিয়ন্ত্রিত জীবন, আনন্দ ভুবণ। ৩) সুস্থতায় জীবন, জীবন মানেই স্বপ্ন, স্বপ্নই কর্মের প্রেরণা। ৪) ভালো স্বাস্থ্য ভালো দাঁতের ওপর নির্ভরশীল। ৫) স্বাস্থ্যই সম্পদ, চিকিৎসায় নিরাপদ, অবহেলায় মহাবিপদ। ৬) নিয়মিত ঘুম, নিয়মিত গোসল, নিয়মিত খানা, অসুখ হবে না। ৭) মায়াজম সকল রোগের জননী। (মায়াজম হচ্ছে অবৈধ যৌনচারের কুফল)। ৮) মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষয় করে, পরবর্তীতে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করে। ৯) পরীমিত খাও, জীবন বাঁচাও। ১০) Life style পরিবর্তন করো, ঔষধ ছাড়াই জীবনরক্ষা করো।

স্বাস্থ্যনীতিগুলো আমরা যদি প্রতিটি মুহূর্তে অনুকরণ করি তাহলে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে ৯০% লোক নিরাপদে থাকবে। সর্বদাই গুরুপাক ভোজন, অতিভোজন, চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ, ঝাল ও তৈলাক্ত খাবার, লবণ সংরক্ষিত খাবার, কমল পানীয়, সাদা আটা, চিনি ও লবণ, অতি রাত জাগরণ, বিলম্বে ঘুম থেকে জাগা, অলস জীবন, মাদকাসক্ত, অনিয়মিত, আহার-বিহার, ছন্নছাড়া জীবন, যখন তখন নানান ঔষধ সেবন, অবৈধ যৌনাচার, সৎসঙ্গ না পাওয়া, হাইপার টেনশন, ঘুমের ঔষধ সেবন এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবন এই সবই রোগের কারণ। ডায়াবেটিস ও প্রেসার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলে অনেকটাই সুস্থ্য থাকবে। তাই আমরা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করি। আল্লাহকে ভয় করি এবং সুস্থ্য থাকি।

# الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

## ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

**জিজ্ঞাসা (০১):** *আমি স্ত্রী ও দু'টি ছোট সন্তান নিয়ে তুরস্কে বসবাস করছি এবং এখানে PhD করছি। আমার স্ত্রী বর্তমানে আবার গর্ভবতী হয়েছেন যার গর্ভকাল প্রায় ৬ সপ্তাহ। দু'টি ছোট সন্তানকে সামলানোই বর্তমানে আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের অন্য কেউ নেই, যারা সন্তানদের দেখাশোনায় আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আমরা এই সময়ে আরেকটি সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করিনি। আমাদের ৬ মাসের শিশুর যত্ন, পরপর গর্ভধারণ, তুরস্কে একা থাকা এবং আমার PhD'র কারণে আমাদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক চাপ অনেক বেশি। বিশেষ করে আমার স্ত্রী এখনও ভালোভাবে সুস্থ্য হয়ে উঠেনি। আমরা জানতে চাই– ১. এই পরিস্থিতিতে ১২০ দিনের আগে বিশেষ করে বর্তমান প্রায় ৬ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায়, গর্ভপাত করা কি শরিয়তসম্মত? ২. দু'টি ছোট সন্তান থাকা, তাদের দেখাশোনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাওয়া, পরপর গর্ভধারণ এবং বিদেশে কোনো পারিবারিক সহযোগিতা না থাকা –এসব কি শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ওজর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? আমাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দিলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হব।* মোঃ মোহিবুল্লাহ, খাড়াটিয়া, বুড়িচং, কুমিল্লা।

*জবাব:* দু'টি ছোট সন্তান থাকা, তাদের দেখাশোনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাওয়া, পরপর গর্ভধারণ এবং বিদেশে কোনো পারিবারিক সহযোগিতা না থাকা-এসব শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ওজর হিসেবে বিবেচিত হয় না। তবে যদি বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তার একথা বলেন যে, উক্ত সন্তানের কারণে মায়ের বড় কোনো ক্ষতি হবে তাহলে সেটাকে শারঈ ওজর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ শরিয়ত সন্তানের জন্য মায়ের ক্ষতি করাকে অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "কোনো মাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না"– *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৩)*। *(ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১৪৬৯১২)*

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, আপনার গর্ভস্থ ভ্রূণকে নষ্ট করা শরিয়তসম্মত হবে না। চাই ভ্রূণের বয়স ৪০ দিন হোক বা কম হোক বা বেশি।

মূলনীতি হলো– গর্ভপাত করা হারাম। অতএব, বিশেষ কিছু পরিস্থিতি ব্যতীত গর্ভপাত করা বৈধ নয়। বিশেষ পরিস্থিতিগুলো হলো–

১. গর্ভস্থ সন্তানকে গর্ভে রাখার কারণে মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকলে, অথবা এর কারণে মা এমন অত্যধিক ও অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হলে, যা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

২. যদি নির্ভরযোগ্য একটি মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভস্থ সন্তানের গুরুতর জন্মগত ত্রুটি বা বিকৃতি রয়েছে, যাতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে বিদ্যমান মানবীয় চিকিৎসা-সামর্থ্যের মাধ্যমে সেই ত্রুটি নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনা না থাকে বা যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মায়ের গর্ভে থাকা ভ্রূণ মারা গেছে।

তবে উপরোক্ত সব ক্ষেত্রেই একটি শর্ত রয়েছে– গর্ভপাতটি ভ্রূণের মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দেওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ- গর্ভধারণের ১২০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে হতে হবে। আর রূহ্ ফুঁকে দেওয়ার পর গর্ভপাত করা অত্যন্ত গুরুতর কবিরা গুনাহ; কারণ এর মধ্যে অন্যায়ভাবে একটি প্রাণ হত্যা করার বিষয় রয়েছে। *(ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১৩৩১৭)*

**জিজ্ঞাসা (০২):** *আমি বিয়ে করেছি ১ বছর ৬ মাস বা এর একটু বেশি হবে। বিয়েটা করেছিলাম আমার মা বাবাকে না জানিয়ে। কিন্তু আমার স্ত্রীর মা বাবা জানত কিনা জানি না। আমরা বিয়ে করেছি একটি উকিলের কাছে, ওইখানে কাজীও ছিল। আর আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে ওর বোন ছিল, ওর খালা ছিল, আর আমার পক্ষে ওইখানের মানুষ। পরে বিয়ে করে ওদের বাসায় চলে আসলে ওরা মেনে নেয় এবং আমার হাতে তুলে দেয়। এর কয়েকদিন পর জানা গেল ওই উকিল কাবিন দিচ্ছে না। এরপর আমার ভাই আর আমার দুলাভাই এবং ওর বাবা আর আরেকজন সাক্ষী মিলে পুনরায় কাবিন করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো– ওই সময় কাজী আমাদেরকে কবুল বলার জন্য বলেনি। এতে কি কোনো সমস্যা হবে?* ফকরুল ইসলাম, পাহাড়তলি, চিটাগাং।

*জবাব:* শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার প্রথম বিবাহ বিশুদ্ধ হয়নি। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নারীর ওলী তথা অভিভাবক থাকা আবশ্যক। বোন বা খালা মেয়ের অভিভাবক হতে পারে না। মেয়ের ওলী ছাড়া বিয়ে হওয়ায় তা বাতিল– ***(আবূ দাঊদ- ২০৮৩, ২০৮৫, সহীহ)***। তবে আপনি উল্লেখ করেছেন, পরে মেয়ের পরিবার মেনে নিয়ে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। যদি উক্ত তুলে দেওয়া শুধু আদান প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকে কোনো কিছু উচ্চারণ ছাড়াই। যেমন- আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম বা বিয়ে দিলাম বা এ জাতীয় কোনো শব্দ ছাড়াই তাহলেও বিয়ে শুদ্ধ হয়নি। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত।

আবার ২য়বার কাবিনের সময়ও যদি একই রকম হয় তথা শব্দ আদান প্রদান করা হয়নি তাহলে এটাও বিশুদ্ধ হয়নি। তবে যদি এমন কোনো শব্দ আদান প্রদান করা হয়ে থাকে যা দ্বারা বিয়ে দেওয়া বুঝায় তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ।

শায়খ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "মূলনীতি হলো– সমস্ত চুক্তি প্রচলিত রীতির দৃষ্টিতে যে পদ্ধতিতে চুক্তি সংগঠিত হয়েছে বলে গণ্য হয়, সে পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়ে যায়। তা প্রচলিত নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোনো শব্দের মাধ্যমে হোক। এটি বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আবার বিবাহ ছাড়া অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটিই সঠিক মত। আর এটিই শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)'র মনোনীত মত।" *(আশ-শারহুল মুমতি'- ১২/৪০)*

তবে সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন করে বিয়ে পড়ালেই ভালো। মেয়ের অভিভাবক বলবে, আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম এবং আপনি বলবেন, "আমি কবুল করলাম।" তাহলেই হবে। *(ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ৩৭৯০৩১)*

**জিজ্ঞাসা (০৩):** ***নিজের স্ত্রীকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান শোনানো যাবে?*** *আমিনুল ইসলাম, আকুয়া, ময়মনসিংহ।*

***জবাব:*** যাবে না। কেননা ইসলামে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হারাম। বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার দলিল: হাদীসে এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" *(বুখারী: ৫৫৯০)*

এখানে المعازف (আল-মা'আযিফ) দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে এগুলোকে মদ ও ব্যভিচারের মতো হারাম বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে একদল মানুষ এগুলোকে হালাল মনে করবে। এটাই বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান দলিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাবার্তা ক্রয় করে, যা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।" *(তাফসীর ইবনু মাস'উদ- সূরা লুক্বমা-ন: ৬)*

সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন: "সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই –এর অর্থ হলো গান।"

তাঁর কাছ থেকে لهو الحديث দ্বারা গান বোঝানোর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। *(তাফসীর ইবনু কাসীর- সূরা লুক্বমা-ন: ৬)*

একই ব্যাখ্যা ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বসরি প্রমুখ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। *(দেখুন: তাহরীমু আলাতিত-তারাব- লেখক: মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ])*

**জিজ্ঞাসা (০৪):** ***বর্তমানে Ai দিয়ে বিজ্ঞাপন, ফানি ভিডিও, কার্টুন ইত্যাদি আরো বিভিন্ন উপায়ে কাজের ক্ষেত্রে ভিডিও বানিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। এই উপায়ে ভিডিও বানালে অনেকসময় যে সিন বা মানুষ প্রদান করা হয় তা আদৌ কোথাও আছে কিনা এই বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। এখন প্রশ্ন হলো– Ai দিয়ে কি কোনো ভিডিও বানানো যাবে বা বানালেও কোনগুলো বানানো যাবে, নিজের ছবি ব্যবহার করে বানানো যাবে কী?*** *হাবিবুর রহমান ভুলতা, গাউছিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

***জবাব:*** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে বিনোদনমূলক কিংবা অন্যান্য ভিডিও তৈরি করতে কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি তাতে মানব চরিত্র থাকলেও সমস্যা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওগুলোতে কোনো হারাম বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকে। যেমন- নাস্তিকতা বা অশ্লীলতা, অন্যদের নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করা অথবা মেধাস্বত্বের অধিকার লঙ্ঘন করা। যেমন- এমন ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা যারা তা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। একইভাবে, দর্শককে এমনভাবে বিভ্রান্ত করাও যাবে না যে, সে মনে করবে ভিডিওটি বাস্তব ও সত্যিকার ঘটনা অথচ সেটি AI-এর মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। *(ইসলাম ওয়েব সাইট- ফাতাওয়া নং- ৫১৯৯২৮)*

AI দিয়ে মানব চরিত্রসহ ভিডিও তৈরি করা মূলত জায়িয। অর্থাৎ- শুধু "ভিডিওতে মানুষ আছে" বা "AI-এর তৈরি মানুষ বাস্তবে কোথাও নেই" এ কারণে ভিডিও হারাম হবে না। তবে ভিডিওতে যদি কোনো স্বতন্ত্র শরয়ি নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে তা হারাম হবে। যদিও কিছু বিজ্ঞ আলেমদের মতে, Ai দিয়ে ছবি বা ভিডিও তৈরি করা যাবে না। তবে যদি উক্ত ছবি অপূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে সমস্যা নেই।

"কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)'র মাধ্যমে ছবি আঁকা, যেখানে কোনো ব্যক্তি ডিভাইসকে কোনো একটি বিষয় আঁকার নির্দেশ দেয় এবং ডিভাইসটি তার নির্দেশ অনুযায়ী তা অঙ্কন করে এটিও ছবি আঁকারই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কেউ কলম দিয়ে নিজে ছবি আঁকুক কিংবা কম্পিউটারের মাধ্যমে আঁকুক অথবা নিজে আঁকুক কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্যে আঁকুক এগুলোর মধ্যে (মূল হুকুমের দিক থেকে) কোনো পার্থক্য নেই।" তবে যদি ছবিটি অসম্পূর্ণ হয় অথবা ছবির এমন কোনো অংশ কেটে ফেলা হয়, যা বাদ দেওয়ার পর প্রাণীটি আর বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন- অর্ধেক ছবি, তাহলে তা বৈধ। ইবনু কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যদি ছবির মাথা কেটে ফেলা হয়, তাহলে (ছবি তৈরির) নিষেধাজ্ঞা দূর হয়ে যায়।" ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: 'ছবি হলো মাথা, অতএব মাথা কেটে ফেলা হলে তা আর ছবি থাকে না।' ইকরিমা থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: 'জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বললেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে দরজার কাছে থাকা কিছু মূর্তি, ঘরের ভেতরে থাকা ছবিযুক্ত পর্দা এবং একটি কুকুর। তাই দরজার কাছে থাকা মূর্তিটির মাথাটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, তাহলে সেটি গাছের আকৃতির মতো হয়ে যাবে। আর ছবিযুক্ত পর্দাটি কেটে দু'টি ব্যবহৃত কুশন বানানোর নির্দেশ দিন, যেগুলো পায়ের নিচে রাখা হবে...।' অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা-ই করলেন। আর যদি ছবির এমন কোনো অংশ কেটে ফেলা হয়, যা বাদ দেওয়ার পর প্রাণীটি বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন- তার বুক বা পেট; অথবা এমনভাবে করা হয় যে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা থাকে। তাহলে তা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ওই অংশটি বাদ দেওয়ার পর ছবিটি আর টিকে থাকে না; এটি মাথা কেটে ফেলারই অনুরূপ। কিন্তু যে অংশটি বাদ দিলেও প্রাণীটি বেঁচে থাকতে পারে। যেমন- চোখ, হাত বা পা। তা বাদ দেওয়া হলে ছবিটি নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে। অনুরূপভাবে, শুরু থেকেই যদি এমন একটি দেহের ছবি তৈরি করা হয় যার মাথা নেই, অথবা এমন একটি মাথা যার দেহ নেই, অথবা এমন মাথা বানানো হয় যার অবশিষ্ট দেহ কোনো প্রাণীর আকৃতির নয়, তাহলেও তা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ সেটি কোনো প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। *(আল-মুগনী'- ৭/২১৬; ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ৪৩২৫৫৬)*

**জিজ্ঞাসা (০৫):** ***ব্যাংকের সুদের টাকা কি কোনো ইসলামিক সংস্থায় ব্যবহার করা যাবে? যেখানে ওইসব টাকা দিয়ে ইফতার, গরিবদের শীতের চাদর, ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতার প্রাইজ দেওয়া হয়।***

*পিন্টু শেখ*
*মুর্শিদাবাদ, ভারত।*

***জবাব:*** নেকির নিয়ত ছাড়া দেওয়া যাবে বা জনকল্যাণমূলক কাজে গরিব মিসকিনকে কোনো বিনিময় ছাড়া দেওয়া যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। তাবে ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা প্রাইজ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যার কাছে সুদ থেকে অর্জিত অর্থ রয়েছে এবং সে তা থেকে মুক্ত হতে চায়, সে বিভিন্ন ধরনের সৎকাজে তা ব্যয় করবে। আর যে দাতব্য সংস্থাগুলো মুসলিমদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করে। সুতরাং এসব অর্থ গ্রহণ করা এবং তা দিয়ে সংস্থার কার্যালয়/ভবন নির্মাণ করা কিংবা অন্যান্য সৎকাজে যেমন- মাদ্রাসা নির্মাণ করা অথবা দরিদ্র ও মিসকিনদের সহযোগিতা করতে কোনো অসুবিধা নেই।

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: 'তোমার কাছে যে অর্থ পেশ করা হয়েছে, যা সুদের মাধ্যমে উপার্জিত হয়েছে তা তোমার প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করার জন্য গ্রহণ করা অথবা তা দরিদ্রদের সাদাক্বাহ্ করা কিংবা তা দিয়ে কোনো বিদ্যালয় নির্মাণ করা –এতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই। কারণ গুনাহ সেই ব্যক্তির ওপর, যে এই অর্থ উপার্জন করেছে। অতঃপর তারা যদি এই অর্থ নিজেদের থেকে দূর করার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করার উদ্দেশ্যে বের করে দেয়, তাহলে তারা এর মাধ্যমে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে এবং তাদের দায়মুক্তি হবে। আর যদি তারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে (সাধারণ) সাদাক্বাহ্ হিসেবে তা প্রদান করে, তাহলে তা তাদের পক্ষ থেকে কবুল হবে না এবং এর মাধ্যমে তাদের দায়মুক্তিও হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই অর্থ গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে কোনো অসুবিধা নেই'– *(মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল ইবনু উসাইমীন- ১৮/৪৭১)*। তবে উক্ত মাল থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

**জিজ্ঞাসা (০৬):** ***আমার এক বান্ধবী তার পাশের বাসার প্রতিবেশীর ৪/৫ বছরের বাচ্চা ছেলের আচরণে খুবই চিন্তিত। বাচ্চাটার মধ্যে একটি খারাপ অভ্যাস ছিল যে, বাচ্চাটা তার মায়ের স্তন রীতিমত touch, squeeze (sorry to say) করতো (আসতাগফিরুল্লাহ)। ছেলেটির মা তেমন কিছুই বলতো না বলে ছেলেটি আমার বান্ধবীর সাথেও তেমন করার চেষ্টা করতে থাকে। একদিন বান্ধবি ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ উঠে দেখে বাচ্চাটি তার breast touch, এমনকি nipple suck করছে। আমার বান্ধবীর ধারণা যে, বাচ্চাটির মধ্যে জিন্ আছে, বান্ধবী ভয় পাচ্ছে, এতে কি তার কোনো পাপ হবে? যদিও বাচ্চা খুবই ছোট এবং সাবালক নয়।***

*ইকবাল হোসেন, খিলগাঁও, ঢাকা।*

***জবাব:*** আপনার বান্ধবীর ইচ্ছায় উক্ত কাজ সংঘটিত না হওয়ায় তিনি পাপী হবেন না। তবে তিনি যদি এতে আনন্দ অনুভব করেন বা নিজ ইচ্ছায় করান তাহলে পাপী হবেন, যদিও ছোট হয়। মহান আল্লাহর বাণী,

"আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)*

**জিজ্ঞাসা (০৭):** ***আমি দীর্ঘদিন ধরে তাহাজ্জুদ আদায় করি ও মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি উত্তম একটি বিবাহর জন্য। কিন্তু বারবার যে আমার তাকদীরে নেই তারা আসছে এবং আমার পর্দা ভঙ্গ হচ্ছে। আমি খাস পর্দা করতে চাই। কিন্তু নন-মাহারাম দেখতে আসলে আমাকে তাদের সামনে যেতে হয়, ছবি দিতে হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আমি দু'আ করার পরও আমার দু'আর বিপরীত পরিস্থিতি সামনে আসছে কেন? এতে কি মহান আল্লাহর কোনো গোপন হিকমত লুকিয়ে আছে? দয়া করে আমার মন শান্ত করার মতো একটি সমাধান দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে।***

*এক দ্বীনি বোন, নরসিংদী।*

*জবাব:* প্রথমে মনে রাখবেন যে, আপনার দু'আর বিপরীত কোনো ঘটনা ঘটছে মনে হলেই এটা মনে করা যাবে না যে, আপনার দু'আ কবুল হচ্ছে না। কারণ দু'আর ফল কীভাবে ও কখন আসবে, তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"হতে পারে তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করো অথচ তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৬)*

আপনি যে ব্যক্তিদের "আমার তাকদিরে নেই" মনে করছেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের ব্যাপারে আপনার কোনো গায়েবি জ্ঞান নেই। কে আপনার তাকদিরে আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কোনো প্রস্তাব আসা মানেই সে আপনার জন্য নির্ধারিত নয় এমন নয়। প্রস্তাব আসতে পারে, এরপর যাচাই-বাছাই ও ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণকর করবেন তাকে গ্রহণ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো মুসলিম দু'আ করলে যদি তাতে গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় না থাকে। আল্লাহ তাকে তিনটির একটি দান করেন: দু'আ কবুল করেন অথবা অনুরূপ অকল্যাণ দূর করেন অথবা আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করেন– *(আহমাদ- ১১১৩৩; তিরমিযী- ৩৫৭৩)*। তাই তাহাজ্জুদ ও দু'আ চালিয়ে যান এবং হতাশ হবেন না। আর পর্দার ব্যাপারে যথাসাধ্য শরিয়ত মেনে চলার চেষ্টা করুন। পাত্রপক্ষের জন্য দেখা করার অনুমতি থাকলেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে নন-মাহারামের সামনে উপস্থিত হওয়া বা ছবি প্রচার করা জরুরি নয়। পরিবারকে সুন্দরভাবে বোঝান এবং সম্ভব হলে কোনো দ্বীনদার মাহারাম/আলেমের সহযোগিতা নিন। আর মহান আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য নিম্নোক্তভাবে দু'আ করা উত্তম হবে–

"হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, তাকে আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্ধারণ করুন এবং তার পক্ষ থেকে উত্তম ও বরকতময় প্রস্তাবের ব্যবস্থা করুন। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য অকল্যাণকর, তাকে আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমার পর্দা ও সম্মান হেফাজত করুন।"

**মনে রাখবেন–** দেরি হওয়া মানেই দু'আ প্রত্যাখ্যাত হওয়া নয়। আপনি আপনার রবের ওপর ভরসা রাখুন। তিনি আপনার চেয়ে আপনার জন্য কী কল্যাণকর তা বেশি জানেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য উত্তম, দ্বীনদার ও বরকতময় জীবনসঙ্গী নির্ধারণ করুন এবং আপনার পর্দা ও ইজ্জত হেফাজত করুন –আমীন।

**জিজ্ঞাসা (০৮):** ***কোনো উপায় না পেয়ে/পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে যদি ব্যাংক থেকে লোন নেয় তার পাপ মুক্তির বিধান কী?***

*মোঃ রাশিদুল ইসলাম*
*বেহালাবাড়ী, বল্লা, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।*

*জবাব:* যদি ব্যাংক থেকে নেওয়া লোনটি সুদভিত্তিক (রিবা) হয়, তাহলে শুধু "উপায় ছিল না" বললেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈধ হয়ে যায় না। তবে যদি কেউ সত্যিই বাধ্য হয়ে সুদভিত্তিক ঋণ নিয়ে থাকে। যেমন- জীবন রক্ষা, চিকিৎসা বা অনুরূপ চরম জরুরি পরিস্থিতি। তাহলে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না। *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৭৩)*
শুধু ব্যবসা করা, বাড়ি/গাড়ি কেনা বা আর্থিক সুবিধা পাওয়া সাধারণত "জরুরত" হিসেবে গণ্য হয় না। আর যদি লোন নেওয়ার সময় হারাম হওয়া জানা না থাকে, পরে জানতে পেরে তাওবাহ্ করে এবং আর না করার সংকল্প করে, তাহলেও আল্লাহ মাফ করবেন ইন্ শা-আল্লাহ। *(সূরা আয্-যুমার: ৫৩)*

**পাপ থেকে মুক্তির উপায়:**

**১. আন্তরিক তাওবাহ্ করা:** আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবাহ্ করো।" *(সূরা আত্-তাহ্রীম: ৮)*

**২. সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা:** সম্ভব হলে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করে সুদের চুক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। তবে এমনভাবে পরিশোধ করা যাবে না, যাতে নিজের বা পরিবারের মৌলিক জীবনযাত্রায় অসহনীয় ক্ষতি হয়।

**৩.** ভবিষ্যতে আর সুদের চুক্তিতে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা।

**৪. বেশি বেশি ইস্তিগফার ও নেক 'আমল করা:** আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই সৎকর্মগুলো অসৎকর্মগুলোকে মুছে দেয়"– *(সূরা হূদ: ১১৪)*। রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করে, সে এমন যেন সে কোনো গুনাহই করেনি।" *(ইবনু মাজাহ্- ৪২৫০)*

**জিজ্ঞাসা (০৯):** ***এক বর্ণনায় এসেছে– "যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম"– (সহীহ মুসলিম- হা. ২০০৩; সুনান আবূ দাউদ- ৩৬৮১; জামে' আত্ তিরমিযী- ১৮৬৫)। চা আর ইয়াবার প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্যাফাইন। তাহলে চা হালাল। কিন্তু ইয়াবা হারাম কেন?***

*ফাহিম মাহমুদ, হাজারিবাগ, ঢাকা।*

*জবাব:* চা ও ইয়াবার প্রধান উপাদান একই নয়। চায়ে ক্যাফেইন থাকে, কিন্তু ইয়াবার প্রধান মাদকীয় উপাদান সাধারণত মেথামফেটামিন (methamphetamine), এতে উচ্চমাত্রায় ক্যাফেইন মিশ্রিত থাকে, যা মেথামফেটামিনের ক্ষতিকর প্রভাব ও উত্তেজনাকে আরো তীব্র ও বিপজ্জনক করে তোলে।

তাহলে *চা হালাল, ইয়াবা হারাম কেন?*
শরিয়তের হুকুম শুধু একটি উপাদান একই আছে কি না এর ওপর নির্ভর করে না; বরং কোন বস্তু মানুষের ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা লক্ষ্য করা হয়।

**১.** ক্যাফেইন নিজে মাদকদ্রব্য নয়। স্বাভাবিক পরিমাণে চায়ের ক্যাফেইন সাধারণত মানুষকে মাতাল বা বোধশক্তিহীন করে না। তাই চা মূলত হালাল।

**২.** ইয়াবা বোধশক্তি ও মস্তিষ্কের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ইয়াবার মেথামফেটামিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে তীব্রভাবে উত্তেজিত করে এবং আসক্তি, মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এটি হারাম।

আল্লাহ বলেন: "তিনি তাদের জন্য অপবিত্র/ক্ষতিকর বস্তুসমূহ হারাম করেন।" *(সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "প্রত্যেক নেশাদ্রব্য হারাম।" *(মুসলিম- ২০০৩)*

এছাড়া ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো– "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতির প্রতিশোধ হিসেবে ক্ষতিও করা যাবে না।" *(ইবনু মাজাহ্- ২৩৪০)*

**একটা উদাহরণ লক্ষ্য করুন:** পানি ও বিষ দু'টির মধ্যেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, কিন্তু দু'টোর হুকুম এক না। কারণ শুধু একটি উপাদান নয়, পুরো পদার্থের গঠন ও প্রভাব বিবেচনা করা হয়। তেমনি চা ও ইয়াবা। চায়ের মধ্যে সামান্য ক্যাফেইন থাকা এবং ইয়াবার মধ্যে ক্যাফেইন থাকা –এ কারণে দু'টির হুকুম এক হবে না। *(দেখুন: রিসালাতুন ফিশ-শায়ি ওয়াল-কাহওয়াতি ওয়াদ-দুখান- লেখক: শাইখ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী [রাহিমাহুল্লাহ])*

**জিজ্ঞাসা (১০):** *শেষ মাসিক হওয়ার ৫ দিন পরই আমি জানতে পারি যে আমি গর্ভবতী। বর্তমানে আমার শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, আমি আর কোনোভাবে এই গর্ভাবস্থা সামলাতে পারছি না। আমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়, সারাক্ষণ বমি বমি ভাব থাকে এবং প্রায়ই বমি হয়, সারা শরীর জ্বলে যায়, শরীরের ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে –এমন অনুভূতি হয়, শরীর খুব দুর্বল লাগে, পেটের ভেতর প্রচণ্ড চাপ ও অস্বস্তি হয়, মাঝে মাঝে মনে হয় পেটটা যেন ফেটে যাবে, আমার হিমোগ্লোবিনও মাত্র ৯। আমার আরো দু'টি ছোট বাচ্চা আছে। আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থার কারণে আমি তাদের ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারছি না, এমনকি তাদের প্রয়োজনমতো খাবারও দিতে পারছি না। নিজের শরীর সামলানোই আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি গর্ভপাত করার চিন্তা করছি। নিজের কোনো ক্ষতি হলেও হয়তো বাচ্চাটা নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিতাম না। কিন্তু আমার সঙ্গে আরো দু'টি ছোট্ট শিশুর জীবন জড়িয়ে আছে। এই চিন্তাটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি অসহায় করে তুলছে। আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি এবং কোনো হারাম কাজ করতে চাই না। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, আমি বুঝতে পারছি না কী করব। তাই আমার এই পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে দয়া করে আমাকে শরিয়তের সঠিক পরামর্শ দেবেন। এই অবস্থায় গর্ভপাত করা জায়িয হবে কিনা এবং আমার জন্য কী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আমি আপনার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শের অপেক্ষায় থাকব।* *তানজিনা আক্তার, চাঁদপুর।*

**জবাব:** গর্ভপাত কেবল দু'টি অবস্থায় জায়িয হবে–

**প্রথমতঃ** যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মায়ের গর্ভে থাকা ভ্রূণ মারা গেছে বা গর্ভস্থ সন্তানের গুরুতর জন্মগত ত্রুটি বা বিকৃতি রয়েছে, যাতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে বিদ্যমান মানবীয় চিকিৎসা-সামর্থ্যের মাধ্যমে সেই ত্রুটি নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

**দ্বিতীয়তঃ** গর্ভস্থ সন্তানকে গর্ভে রাখার কারণে মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকলে অথবা এর কারণে মা এমন অত্যধিক ও অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হলে, যা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

এই বিধান গর্ভস্থ ভ্রূণের সব পর্যায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য চল্লিশ দিনের পূর্বে হোক অথবা পরবর্তী সময়ে।

আপনার অবস্থা যদি দ্বিতীয়টি হয় এবং মুসলিম বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলে, গর্ভধারণ আপনার জন্য নিশ্চিত ক্ষতির কারণ তাহলে যেকোনো সময় গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করা যাবে ইন্ শা-আল্লাহ– *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৮৬, ১৯৫, ২৩৩)*। তাই আপনি একাধিক মুসলিম বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনার বিষয়টা সহজ করুন –আমীন।

**জিজ্ঞাসা (১১):** *আমি একটি রাজস্ব খাতভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। রাজস্ব খাতভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির নিয়ম হলো– চাকরি কাল ২ বছর হওয়ার পর বাধ্যতামূলকভাবে জিপিএফ একাউন্ট খোলতে হয়। যে একাউন্টে প্রতিমাসে আমার বেতন থেকে টাকা কেটে রাখবে। এই জিপিএফ একাউন্টে মূল বেতনের সর্বনিম্ন ৫% ও সর্বোচ্চ ২৫% টাকা কর্তন করা যাবে (উদাহরণস্বরূপ আমার মূল বেতন ২০ হাজার টাকা তাহলে আমি সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কর্তন করতে পারব প্রতি মাসে)। একাউন্ট খোলার সময় আমার কাছে দু'টি অপশন থাকবে, জমানো টাকার বিপরীতে বছর শেষে আমি মুনাফা নিব? হ্যাঁ অথবা না। উল্লেখ যে, একটি নির্দিষ্ট টাকা পর্যন্ত মুনাফা ১৩%। জিপিএফ একাউন্টে মুনাফা নেওয়া সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক নয়। শুধুমাত্র জিপিএফ একাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক। আমি জিপিএফ একাউন্টের জমানো টাকার বিপরীতে মুনাফা নেই না, আমার কাছে মুনাফা বা সুদ নেয়াটা হারাম মনে হয়। কিন্তু আমার অন্যান্য সহকর্মীগণ বলেন, এই মুনাফা নিলে নাকি কোনো গুনাহ হবে না এটা নাকি জায়িয। এই ব্যাপারে আমাকে সঠিক পরামর্শদানে সহায়তা করুন।*

*মোঃ আজিজুল ইসলাম*
*নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, তক্কার মাঠ।*

**জবাব:** যেহেতু একাউন্ট খোলার সময় আপনার অপশন আছে মুনাফা নেওয়া বা না নেওয়ার তাই উত্তম ও নিরাপদ হচ্ছে আপনি মুনাফা নিবেন না এটাই নির্বাচন করবেন।

আরো স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, সরকার স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে বা লিখে দিচ্ছে, "আপনার জমা এত সুদ এত।" যেখানে সুদ লেখা স্পষ্ট সেটা একজন মুসলিম কিভাবে নিতে পারে। যদিও হানাফী কিছু আলেম বলেন এ অতিরিক্ত অর্থ সুদ হবে না যেহেতু মূল কর্তিত টাকা আপনার হাতে আসেনি যার ওপর সুদ দেওয়া হয়েছে। সুদ হবে যখন নিজ হাতে আসার পর বা উত্তোলনের সুযোগ থাকার পরেও না নিয়ে রেখে দিয়ে মুনাফা গ্রহণ করা।

যাইহোক, যেহেতু সুদ লেখা থাকছে তাই তা না নেওয়ায় উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে নিরাপদ রাখে।" *(বুখারী- ৫২; মুসলিম- ১৫৯৯)*

তবে সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক কর্তিত অংশের অতিরিক্ত নিজ ইচ্ছায় রেখে তার মুনাফা নেওয়া সকলের ঐক্যমতে হারাম। সুতরাং আপনার সিদ্ধান্তই সঠিক ও নিরাপদ।

**জিজ্ঞাসা (১২):** ***আমি সৌদি আরবে আসার পরে ৪ বার 'উমরাহ্ জিয়ারাহ করেছি, প্রথমবার চুল সম্পূর্ণ কেটেছি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার অল্প অল্প করে কেটেছি। কিন্তু ৪র্থ বার ০৮-০৭-২৬ আজ 'উমরাহ্ করেছি। এবার আমি তওয়াফ করার পর সাফা-মারওয়া সাঈ' করার পর যখন বের হয়েছি তখন আমার একটা বন্ধু কল দিয়েছে তার সাথে দেখা করার জন্য আমি তাড়াহুরা করে চুল না কেটে ইহরামের কাপড় খুলে সাধারণ কাপড় পড়ে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছি। যাওয়ার পরে তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া শেষ করে প্রায় ১ ঘন্টা পরে মনে পড়েছে যে আমি চুল কাটি নাই, তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধু আমার চুল কাটার মেশিন দিয়ে মাথার সব জায়গা থেকে অল্প অল্প করে চুল কেটে দিয়েছে। এখন কী আমার 'উমরাহ্ হবে কী, হবে না? অথবা এখন আমার করণীয় কী?***

*আশিক, সৌদি আরব।*

***জবাব:*** আপনার 'উমরাহ্ হয়েছে। কেননা 'উমরাহ্তে চুল কাটা বা মুণ্ডন করা ওয়াজিব। কেউ ভুলে তা ছেড়ে দিলে যখনি স্মরণ হবে তখনি তা সম্পাদন করে ফেললেই হয়ে যাবে, কোনো কাফফারা দিতে হবে না। যেহেতু স্মরণ আসার পর চুল কেটেছেন তাই 'উমরাহ্ হয়ে গেছে। *(ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ৯৫৮৬০)*

**জিজ্ঞাসা (১৩):** ***বিসিএস পুলিশ ক্যাডার (এএসপি) পদে যোগ দেওয়া যাবে? আমার ইচ্ছা আছে সত্যি সত্যিই দেশ ও জাতির সেবা করা।***

*মো. পলাশ*
*সারিয়াকান্দী উপজেলা, বগুড়া।*

***জবাব:*** হ্যাঁ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে ASP হিসেবে যোগ দেওয়া জায়িয হবে, যদি আপনার উদ্দেশ্য সত্যিই মানুষের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও দেশবাসীর সেবা করা হয় এবং আপনি চাকরির মধ্যে হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন। আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন আমানত তার হক্বদারের কাছে পৌঁছে দিতে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করতে।" *(সূরা আন্-নিসা: ৫৮)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।" *(বুখারী- ৭১৩৮)*

অতএব আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মানুষের জান-মাল-ইজ্জত রক্ষা, অপরাধ দমন, নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এসব মূলত বৈধ ও সওয়াবের কাজ। তবে ASP হিসেবে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে– নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার/হয়রানি করা যাবে না। মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করা যাবে না, ঘুষ নেওয়া যাবে না, রাজনৈতিক/ব্যক্তিগত চাপের কারণে যুল্ম করা যাবে না। অন্যায় আদেশ পালন করা যাবে না, ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না।

**যদি চাকরিতে এমন আদেশ আসে যা শরিয়তবিরোধী?**

এখানেই মূল পরীক্ষা চলে আসে। উক্ত অবস্থায় তা পালন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ২)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০৯৮; সহীহ আল-জামি'- হা. ৭৫২০)*

আরেকটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা: "আনুগত্য তো কেবল ভালো ও শরিয়তসম্মত কাজে।" *(বুখারী- ৭১৪৫)*

তাই কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি আপনাকে স্পষ্ট হারাম বা যুল্মের কাজে নির্দেশ দেন, তা পালন করা জায়িয হবে না। প্রয়োজনে চাকরি ছাড়তে হলে চাকরি ছাড়তে হবে। তবে বৈধ সরকারি দায়িত্ব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধী গ্রেপ্তার, তদন্ত ইত্যাদি হারাম নয়।

**জিজ্ঞাসা (১৪):** ***আমি একজন মাদ্রাসার ছাত্র, আমি শার্ট প্যান্ট পড়ি এজন্য মানুষ কটূ কথা বলে। আমি নাকি মাদ্রাসার বদনাম করছি, রাসূল (ﷺ)-কে মানিনা, এই কথাগুলো কতোটুকু সঠিক? আমি তো শালীন জামা কাপড় পড়ি এবং শার্ট প্যান্ট পড়তে আরামবোধ করি, এটা কি আমার নবীর কথা না শুনে তাঁকে অপমান করা হলো?***

*জিসান ইসলাম, সাভার।*

***জবাব:*** না, শুধু শার্ট-প্যান্ট পরার কারণে আপনি রাসূল (ﷺ)-কে অমান্যকারী বা তাঁকে অপমানকারী হয়ে যাবেন এ কথা ঠিক না। যদি পোশাকটি শরিয়তসম্মত ও শালীন হয়। ইসলামে পোশাকের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো– সতর ঢাকা, অহংকার না করা এবং টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে না পরা, রেশম কাপড় না হওয়া, কাফিরের ধর্মীয় পোশাকের সাদৃশ্য না হওয়া, মহিলার পোশাকের মতো না

হওয়া ও হারাম বৈশিষ্ট্য এড়ানো। রাসূল (ﷺ) নির্দিষ্ট কোনো দেশীয় পোশাককে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করেননি। তবে ভারত উপমহাদেশে পায়জামা পাঞ্জাবি আলেমদের পোশাক হিসেবে পরিচিত তাই তা পরা নিঃসন্দেহে উত্তম। কেউ তা না পরলে তাকে সরাসরি "রাসূল (ﷺ)-কে মানে না" বা "রাসূল (ﷺ)-কে অপমান করে" বলা ঠিক নয়। আল্লাহর বাণী, "বলুন, আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিক সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?" *(সূরা আল-আ'রাফ: ৩২)*

রাসূল (ﷺ) বলেন, "তোমরা খাও, পান করো, পোশাক পরো এবং দান করো; তবে অপচয় ও অহংকার ছাড়া।" *(নাসায়ী- ২৫৫৯, সহীহ)*

**জিজ্ঞাসা (১৫):** ***যোহরের সালাতে আমি প্রথম রাকআতে জামা'আতে একটু দেরিতে যোগ দিয়েছিলাম এবং আমি সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ শুরু করার আগেই ইমাম সাহেব রুকূ'তে চলে গেলেন। অর্থাৎ- আমি 'আল্লাহু আকবার' বলার পর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম' বললাম, এরপরই তিনি রুকূ'তে চলে গেলেন। সালাতটি কি শুদ্ধ হলো?***

*লুবাবা বিনতু আব্দুর রহমান*
*২৪০/এ, লালবাগ রোড, ঢাকা।*

***জবাব:*** সালাত শুদ্ধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ। সূরা আল-ফাতিহাহ্ সালাতের প্রত্যেক রাকআতে ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী সবার জন্যই রুকন (অপরিহার্য অংশ)। এটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত। এর দলিল নবী (ﷺ)-এর বাণী: "যে ব্যক্তি এমন সালাত আদায় করল, যাতে সে উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহাহ্) পড়েনি, তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ, পূর্ণ নয়।" তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন। *(মুসলিম- ৩৯৫)*

তবে এর ব্যতিক্রম হলো– মাসবুক ব্যক্তি, অর্থাৎ- যে ব্যক্তি দেরিতে জামা'আতে এসে ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায়। শায়খ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"আমরা যে মতটি উল্লেখ করেছি অর্থাৎ- প্রত্যেক সালাত আদায়কারীর ক্ষেত্রে, ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী সবার জন্য সূরা আল-ফাতিহাহ্ পড়া। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো মাসবুকের বিষয়টি। অর্থাৎ- সে যখন ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায়, অথবা ইমামকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পায় কিন্তু সূরা আল-ফাতিহাহ্ পড়ার সুযোগ পায় না। শরয়ি দলিলসমূহ এ মতেরই প্রমাণ বহন করে।" এর দলিল আবূ বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীস। *(বুখারী- ৭৮৩; আশ্-শারহুল মুমতি'- ৩/২৯৮)*

**জিজ্ঞাসা (১৬):** ***লা- ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন... সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম', সুবহান আল্লাহিল আজিমি, ওয়াবি হামদিহি' –কেউ যদি প্রতিদিন এ যিক্রগুলো ১০০ বার করে পড়ে এটা কি বিদআত হবে?***

*আহসান, রিয়াদ, সৌদী আরব।*

***জবাব:*** যদি দু'আটি নির্ধারিত সংখ্যায় হাদীসে বর্ণিত না হয়ে থাকে তাহলে সংখ্যার সাথে নির্দিষ্ট করে নেওয়া সুন্নাহ পরিপন্থী হবে, চাই তা সুন্নাত মনে করে 'আমল করুক বা এমনি এমনি 'আমল করুক। *(দারেমী- ২০৪)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। *(মুসলিম- ৪৩৮৫)* কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত যিক্র ও দু'আ দুই প্রকার। যথা-

**১. নির্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ যিক্র:** এমন যিক্র, যা নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন- সকাল-সন্ধ্যার যিক্র, ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার যিক্র ইত্যাদি। এছাড়াও কোনো কোনো যিক্র নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে সীমাবদ্ধ। যেমন- সালাতের পর অথবা ঘুমানোর আগে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তাসবিহ, তাহমিদ ও তাকবির পড়া। এ ধরনের যিক্রে মুসলিমের উচিত, সুন্নাহতে যে সময় বা সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে, তা মেনে চলা এবং তা পরিবর্তন না করা।

**২. অনির্দিষ্ট যিক্র:** এমন যিক্র ও দু'আ, যা কুরআন-সুন্নাহতে পড়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময় বা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। এ ধরনের যিক্র মুসলিম ব্যক্তি যেকোনো সময় এবং যতবার ইচ্ছা পড়তে পারেন। তবে তিনি এটিকে অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টতে পরিণত করতে পারবেন না। অর্থাৎ- এমনভাবে নির্ধারণ করা যাবে না যে, "আমি এটি শুধু নির্দিষ্ট সময়েই পড়ব এবং অন্য সময় পড়ব না" অথবা "আমি এটি প্রতিদিন নির্দিষ্ট ১০০ বারই পড়ব, এর বেশি বা কম করব না"। কারণ, শরিয়ত যে যিক্রকে অনির্দিষ্টভাবে রেখেছে, সেটিকে নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় বা সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, তার বিরোধী। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের অজান্তেই বিদআতে লিপ্ত হতে পারে। স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটির আলেমগণ বলেন:

"যিক্র ও 'ইবাদতের মূলনীতি হলো– এগুলো শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহকে কেবল তিনি যেভাবে শরিয়তসম্মত করেছেন, সেভাবেই 'ইবাদত করতে হবে। একইভাবে আল্লাহ যেসব যিক্র, দু'আ ও অন্যান্য 'ইবাদতকে কোনো নির্দিষ্ট সময়, সংখ্যা, স্থান বা পদ্ধতির সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেননি, সেগুলোকে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি, সময় বা সংখ্যার সঙ্গে আবদ্ধ করা জায়িয নয়; বরং যেভাবে শরিয়তে এসেছে, সেভাবেই অনির্দিষ্টভাবে 'ইবাদত করতে হবে। *(ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ২৫৯৪৮২)*

**জিজ্ঞাসা (১৭):** *আমার প্রশ্ন হচ্ছে– ১. একটা অস্ট্রেলিয়ান ভিসা কোম্পানি আছে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট, আন্ডার গ্রাজুয়েট, ভোকেশনাল এডুকেশন ট্রেনিং, ইংলিশ কোর্স, পিএইচডি করার জন্য মানুষদের সার্ভিস দিয়ে থাকে যাতে তারা সঠিক ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন নিতে পারে। পাশাপাশি টুরিস্টের জন্য কাজ করে যারা অস্ট্রেলিয়াতে ভ্রমণ করতে যায় বা চিকিৎসা করতে যায়। ২. অস্ট্রেলিয়ার গভমেন্টের রুলস হচ্ছে ওখানে যেতে হবে সবাইকে হেলথ ইন্সুরেন্স করে নিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে এই কোম্পানি বিভিন্ন ইন্সুরেন্স প্রোভাইডারদের তথ্য দিয়ে বা কোনো প্যাকেজ নেওয়া এগুলো দিয়ে এ সহযোগিতা করে। ৩. এইখানে আমি যদি সফ্টওয়্যার ডেভলপার চাকরি করি, স্টুডেন্টদের তথ্য ম্যানেজমেন্টকে কোন্ কোর্সের জন্য আবেদন করছে ভর্তি হচ্ছে কে তাদেরকে টাকা পেমেন্ট পরিশোধ করেছে বিস্তারিত জানি না। তবে এগুলো যতটুকু আইডিয়া করতে পারছি এখানে তো চাকরি করলে কি চাকরি হালাল হবে না হারাম হবে। এখানে কিন্তু তারা সুদের সাথে কোনোভাবে জড়িত না ইন্সুরেন্স তো গভর্মেন্টের বাধ্যতামূলক। উত্তরটা তাড়াতাড়ি মোবাইল অথবা ইমেইলে দিলে উপকৃত হব।*

*ফজলে ইমামুল করিম, ঢাকা।*

*জবাব:* কাফির দেশে লেখা পড়া বা চাকরি বা বসবাসের জন্য যাওয়া হারাম। রাসূল (ﷺ) বলেন,

“আমি ঐ মুসলিম থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।” *(আবূ দাঊদ- ২৬৪৫, সহীহ)*

আবূ নুখাইলা আল-বাজালী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি মানুষের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করছিলেন। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত প্রসারিত করুন, যাতে আমি আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করতে পারি। আর আমার ওপর কিছু শর্ত আরোপ করুন; কারণ আপনি এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী।’ তিনি (ﷺ) বললেন: ‘আমি তোমার কাছ থেকে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করছি যে, তুমি আল্লাহর ‘ইবাদত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, মুসলিমদের কল্যাণকামী হবে এবং তাদের মঙ্গল কামনা করবে এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকবে।’” *(নাসায়ী- ৪১৭৭, সহীহ)*

উক্ত হাদীসদ্বয় প্রমাণ করে কাফির দেশে যাওয়া যাবে না। তবে দু’টি শর্ত সাপেক্ষে কুফ্‌র/অমুসলিমদের দেশে সফর করা এবং সেখানে বসবাস করা বৈধ হতে পারে। যথা-

**প্রথম শর্ত:** সে যেন সেখানে নিজের দ্বীন প্রকাশ করতে এবং ইসলামের বিধি-বিধান ও ধর্মীয় ‘ইবাদত পালন করতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে সেখানে সহজলভ্য সন্দেহ-সংশয় ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে তার প্রবল ধারণা থাকে। তথা ধর্মীয় জ্ঞান থাকতে হবে যা তাকে হারাম থেকে বিরত রাখবে।

**দ্বিতীয় শর্ত:** কুফ্‌র/অমুসলিমদের দেশে তার সফর ও বসবাসের মধ্যে এমন কোনো অধিকতর শক্তিশালী কল্যাণ থাকতে হবে, যা মুসলিমদের দেশে থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন- এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌ম শিক্ষা করা, যা মুসলিম দেশগুলোতে পাওয়া যায় না, মহান আল্লাহর দ্বীনের দা’ওয়াত দেওয়া অথবা এ ধরনের অন্য কোনো শরিয়তসম্মত গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ। যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় কাফির দেশে সফর করা হারাম, তাই উক্ত কাজের সহযোগিতা করাও হারাম হবে। *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ০২)*

সুতরাং সেখানে সফ্টওয়্যার ডেভলপার চাকরি করা বৈধ হবে না। শাইখ সালেহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ) বলেন: “কুফ্‌র/অমুসলিমদের দেশে সফর করা জায়িয নয়; কারণ এর মধ্যে ‘আক্বীদাহ্ ও নৈতিকতার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি রয়েছে।” এছাড়া এতে কাফিরদের সঙ্গে মেলামেশা এবং তাদের মাঝে বসবাসের বিষয়ও রয়েছে। তবে যদি কোনো জরুরি প্রয়োজন এবং শরিয়তসম্মত সঠিক উদ্দেশ্য থাকে, যার কারণে তাদের দেশে সফর করা দরকার হয় যেমন- এমন কোনো রোগের চিকিৎসার জন্য সফর করা, যার চিকিৎসা তাদের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; এমন কোনো বিষয়ে পড়াশোনার জন্য সফর করা, যা মুসলিম দেশগুলোতে অর্জন করা সম্ভব নয়, তাহলে এগুলো সঠিক উদ্দেশ্য। এসব কারণে অমুসলিমদের দেশে সফর করা জায়িয। তবে শর্ত হলো–

**১.** সেখানে ইসলামের বিধি-বিধান ও ধর্মীয় নিদর্শনগুলো পালন করতে হবে; **২.** সেখানে থেকে নিজের দ্বীন যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হতে হবে; **৩.** যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু সময় সেখানে থাকতে হবে, এরপর মুসলিম দেশগুলোতে ফিরে আসতে হবে।

আর পর্যটন বা শুধুমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়িয নয়। কারণ একজন মুসলিমের এ ধরনের সফরের প্রকৃত প্রয়োজন নেই। তদুপরি, এ সফর থেকে এমন কোনো কল্যাণও অর্জিত হয় না, যা দ্বীন ও ‘আক্বীদার ওপর এর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকির সমতুল্য বা তার চেয়ে বেশি।” *(আল-মুনতাকা মিন ফাতাওয়া আল-ফাওযান- প্রশ্ন নং- ২২১)*

**জিজ্ঞাসা (১৮):** *সরকারি চাকরি কি হালাল? যেমন- খাদ্য অধিদপ্তর, পাট অধিদপ্তর বা অন্যান্য সরকারি দপ্তরের চাকরি –এসব চাকরি কি ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল? অনেক সময় দেখা যায়, চাকরিতে যোগদানের পর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জোরপূর্বক মিথ্যা রিপোর্ট, জালিয়াতি, দুর্নীতি বা অন্যান্য অবৈধ কাজ করতে নির্দেশ দেন। এমন পরিস্থিতিতে চাকরি বাঁচানোর জন্য বা বাধ্য হয়ে যদি কেউ এসব কাজ করে, কিন্তু অন্তরে সেই কাজকে ঘৃণা করে, তা বৈধ মনে না করে এবং ওই অবৈধ কাজের বিনিময়ে কোনো অতিরিক্ত অর্থ বা ঘুষ গ্রহণ না করে, তাহলে সে কি*

*গুনাহগার হবে? আর তার নিয়মিত চাকরির বেতন বা উপার্জন কি হালাল থাকবে, নাকি হারাম হয়ে যাবে? কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে, নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্য ও দলিলসহ উত্তর জানালে উপকৃত হব।*
*ফাহাদ, ঢাকা।*

*জবাব:* যদি বৈধ কাজ হয় তাহলে সরকার চাকরি বৈধ হবে। যেমন- খাদ্য অধিদপ্তর, পাট অধিদপ্তর বা অন্যান্য সরকারি দপ্তরের চাকরি। তবে যদি কাজটা হারাম হয় তাহলে চাকরিও হারাম হবে। বৈধ চাকরিতে যদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জোরপূর্বক মিথ্যা রিপোর্ট, জালিয়াতি, দুর্নীতি বা অন্যান্য অবৈধ কাজ করতে নির্দেশ দেন তাহলে তার আনুগত্য করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ২)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল ভালো ও বৈধ কাজে।" *(বুখারী- ৭২৫৭)*

অতএব উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আদেশ দিলেও জেনে-শুনে হারাম কাজে সহযোগিতা করা বৈধ হবে না। শুধু অন্তরে কাজটিকে ঘৃণা করা তাকে সেই হারাম কাজের গুনাহ থেকে মুক্ত করবে না; বরং তাকে এ কাজ ত্যাগ করতে হবে। এভাবে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না।

**জিজ্ঞাসা (১৯):** *ঘুমের মধ্যে যৌন স্বপ্ন দেখে উত্তেজিত থাকি কিন্তু বীর্জপাত হয়েছে কিনা সন্দেহ হয়। এতে কি গোসল ফর্য হবে? অথবা এতে করণীয় কি?* *সাদিয়া খান পাবনা।*

*জবাব:* যদি ঘুম থেকে উঠে শুধু যৌন স্বপ্নের কথা মনে থাকে, কিন্তু বীর্যপাত হয়েছে কি না সন্দেহ হয় এবং কোনো বীর্যের চিহ্ন পাওয়া না যায়, তাহলে গোসল ফর্য হবে না। স্বাভাবিকভাবে ওযূ করে সালাত পড়বেন। তবে যদি স্বপ্নের কথা মনে থাকে এবং ভিজা বা চিহ্ন পান অথবা স্বপ্নের কথা মনে না থাকে কিন্তু ভিজা/চিহ্ন পান তাহলে গোসল ফর্য হবে। হাদীসে এসেছে,

উম্মু সুলায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হক্বের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি ফর্য গোসল করবে? মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে– *(বুখারী- ২৮২)*। পুরুষের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

**জিজ্ঞাসা (২০):** *আমার এক আত্মীয়র ছেলের বয়স ১৬ বছর। সে আমাকে দিয়ে কোনোকিছু আনালে টাকা দেয় এবং অবশিষ্ট টাকা তার বাবা-মাকে না জানিয়ে আমাকে দেয়। সে তার বাবা-মাকে না জানিয়ে আমাকে ব্যবসার জন্য টাকা দিতে চায়। তা নেওয়া জায়িয হবে কি? আর তার বাবা-মায়ের ক্রয় করা ব্যবহৃত জিনিসপত্র আমাকে দেয় তবে আমার কি নেওয়া জায়িয হবে?* *ইখলাস, চট্টগ্রাম।*

*জবাব:* যদি সে বালেগ ও বিচক্ষণ হয় এবং তার নিজের টাকা হয় এবং নিজের ইচ্ছায় আপনাকে অতিরিক্ত টাকা হাদিয়া/পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়, তাহলে নেওয়া জায়িয হবে ইন্ শা-আল্লাহ। তবে সে যদি বাবা-মায়ের দেওয়া টাকা থেকে তাদের অনুমতি ছাড়া আপনাকে দেয়, তাহলে তা নেওয়া বৈধ হবে না। বিশেষ করে আপনি জানেন যে বাবা-মা এতে রাজি নন। বাবা-মাকে না জানিয়ে তাদের টাকা থেকে ব্যবসার জন্য টাকা দেওয়া ও তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে যদি টাকা তার নিজের বৈধ মালিকানাধীন সম্পদ হয় এবং সে শরিয়তসম্মতভাবে তা ব্যবহারের অধিকার রাখে, তাহলে বৈধ হবে। *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ২)*

বাবা-মায়ের কেনা ও তার ব্যবহৃত জিনিস আপনাকে দেওয়া ও সেটা আপনার গ্রহণ করাও বৈধ হবে না, তবে যদি আপনি জানেন এতে তার পিতা-মাতার সম্মতি আছে তাহলে নেওয়া বৈধ হবে। কেননা বাবা-মা সাধারণত সন্তানদের যে জিনিস দেন, তা এমন একটি শর্তযুক্ত হিবা (উপহার)-এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যা নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও উপকারে ব্যয় করার জন্য দেওয়া হয়েছে; এটি সম্পূর্ণ ও অবাধ মালিকানা প্রদান হিসেবে গণ্য হয় না। এ কারণে বাবা-মা যদি জানতে পারেন যে, তার সন্তান উক্ত জিনিস থেকে সাদাক্বাহ্ করে দিচ্ছে, তাহলে তিনি রাগ করতে পারেন কিংবা জিনিস দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন। কারণ তিনি মূলত তাকে তার প্রয়োজনে জিনিস দিয়েছেন যেন সে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়।

শর্তযুক্ত হিবার ক্ষেত্রে যে শর্তে তা দেওয়া হয়েছে, তা মেনে চলা আবশ্যক। সেই শর্ত মুখে স্পষ্টভাবে বলা হতে পারে অথবা প্রচলিত রীতির মাধ্যমেও বোঝা যেতে পারে। শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"আমাদের কাছে মূলনীতি হলো– কেউ যদি মানুষের কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য সম্পদ গ্রহণ করে, তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সে তা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারবে না"– *(আল-লিকাউশ শাহরি- ৪/৯)*। অতএব বাবার অনুমতি ছাড়া সাদাক্বাহ্ করা যাবে না।

**জিজ্ঞাসা (২১):** *যারা সরকারি বা বেসরকারিভাবে বিদেশে (অমুসলিম দেশে) চাকরি নিয়ে যেতে চায় তাদেরকে বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভাষা শেখানো, কাগজপত্র তৈরি করে দেয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা বৈধ হবে কিনা? উল্লেখ্য আমরা কাউকে উৎসাহিত করছি না; বরং যারা যেতে চায় তাদের সহযোগিতা করতে চাচ্ছি। এটা করা বা এর বিনিময়ে টাকা নেয়া জায়িয হবে কিনা? অনুগ্রহ করে জানাবেন।* *মোঃ আবু সাঈদ, আদাবর, ঢাকা।*

*জবাব:* এটা করা বৈধ হবে না– *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ২)*। কেননা হারাম কাজে সহযোগিতা করাও হারাম– *(বিস্তারিত দেখুন ১৭ নং প্রশ্নে)*।

**জিজ্ঞাসা (২২):** ***আমরা তো জানি ইসলামে লটারি হারাম। ইদানিং খেয়াল করলাম এক কোম্পানি এরকম কার্ড বের করেছে যে, ওই কার্ডটির মূল্য ২০০ টাকা, কার্ডের প্রতিটি আলাদা আলাদা পণ্য সাত হাজার টাকা দিয়ে কেনা যাবে, আবার প্রতিটি পণ্যই বাস্তবে ৭,০০০-এর চেয়ে বেশি মূল্যের, আর কার্ডে লেখা আছে "সদস্য কার্ড, লটারি নয়"। এখন প্রশ্ন হলো– তাদের এই কার্ড ক্রয় করে পণ্য কিনা যাবে কিনা? বিশেষ দ্রষ্টব্য: সেখানে উল্লেখ আছে এই কার্ডটি শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরাই কিনতে পারবে।***

*মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

*জবাব:* আপনার বর্ণনা অনুযায়ী ২০০ টাকা দিয়ে কার্ড কিনতে হবে, এরপর কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পণ্য ৭,০০০ টাকায় কেনা যাবে এবং সেই পণ্য বাস্তবেই ৭,০০০ টাকার চেয়ে বেশি মূল্যের। এটি লটারি না; বরং যদি প্রত্যেক কার্ডধারী নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট পণ্য ৭,০০০ টাকায় কিনতে পারে, কোনো ড্র/ভাগ্যনির্ভর পুরস্কার না থাকে এবং পণ্যের দাম বাস্তবেই এত বেশি হয়, তাহলে এটিকে লটারি বলা যাবে না। তবে এখানে ২০০ টাকার কার্ডের হুকুম আলাদাভাবে দেখতে হবে।

প্রচলিত ফিকহি মত অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সুবিধা/ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে মূল্য দিয়ে কেনা কার্ডে গরার (অনিশ্চয়তা) থাকার কারণে অনেক আলেম তা হারাম বলেছেন। ডিসকাউন্ট কার্ড মূলত দুই প্রকার। যথা-

**প্রথম:** অর্থের বিনিময়ে, যেমন- বার্ষিক সদস্যপদ / সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে যে কার্ড নেওয়া হয়।

**দ্বিতীয়:** বিনামূল্যের কার্ড। কোনো ক্রেতাকে তাদের সঙ্গে লেনদেনে উৎসাহিত করার জন্য উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। আবার কারো নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটা হলে তাকে বিনামূল্যে দেওয়া হতে পারে। এটা বৈধ অর্থের বিনিময়ে নেওয়া ডিসকাউন্ট কার্ড হারাম। কারণ এতে একাধিক শরয়ি সমস্যা রয়েছে। যেমন- অজ্ঞতা ও গারার (অনিশ্চয়তা) যা শরিয়তে হারাম– *(মুসলিম- ১৫১৩)*। এতে ঝুঁকি বা জুয়া-সদৃশ বিষয় রয়েছে, এটাও হারাম। *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ৯০)*

এতে মানুষকে প্রতারণা ও ধোঁকা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, বিরোধ ও ঝগড়ার কারণ হতে পারে, এতে অংশগ্রহণ না করা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হতে পারে। স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি বলেছে, এ ধরনের কার্ড প্রচলনের ফলে অংশগ্রহণকারী ও অংশগ্রহণ না করা দোকানদারদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ ছাড় দেওয়া দোকানের পণ্য বেশি বিক্রি হবে এবং যারা এই ব্যবস্থায় অংশ নেয়নি তাদের পণ্য বিক্রি কমে যেতে পারে। *(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ১৪/১০; ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১২১৭৫৯)*

**জিজ্ঞাসা (২৩):** ***আমি ২০১৬ সালে বিয়ে করেছি, পাঁচ বছর সংসার করার পর স্বামীর সাথে ডিভোর্স হয়েছে। আমার একটি বেবি রয়েছে। এরপর একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক হয়, দেখা করতে গেলে শারীরিক সম্পর্ক হয়। আমি তাকে বিয়ে করতে চাইছিলাম। কিন্তু সে এখন বিয়ে করতে চাচ্ছে না। এখন আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, আমার ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে একটু পরামর্শ দিবেন, আমি এখন কি করবো?*** *তাসলিমা*

*মিরপুর*

*জবাব:* আপনি যে ভুল করেছেন, সেটি অবশ্যই গুনাহ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আপনার জন্য মহান আল্লাহর ক্ষমার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি এখন সালাত পড়ছেন এবং অনুতপ্ত হয়েছেন এটাই তাওবার গুরুত্বপূর্ণ আলামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "বলুন, 'হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর যুল্ম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'" *(সূরা আয্-যুমার: ৫৩)*

তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে তাওবাহ্ হয়। যথা- **১.** সত্যিকারের ফিরে আসে গুনাহ তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে, **২.** অতীতের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে, **৩.** ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবায় অত্যন্ত আনন্দিত হন। *(বুখারী- ৬৩০৮)*

আর তিনি (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দিন-রাত তাওবার সুযোগ দেন এবং সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওবাহ্ কবুল করেন। *(মুসলিম- ২৭৫৯)*

"যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করে, সে এমন ব্যক্তির মতো, যার কোনো গুনাহই নেই।" *(ইবনু মাজাহ্- ৪২৫০, হাসান)*

অতএব নিজেকে শেষ হয়ে গেছে মনে করবেন না। সত্যিকার তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন ইন্ শা-আল্লাহ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উক্ত পাপের কথা কাউকে বলবেন না। যেহেতু সে ছেলে এখন বিয়ে করতে চাচ্ছে না, তার সঙ্গে দেখা করা, একান্তে কথা বলা বা শারীরিক সম্পর্কের সুযোগ তৈরি করা সম্পূর্ণ বন্ধ করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা এবং নিকৃষ্ট পথ।" *(সূরা আল-ইসরা: ৩২)* মহান আল্লাহর কাছে সমাধান চেয়ে বেশি বেশি দু'আ করতে থাকুন।

**জিজ্ঞাসা (২৪):** ***সালাতে ক্বিয়ামের সময় হাত বাঁধার পদ্ধতি কী?*** *ফাহিম, কুলাউড়া।*

*জবাব:* ক্বিয়ামের সময় হাত রাখার দু'টি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যথা-

**প্রথম পদ্ধতি:** ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠ, কবজি ও বাহুর ওপর রাখা। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি বললাম, আমি অবশ্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সালাত দেখব, তিনি কীভাবে সালাত আদায় করেন। অতঃপর আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়ালেন, তাকবির বললেন এবং তাঁর দুই হাত কান বরাবর উঠালেন। এরপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কবজি ও বাহুর ওপর রাখলেন...।" *(আবূ দাঊদ- ৭২৬; আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ] সহীহ)*

ইমাম সিন্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "কবজি (الرُّسغ) হলো হাতের তালু ও বাহুর মধ্যবর্তী সংযোগস্থল। অর্থ হলো– তিনি এমনভাবে ডান হাত রাখলেন যে, তাঁর ডান হাতের তালুর মাঝামাঝি অংশ বাম হাতের কবজির ওপর ছিল। এর ফলে ডান হাতের কিছু অংশ বাম হাতের তালুর ওপর এবং কিছু অংশ বাহুর ওপর থাকা আবশ্যক হয়।" *(হাশিয়াতুস সিন্দী 'আলা সুনানিন নাসায়ী- ২/১২৬)*

**দ্বিতীয় পদ্ধতি:** ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরে রাখা। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতেন।" *(নাসায়ী- ৮৮৭, আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ] সহীহ)*

আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কবজি ও বাহুর ওপর রাখতেন এবং তাঁর সাহাবিদেরও এর নির্দেশ দিতেন। আবার কখনো তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতেন।" *(সিফাতু সালাতিন নবী [ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]- পৃ. ৬৮)*

**জিজ্ঞাসা (২৫):** ***আমি দু'জন মুসলিম বালেগ পুরুষের উপস্থিতিতে এক মেয়েকে ৩ বার ইজাব করি, মেয়েও ৩ বার কবুল করে! এর এক মাস পরে আমরা কোর্ট ম্যারেজ করি, এখন মেয়ের পরিবার এই বিয়ে মেনে নিতে চাচ্ছে না কোনোভাবেই, তারা মেয়ের কাছ থেকে জোর করে হোক বা সম্মতিতে মেয়ের সাক্ষর, টিপসই নিয়ে আমার কাছে ডিভোর্স পেপার পাঠিয়েছে। এখন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি এই বিবাহ বহাল আছে কিনা?***

*আল আমিন*
*গাজীপুর।*

***জবাব:*** আপনাদের বিয়েই হয়নি। কেননা বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, মেয়ের অভিভাবক। অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিয়ে হয় না। *(আবূ দাঊদ- ২০৮৩, ২০৮৪, সহীহ)* যেহেতু আপনাদের বিয়ে মেয়ের অভিভাবক ছাড়া হয়েছে তাই উক্ত বিয়ে কার্যকর হবে না। যেহেতু বিয়েই সঠিক হয়নি তাই বর্তমানে বিয়ে বহাল হবার প্রশ্নই আসে না। *(বিস্তারিত: ০২ নং প্রশ্ন)*

**জিজ্ঞাসা (২৬):** ***আমার প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস দাম বেশি হবার কারণে আমি যদি সেটা ব্যক্তিগতভাবে কম করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে এভাবে ইনকাম করা কি জায়িয হবে? এবং আমি কাজটি প্রতিষ্ঠানের কোনো টুলস কিংবা সময়ের মধ্যে করবো না।***

*তুষার, ঢাকা।*

***জবাব:*** উক্ত প্রশ্নের আগে জানতে হবে, প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনার কেমন চুক্তি হয়েছে। যদি চাকরির চুক্তিতে বলা থাকে যে চাকরির সময়কাল চলাকালে এ ধরনের কোনো ব্যক্তিগত কাজ করা যাবে না, তাহলে চুক্তি মানা আবশ্যক– *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ১)*। তাই আপনি ব্যক্তিগতভাবে কম দামে উক্ত সার্ভিস দিতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে, একই ধরনের সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা সম্ভাব্য গ্রাহকদের আপনি ব্যক্তিগতভাবে কম দামে কাজ করে দিলে, তখন বিষয়টি গুরুতর হয়ে যাবে। কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের আমানতদার; প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের নিজের ব্যবসায় নেওয়া বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করা বিশ্বাসভঙ্গ হতে পারে। তাই এধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপরের অবস্থাদ্বয় ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় অফিসের টুলস ব্যবহার না করে আপনার উপার্জন বৈধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(ইসলাম সওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১৪৫৩০০)*

**জিজ্ঞাসা (২৭):** ***আমি একজন ডিজিটাল মার্কেটার। টাকা দিয়ে ফেসবুক পেজে ফলোয়ার, লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার বাড়িয়ে দিই। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্লায়েন্টকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই ফলোয়ারগুলোর অনেকগুলো বট বা ইনঅ্যাকটিভ হতে পারে এবং তারা শুধু সংখ্যার মধ্যে থাকবে। আমার প্রশ্ন হলো– ১. এইভাবে পেজে লাইক বা ফলোয়ার বাড়ানো কি শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয? ২. ক্লায়েন্টকে আগে থেকেই জানিয়ে দিলে এই সার্ভিস দেওয়া কি বৈধ হবে? ৩. একজন ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে এই ধরনের কাজ করে আয় করা কি হালাল হবে? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি জানালে উপকৃত হব।***

*মো. জাহিদ ইসলাম, রংপুর।*

***জবাব:*** **প্রথমতঃ** ভুয়া (Fake) ফলোয়ার বিক্রি করা কোনোভাবেই জায়িয নয়। এমনকি ক্লায়েন্টকে আগে থেকেই বলা হলেও যে এগুলো বট বা ইনঅ্যাকটিভ। কারণ সমস্যাটি শুধু ক্রেতার অজ্ঞতা নয়; বরং কৃত্রিমভাবে এমন সংখ্যা তৈরি করা, যা বাস্তব জনপ্রিয়তা বা মানুষের সমর্থনের ধারণা সৃষ্টি করে এতে প্রতারণা ও বাতিল উদ্দেশ্যে সহযোগিতা থাকে। কারণ এর মাধ্যমে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিতে সহযোগিতা করা হয়।

এমন কোনো বিষয় বিক্রি করাও জায়িয নয়, যা গুনাহ, অনর্থক কাজ অথবা এমন কোনো কাজে সহযোগিতা করে যাতে প্রকৃত কোনো উপকার নেই। কিংবা কৃত্রিম/ভুয়া অ্যাকাউন্ট কেনার ব্যাপারে সৌদি আরবের হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য শাইখ 'আব্দুল্লাহ আল-মুতলাক বলেছেন: "এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা ও অপবাদ; এটি জায়িয

নয়।” ক্রেতা যদি জানেও যে ফলোয়ারগুলো ভুয়া, তবুও এ জ্ঞান থাকা এ লেনদেনকে জায়িয করে না।

**দ্বিতীয়তঃ** প্রকৃত (Real) ফলোয়ারসহ কোনো অ্যাকাউন্ট বিক্রি করা জায়িয, তবে যদি প্রবল ধারণা হয় যে ক্রেতা এটিকে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, তাহলে তার কাছে তা বিক্রি করা যাবে না। *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ২)*

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন: “ফলোয়ার কেনা দুই প্রকার। যথা- **১.** প্রকৃত ফলোয়ার কেনা। **২.** ভুয়া ফলোয়ার কেনা। আবার এর পেছনে উদ্দেশ্যও ভালো হতে পারে এবং খারাপও হতে পারে।”

তিনি বলেন: “ভুয়া ফলোয়ার কেনা হলো কৃত্রিমভাবে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রতারণা করা। নবী (ﷺ) বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি এমন কিছু পাওয়ার ভান করে, যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে যেন মিথ্যার দু’টি পোশাক পরিধানকারী।’ *(বুখারী- ৫২১৯)* অর্থাৎ- ভুয়া ফলোয়ারের মাধ্যমে নিজেকে প্রকৃতপক্ষে যতটা জনপ্রিয় বা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চেয়ে বেশি হিসেবে উপস্থাপন করা মিথ্যা ও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা আ-লি-‘ইমরান: ১৮৮)*

এ কাজের মধ্যে আরো একটি বড় প্রতারণা রয়েছে। মানুষ যখন দেখে কোনো ব্যক্তির অনেক ফলোয়ার, তখন তারা মনে করতে পারে তার বক্তব্য বা লেখার গুরুত্ব ও উপকারিতা না থাকলে এত মানুষ তাকে অনুসরণ করত না। অথচ বাস্তবে সেই ফলোয়ারগুলো ভুয়া। নবী (ﷺ) সতর্ক করেছেন: “প্রতারণার পরিণতি জাহান্নাম।” *(সহীহাহ্- ১০৫৭)*

সুতরাং আপনার জন্য প্রকৃত ফলোয়ার বৈধ কাজের জন্য বিক্রি করা বৈধ হবে।

**জিজ্ঞাসা (২৮):** ***আমার বিবাহের ২ মাস অতিবাহিত হয়েছে। স্ত্রী তার বাবার বাড়িতে আছেন। এ বছর ঈদের পরদিন সে আমাকেসহ তার ৪ বোন ও দুলাভাই সবাই একসাথে ১ দিনের জন্য বেড়াতে যেতে চায়। এ বিষয়ে আমার অবস্থান কী হওয়া উচিত? আমি মানা করেছি এবং খুব ভালো করে বুঝিয়েছি, কিন্তু সে রাগারাগি করছে।***

*মসিবুর আলি মল্লিক*
*দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।*

***জবাব:*** পর্দা রক্ষা করে যদি যাওয়া সম্ভব হয় এবং আপনার জন্য অর্থনৈতিক বড় কোনো সমস্যা না হয় তাহলে যাওয়াই ভালো। হাদীসে এসেছে,

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদিন হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নিয়ে পর্দা করে তার পেছনে দাঁড় করিয়ে ছিলেন এবং আমি সেই খেলা দেখছিলাম। যতক্ষণ আমার ভালো লাগছিল ততক্ষণ আমি দেখছিলাম। এরপর আমি স্বেচ্ছায় সে স্থান ত্যাগ করলাম। সুতরাং তোমরা অনুমান করতে পার কোন্ বয়সের মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে। *(বুখারী- ৫১৯০)*

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, পর্দা রক্ষা করে স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছা পূরণ করা ভালো। এছাড়াও রাসূল (ﷺ) সফরে স্ত্রীদের নিয়ে যেতেন। *(বুখারী- ২৮৭৯)*

তাই আপনার জন্য উত্তম হবে, স্ত্রীকে ঘুড়িয়ে নিয়ে আসা।

**জিজ্ঞাসা (২৯):** ***আমার বাবার তিনজন বোন আছে। আমার দাদা-দাদি অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন আমার বাবা ও আমার ফুফুদের জন্য। কিন্তু হালাল পথে আয় করে রেখে গেছেন, না হারাম পথে আয় করে রেখে গেছেন তা আমি জানি না। আমার বাবা আনেক ছোট থাকার কারণে সম্পত্তি ভাগ করে দিবার আগে তারা দুইজনেই মারা যায়। এখন আমার বাবা বলছে যে, এই জমি বিক্রি করতে পারলে আমাকে কিছু টাকা এমনিতেই দিবে ব্যবসা করার জন্য। এখন এই টাকা আমার এমনিতেই নেয়া কি হালাল হবে বা আমি যদি আমার বাবার কাছ থেকে জমি বিক্রির টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা করি তাহলে কি সেই ধার করা টাকা বা এমনিতেই নেওয়া টাকা আমার জন্য হালাল হবে?***

*ফেরদৌস, গাজীপুর।*

***জবাব:*** **প্রথমতঃ** শুধু সন্দেহের কারণে কোনো কিছু হারাম হয় না।

**দ্বিতীয়তঃ** আপনার বাবার জমি বিক্রি করে দেওয়ার কারণে যদি পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দেয় তা নিতে পারবেন। ইমাম বুখারী শিরোনাম নিয়ে এসেছেন, দালালির প্রাপ্য প্রসঙ্গে। তিনি উল্লেখ করেন, ইবনু সীরীন, ‘আত্বা, ইব্রাহীম ও হাসান (রাহিমাহুমুল্লাহ) দালালির মজুরিতে কোনো দোষ মনে করেননি– *(বুখারী- ২২৭৪ দ্র.)*। আর যদি পারিশ্রমিক হিসেবে না দিয়ে শুধু হাদিয়া হিসেবে দিতে চাই এবং আপনার আর কোনো ভাই বোন না থাকে তাহলে বৈধ হবে। অনুরূপভাবে ঋণ নিয়েও ব্যবসা করা বৈধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

**জিজ্ঞাসা (৩০):** ***আমি মানব চিকিৎসাবিদ্যার একজন ছাত্রী। বর্তমানে আমি আমার ক্লিনিক্যাল শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। এই পর্যায়ে রোগীর সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন, রোগীকে পরীক্ষা করা এবং তার কাছ থেকে রোগের ইতিহাস (Medical History) নেওয়া শেখা প্রয়োজন। আমার প্রশ্নগুলো হলো– ১. যদি মহিলা বিভাগে আমার নির্ধারিত শিক্ষাগত দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো রোগী না পাই, তাহলে কি আমি পুরুষদের বিভাগে যেতে পারব এবং তাদের কাছ থেকে রোগের ইতিহাস নিতে পারব? এক্ষেত্রে আমার শুধু তাকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে। কখনো কখনো আমাকে রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করতেও হয়, যাতে আমি এই রোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা লক্ষণগুলো কী তা বাস্তবে শিখতে পারি। তবে আমি একা রোগীর কাছে প্রবেশ করি না; বরং আমার একজন সহপাঠিনীকে সঙ্গে রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকি, যাতে নির্জনতা (একজন পুরুষ ও একজন নারীর নির্জনে একত্রিত হওয়া) না হয়। এ কাজের শরয়ি বিধান কী? ২. আমি সাধারণত পুরুষ চিকিৎসকদের কাছ থেকেই শিখি; কারণ***

***ওই হাসপাতালে নারী চিকিৎসকের সংখ্যা কম। কখনো কখনো রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। এভাবে পুরুষ শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করার কারণে কি আমি গুনাহগার হব?***

*মাহমুদা*
*কচুয়া, চাঁদপুর।*

***জবাব:*** চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা ফর্যে কিফায়া পুরুষ ও নারী উভয়ের ওপরই। কারণ উম্মাহর এ বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে। নারীর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করা প্রশংসনীয় এবং এতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যদি তার পড়াশোনা শরিয়তের বিধিবিধান মেনে হয়; যেমন- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও নির্জনতা থেকে বেঁচে থাকা। পড়াশোনার প্রয়োজনে যদি পুরুষদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যতটা সম্ভব এ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। কারণ আল্লাহ নারীদের দৃষ্টি অবনত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(সূরা আন্-নূর: ৩১)*

তবে যদি পরিস্থিতির কারণে রোগীকে পরীক্ষা করা এবং তার শরীরের এমন অংশের দিকে তাকানোও প্রয়োজন হয়, যা সাধারণত দেখা জায়িয নয় তাহলে প্রয়োজনের কারণে তা জায়িয হবে। তবে নির্জনতা, অপ্রয়োজনীয় স্পর্শ এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টিপাত থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

"ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল-ইফতা" (২৪/৪১১)-তে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে– ***"মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা (Gynecology and Obstetrics) পড়ানো হয়। সেখানে কিছু বাস্তব রোগীর অবস্থা রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের দেখা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়টিতে উত্তীর্ণ না হলে পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে এটি আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। আমরা আপনাদের কাছে এ বিষয়ে ফাতাওয়া চাই।"***

***উত্তরে বলা হয়–*** "মূলনীতি হলো– পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই সতর আবৃত রাখা ওয়াজিব। পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর স্বাধীন নারীর পুরো শরীরই সতর, তবে সালাত ও ইহরামের ক্ষেত্রে মুখ ও হাতের তালু ব্যতিক্রম। আর যদি সে গায়রে মাহরাম পুরুষদের দেখে এবং তারা তাকে দেখে, তাহলে তার মুখ ও শরীর আবৃত রাখা ওয়াজিব সে সালাতে থাকুক অথবা হজ্জ/'উমরার ইহরামে থাকুক। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে সতর খোলা জায়িয। শরিয়তসম্মত কোনো কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে সতরের দিকে তাকানোও জায়িয। এর মধ্যে রয়েছে, স্ত্রী রোগ ও প্রসূতিবিদ্যার অপারেশন পরিচালনার সময় ছাত্র ও ছাত্রীদের নারীদের পর্যবেক্ষণ করা, যাতে তারা এ বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয় নম্বর অর্জন করতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারে। এভাবে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারে। এটি জায়িয বলার মধ্যে শরিয়তসম্মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ রয়েছে। তা হলো– মুসলিমদের মধ্য থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ ও নারী চিকিৎসক তৈরি করা। যদি মুসলিমদের জন্য এটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে মুসলিম সমাজ অমুসলিম চিকিৎসক ও চিকিৎসিকাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এতে অনেক ধরনের ক্ষতি ও অনিষ্ট সৃষ্টি হবে। অথচ ইসলামী শরিয়ত কল্যাণ অর্জন এবং ক্ষতি প্রতিহত করার শিক্ষা দিয়েছে।" এ ফাতাওয়ায় স্বাক্ষর করেছেন:

**১.** শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ), **২.** শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি (রাহিমাহুল্লাহ), **৩.** শাইখ 'আব্দুল্লাহ ইবনু গুদাইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ)।

একই মত ব্যক্ত করেছেন শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)। আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলা ও আলোচনা করায় কোনো সমস্যা নেই, তবে কথাবার্তায় কোমলতা, আকর্ষণ সৃষ্টি বা এমন ভঙ্গি থাকা যাবে না যা অনুচিত আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। *(সূরা আল-আহ্যা-ব: ৩২)*

## মৃত্যু সংবাদ

**১.** ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি ও মহানগর দক্ষিণ শুব্বানের সাবেক সভাপতি হাফেজ মোঃ ওয়াসিম উদ্দিন সজীব-এর সম্মানিত পিতা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৩ সেপ্টেম্বর-২০২৬, বৃহস্পতিবার, দুপুর ২:০০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾

তাঁর জানাযার সালাত বাদ 'ইশা (রাত ৮:৪৫ মিনিটে) নাজিরবাজার বড় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

**২.** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বাংলাদেশী মানদুব ও পিএইচডিতে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থী শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান মাদানী মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থাবস্থায় ৫ সেপ্টেম্বর-২০২৬, রাত ১১:১৫ ঘটিকায় সৌদি আরবের মালিক ফাহাদ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম উভয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যেতদের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা উভয়কে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন।

## تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি

# ঐতিহাসিক মসজিদ আল-জি'রানাহ

আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

যে ভূমির টানে যুগ যুগ ধরে ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটে আসে বিশ্ব মুসলিম, সেই পুণ্যভূমি মক্কা নগরীর হারাম সীমানার বাইরে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো আল-জি'রানাহ। এটি কেবল একটি উপত্যকা বা জনপদ নয়; বরং বিশ্ব মুসলিমের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একটি স্থান যেখান অষ্টম হিজরিতে সংঘটিত হুনাইনের যুদ্ধ ও পরবর্তী ঘটনাবলীর এক নীরব সাক্ষী এই প্রাঙ্গণ, যা আজও ইসলামের প্রারম্ভিক বিজয়ের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

**ইতিহাস:** ইসলামী ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী, ৮ম হিজরিতে (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) হুনাইন ও আওতাসের যুদ্ধ শেষে এবং তায়েফ অবরোধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই জি'রানাহ উপত্যকাতেই কয়েক দিন অবস্থান ও শিবির স্থাপন করেছিলেন। এখানেই তিনি হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াজিন গোত্রের কাছ থেকে অর্জিত বিপুল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণীমতের মাল) সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। গণীমত বণ্টনের সময় নতুন মুসলিমদের ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করেন। এতে আনসারদের কিছু তরুণ ক্ষুব্ধ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের একত্র করে যে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য দেন, তাতে আনসার সাহাবিদের চোখ অশ্রুতে সিক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেছিলেন, "অন্য লোকেরা যখন ছাগল ও উট নিয়ে ঘরে ফিরবে, তখন তোমরা কি মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতে আনন্দিত নও?" বণ্টন কাজ শেষ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই জি'রানাহ স্থান থেকেই 'উমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধেন এবং রাতের আঁধারে মক্কায় প্রবেশ করে 'উমরাহ্ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে মহানবী (ﷺ)-এর এই স্মৃতিবিজড়িত স্থানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হিজরি শতকে একটি মসজিদ নির্মিত হয়, যা কালের পরিক্রমায় 'মসজিদ আল-জি'রানাহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐতিহাসিক বিভিন্ন দলিল থেকে জানা যায়, ১২৬৩ হিজরিতে (১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে পুনঃনির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৩৭০ হিজরিতে (১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ) 'ঈসা বুখারী ও তাঁর পুত্র সালেহ এবং ১৩৮৪ হিজরিতে (১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) সৌদি ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মসজিদটি ব্যাপক সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে আয়তন দ্বিগুণ করা হয়।

**নামকরণ:** 'জি'রানাহ' (اَلْجِعْرَانَةُ) একটি আরবি শব্দ। এই নামটির উৎপত্তির পেছনে একটি ঐতিহাসিক ও কুরআনিক পটভূমি রয়েছে। বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালে কুরাইশ বংশের বানু তামিম গোত্রের এক নারী এই এলাকায় বাস করত। তার নাম ছিল রীতা এবং উপাধি ছিল জি'রানাহ। তিনি মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং দিনভর সুতা কাটার পর তা আবার নিজ হাতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন। বিখ্যাত সাহাবি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণনা মতে, এই নারীর অবস্থাকে সতর্কবার্তা হিসেবে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনের সূরা আন্-নাহ্লের ৯২ নম্বর আয়াত নাজিল হয়; যেখানে বলা হয়েছে– "তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে শক্ত করে সুতা কাটার পর তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।" পরবর্তীতে ওই মহিলার নামানুসারেই এই সমগ্র উপত্যকা ও স্থানটির নামকরণ করা হয় জি'রানাহ।

**অবস্থান:** মসজিদ আল-জি'রানাহ মক্কার হারাম শরীফ থেকে আনুমানিক ২৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং তায়েফ যাওয়ার (সায়েল) রোডের দিকে মূল রাস্তা থেকে ৯.৫ কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত। এর ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক হলো– ২১.৫৬৮° উত্তর এবং ৩৯.৯৫১° পূর্ব। এটি পবিত্র হারাম সীমানার ঠিক বাইরে অবস্থিত।

**অবকাঠামো ও স্থাপত্যশৈলী:** মসজিদ আল-জি'রানাহ আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় আরব স্থাপত্যশৈলীর এক চমৎকার মিশ্রণ। সাদা রঙের ছিমছাম এই মসজিদ ভবনে রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ এবং একটি উঁচু মিনার। মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশে রয়েছে মার্বেল পাথরের সুসজ্জিত মেঝেসহ এক সুবিশাল প্রার্থনাকক্ষ। জলবায়ু-উপযোগী উঁচু ছাদ ও আধুনিক আলোকসজ্জা ভেতরের পরিবেশকে বেশ স্নিগ্ধ ও ভাবগম্ভীর করে তোলে। মূল প্রার্থনা হলের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে একটি নিখুঁত অর্ধ-বৃত্তাকার মিহরাব ও কাঠের তৈরি কারুকার্যময় মিমবার। বর্তমানে পুরো মসজিদ কমপ্লেক্সটি বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত, যেখানে একসঙ্গে বহু মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদ প্রাঙ্গণে ওযূখানা, আধুনিক শৌচাগার, পার্কিং এবং পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক সালাত আদায়ের সুব্যবস্থা রয়েছে।

**পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক স্থানসমূহ–** মসজিদের কাছেই একটি সুপ্রাচীন কূপ রয়েছে, যা 'জি'রানাহ কূপ' নামে পরিচিত। লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বর্শার আঘাতে বা অলৌকিক স্পর্শে এই কূপের সৃষ্টি এবং এর পানি ছিল অত্যন্ত মিষ্টি। তবে বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাহ্যিক পানি মিশে যাওয়ার কারণে কূপটির ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া কাছেই একটি প্রাচীন কবরস্থান রয়েছে, যাকে স্থানীয় বাসিন্দারা জি'রানাহ কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ধর্মীয় গুরুত্ব, ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং মহানবী (ﷺ)-এর স্মৃতি বহনকারী এই আল-জি'রানাহ আজও বিশ্ব মুসলিম ও 'উমরাহ্‌যাত্রীদের কাছে এক পরম শ্রদ্ধেয় ও আকর্ষণের স্থান হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

---

** শিক্ষার্থী, গভর্নমেন্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান।*

# مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف في بنغلاديش لعام ١٤٤٨هـ - ٢٠٢٦م

## الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش

হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা

হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা
বাংলাদেশ ২০২৬ইং

استمارة التسجيل
রেজিস্ট্রেশন ফরম

অফিস কপি

১ কপি ছবি
পাসপোর্ট সাইজ

১ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজ

ক্রমিক নং

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সম্মানিত পরিচালক,
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা ............ বিভাগ

তারিখ: ...../...../২০২৬ইং

আমি হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী। নিম্নে আমার তথ্য প্রদান করা হল:

১. প্রতিযোগির নাম: বাংলায়............ আরবী:............

২. পিতার নাম: বাংলায়............ আরবী:............

৩. জন্ম তারিখ:............ বয়স:............ জন্ম নিবন্ধন/এনআইডি:............

৪. প্রতিষ্ঠানের নাম:............ গ্রাম/রোড:............

ইউনিয়ন/মহল্লা:............ উপজেলা:............ জেলা:............

পরিচালকের নাম:............ মোবাইল:............ পরিচালকের স্বাক্ষর:............

৫. স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম/রোড:............ ইউনিয়ন/মহল্লা:............

উপজেলা:............ জেলা:............

৬. পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। ☐ হ্যাঁ ☐ না

ছাত্রের স্বাক্ষর:............ প্রতিযোগিতা পরিচালকের স্বাক্ষর:............

রিলিজিয়াস এ্যাটাশে অফিস রাজকীয় সউদী দূতাবাস ঢাকা    الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى دكا

---

# مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف في بنغلاديش لعام ١٤٤٨هـ - ٢٠٢٦م

হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা
বাংলাদেশ ২০২৬ইং

রেজিস্ট্রেশন ফরম/استمارة التسجيل

প্রতিযোগির কপি

১ কপি
ছবি
আইকা দিয়ে
লাগাতে হবে

ক্রমিক নং

হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা
২০২৬ইং

হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা ............ বিভাগ

তারিখ: ...../...../২০২৬ইং

১. প্রতিযোগির নাম: বাংলায়............ আরবী:............

২. পিতার নাম: বাংলায়............ আরবী:............

৩. জন্ম তারিখ:............ বয়স:............ জন্ম নিবন্ধন/এনআইডি:............

৪. প্রতিষ্ঠানের নাম:............ গ্রাম/রোড:............

ইউনিয়ন/মহল্লা:............ উপজেলা:............ জেলা:............

ছাত্রের স্বাক্ষর:............ প্রতিযোগিতা পরিচালকের স্বাক্ষর:............

রিলিজিয়াস এ্যাটাশে অফিস রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।    الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى دكا

# مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف في بنغلاديش ١٤٤٨هـ - ٢٠٢٦م

# হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা ২০২৬ ইং

## নিয়মাবলী

- আগ্রহীগণ নির্ধারিত রেজিঃ ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে বিভাগীয় পরিচালকের কাছে ৩ দিন পূর্বে জমা দিবেন।
- ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ, ১ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি ও জন্ম নিবন্ধন বা আইডি কার্ডের কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- নির্ধারিত "সংকলিত ১০০ হাদীস" অর্থ ও বর্ণনাকারীর জীবনীসহ মুখস্থ করতে হবে।
- প্রতিযোগিতায় অনুর্ধ ২৫ বছর বয়সী যে কোন স্তরের ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- প্রতিযোগিতা ২টি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে:- ১) বিভাগীয় পর্ব। ২) ফাইনাল পর্ব (ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে)।
- বিভাগীয় প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র লিখিত ভাবে হবে।
- ফাইনাল প্রতিযোগিতা ঢাকায় লিখিত ও মৌখিক ভাবে হবে।
- বিচারকমন্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফলই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।
- বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় নিজ খরচে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- ফাইনাল প্রতিযোগিতার তারিখ বিভাগীয় পরিচালকের মাধ্যমে জানানো হবে এবং তার তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় ৫ জন ছেলে ও ৩ জন মেয়ে বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট ও ব্যাগ প্রদান করা হবে।
- ফাইনাল প্রতিযোগিতায় প্রতি বিভাগ থেকে ৫ জন ছেলে, ৩ জন মেয়ে অংশগ্রহণ করবে।
- ফাইনাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৭ জন ছেলে ও ৩ জন মেয়ে বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট, ক্রেস্টসহ নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা

## চূড়ান্ত বিজয়ীদের পুরস্কার

| م | বিবরণ البيان | | পুরস্কার الجوائز | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ছেলে للبنين | মেয়ে للبنات |
| ১. | ১ম পুরস্কার | الفائز الأول | Tk 150,000 | Tk 150,000 |
| ২. | ২য় পুরস্কার | الفائز الثاني | Tk 120,000 | Tk 120,000 |
| ৩. | ৩য় পুরস্কার | الفائز الثالث | Tk 90,000 | Tk 90,000 |
| ৪. | ৪র্থ পুরস্কার | الفائز الرابع | Tk 80,000 | |
| ৫. | ৫ম পুরস্কার | الفائز الخامس | Tk 70,000 | |
| ৬. | ৬ষ্ঠ পুরস্কার | الفائز السادس | Tk 60,000 | |
| ৭. | ৭ম পুরস্কার | الفائز السابع | Tk 50,000 | |

| ক্র | বিভাগ | দায়িত্বশীলদের নাম | মোবাইল | তারিখ | প্রতিযোগিতার স্থান |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ঢাকা উত্তর | ড. মো. সাইফুল্লাহ<br>ড. রফিকুল ইসলাম | ০১৯২৫-৭৮৬ ৯৯২<br>০১৭১৫- ২৪৬ ১০০ | ২২ অক্টোবর | হজ ক্যাম্প, আশকোনা, এয়ারপোর্ট, ঢাকা |
| ২. | ঢাকা দক্ষিণ | ড. মো. শহীদুল্লাহ খান<br>ড. মো. ইব্রাহীম | ০১৭১৫-৩৭২ ১৬১<br>০১৭৩২-৬৭৫ ৩৮৫ | ২৪ অক্টোবর | মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা |
| ৩. | চট্টগ্রাম | শাইখ আফিফ ফুরকান<br>শাইখ ড. শাফি উদ্দীন | ০১৮৭৮-২৯৮ ৯৫৭<br>০১৭১৮-২৭৫ ৪২৫ | ২৪ অক্টোবর | তাকওয়া মডেল মাদ্রাসা, চকবাজার, চট্টগ্রাম |
| ৪. | সিলেট | শাইখ সাঈদুল হাসান<br>শাইখ বদরুদ্দীন | ০১৭২৭-৭২৩ ৮৮৩<br>০১৭৮৩-৩৬০ ৯৯৯ | ২২ অক্টোবর | ফুট প্যারাডাইজ বারুত পয়েন্ট, সিলেট |
| ৫. | মোমেনশাহী | শাইখ মাসউদুর রহমান<br>শাইখ আব্দুর রহমান | ০১৭৩০-৩০ ৩০ ৪১<br>০১৬০৫-২৩৯ ১৭০<br>০১৭১৫-৬৬৯ ২৮৮ | ১৯ অক্টোবর | জামিয়া কাসেমীয়া মদীনানগর, রহমতপুর, মোমেনশাহী |
| ৬. | রংপুর | শাইখ আসাদুল্লাহ খান<br>ড. উসমান গণি | ০১৭৩৭-৭৭২ ৫৫১<br>০১৭১১-১০০ ৪৮৬ | ২৬ অক্টোবর | মাদরাসাতুন নাবাবিয়্যাহ, শালবন মিস্ত্রী পাড়া, হারাগাছ রোড, রংপুর। |
| ৭. | রাজশাহী | শাইখ আকমাল হোসাইন<br>শাইখ মাসউদুর রহমান | ০১৬০৮-১৮৪ ৯৮৬<br>০১৭৩০-৩০ ৩০ ৪১<br>০১৬০৫-২৩৯ ১৭০ | ২৬ অক্টোবর | মাদীনাতুল উলুম কামিল মাদরাসা, উপরভদ্রা, কাজলা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। |
| ৮. | খুলনা | শাইখ হেকমাতুল্লাহ মাদানী<br>শাইখ আব্দুস সোবহান | ০১৭১৫-১৮২ ৯৮১<br>০১৭৩১-৪০৬ ৮০০ | ১৭ অক্টোবর | খুলনা আলিয়া কামিল মাদরাসা খুলনা |
| ৯. | বরিশাল | শাইখ এ. কিউ. আ. হাকীম<br>শাইখ আব্দুস সোবহান | ০১৭১১-৭৩২ ২৫৭<br>০১৭৩১-৪০৬ ৮০০ | ১৫ অক্টোবর | লুৎফুর রহমান ক্যাডেট মাদরাসা নতুল্লাবাদ, বরিশাল সদর |

যে কোন প্রয়োজনে:
০১৬৭৩-২২৯৩১৬
সকাল ৯টা থেকে
বিকেল ৪টা

রিলিজিয়াস এ্যাটাশে অফিস রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা। الملحقية الدينيه بسفارة المملكة العربية السعودية لدى دكا

তাওহীদ ও সুন্নাহ'র অনুসরণই মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের মূলভিত্তি

# আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন- ২০২৬

## সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

**প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন,**
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ নানা সংকট, বিভ্রান্তি ও বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ সময়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিশুদ্ধ দাওয়াহ, নির্ভরযোগ্য ইসলামী জ্ঞানচর্চা এবং উম্মাহর মধ্যে সচেতনতা ও ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস আগামী **৫ ও ৬ নভেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাভারের বাইপাইলে জমঈয়ত ক্যাম্পাসে** আয়োজন করতে যাচ্ছে দুই দিনব্যাপী-

### আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০২৬

এই মহাসম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান আলেম-উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য, দাওয়াহ, শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকনির্দেশনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করবেন ইনশা-আল্লাহ।

**তাওহীদ ও সুন্নাহপ্রেমিক ভাইয়েরা,** আপনারা জানেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অতীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস, পবিত্র কা'বার ইমাম শাইখ আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল (রহ.), মসজিদে নববীর ইমাম আলী বিন আব্দুর রহমান আল হুযাইফী এবং শাইখ আব্দুল মুহসিন মুহাম্মদ আল কাসিম, সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহর সাবেক উপদেষ্টা ও রাবেতা আলম আল ইসলামির সাবেক মহাসচিব ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কীসহ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, পাকিস্তান, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, বাহরাইন, ভারত) শীর্ষ সালাফী উলামায়ে কিরাম মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এবারও ইনশা-আল্লাহ আরও বেশি সংখ্যক দেশের ইসলামী স্কলারগণ অংশগ্রহণ করবেন।

**সম্মানিত ভাইয়েরা,** আমরা মনে করি, এটি কেবল একটি সম্মেলন নয়; বরং এটি ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াহ, ইলমের প্রসার, উম্মাহর জাগরণ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণের মহতী প্রয়াস। আর এ ধরনের আন্তর্জাতিক আয়োজন বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই আমরা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সর্বস্তরের মুসলিমদের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানাই- আসুন, এই মহতী উদ্যোগে আর্থিক অনুদান, পৃষ্ঠপোষকতা, দু'আসহ **সর্বাত্মক সহযোগিতার** মাধ্যমে শরীক হই। কারণ মহান আল্লাহ বলেন: **তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো।"** (সূরা আল মায়িদাহ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বলেছেন: **"যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখায়, সে সেই কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।"** (সহীহ মুসলিম)

আমরা বিশ্বাস করি, আপনার আন্তরিক অনুদানের ফলে লাখো মানুষ বিশুদ্ধ ইসলামের মর্মবাণী শুনবে। আপনার আমলনামায় অবিরাম যুক্ত হবে সাদাকায়ে জারিয়ার সওয়াব। আপনার দান ইলম, দা'ওয়াহ, হিদায়াহ এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এক স্থায়ী বিনিয়োগে পরিণত হবে- ইন শা-আল্লাহ।

আসুন! আমরা সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই মহতী দ্বীনি উদ্যোগে অংশগ্রহণ করি। আপনার সামান্য সহযোগিতা, আপনার পরিবারের দান, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা- সবই হতে পারে ইসলামের খেদমতে অনেক মূল্যবান অবদান। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন এবং দীনী কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন।

## আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করতে

বাংলা QR কোড
যেকোনো মোবাইল অ্যাপ দিয়ে
সহজেই স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট :
**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**
সঞ্চয়ী হিসাব নং
205011802002856**00**
ইসলামী ব্যাংক
নবাবপুর রোড শাখা।

বিকাশ, নগদ, রকেট (পার্সোনাল)
**01933 355905**

**কেন্দ্রীয় কার্যালয়**
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
+8802224458551
+8801933 355 901
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd

## অনুরোধে

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর পক্ষে

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইন
যুগ্ম-আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন কো-অর্ডিনেশন কমিটি

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন
সদস্য সচিব ও যুগ্ম সদস্য সচিব
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন কো-অর্ডিনেশন কমিটি

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

তাওহীদ ও সুন্নাহ'র অনুসরণই
মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের মূলভিত্তি

# আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০২৬

৫-৬ নভেম্বর, ২০২৬
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস
বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন

## অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বক্তব্য প্রদান করবেন

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোয় আলোকিত জীবন গড়তে মহাসম্মেলনে যোগ দিন

## বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত